পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 197 Monday, 17 June, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ১৯৭ সংখ্যা ✻ ২ আষাঢ়, ১৪৩১, সোমবার, ১৭ জুন, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল থেকে ছুটি অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ ছোট্ট অপারেশন। তা সম্পন্ন হওয়ার পর রবিবার বিকেলেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটের খানিক পরে বাইপাসের ধারের হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অভিষেক বেরনোর সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান বিধাননগরের বিধায়ক তথা দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। আপাতত অভিষেকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ আচমকাই বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়। এই হাসপাতালে মাঝেমধ্যে চিকিৎসার জন্য আসেন তিনি। তবে এদিন ঠিক কী কারণে এসেছিলেন, তা নিয়ে প্রথমে বেশ ধোঁয়াশা ছিল। পরে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, পিঠে একটি ছোট প্লাস্টিক সার্জারি হবে তাঁর। ডাক্তার আদিশ বসুর নেতৃত্বে একটি স্পেশাল মেডিক্যাল টিম তৈরি করে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয় সকালেই। হাসপাতালের তরফেই জানানো হয়, গুরুতর কিছু নয়। সব ঠিক থাকলে বিকেলেই ছাড়া পেতে পারেন অভিষেক। এর পর দুপুর নাগাদ মেডিক্যাল বুলেটিন প্রকাশ করে অস্ত্রোপচারের সাফল্যের কথা জানানো হয় হাসপাতালের তরফে। সেইসঙ্গে তিনি যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই শুভেচ্ছাবার্তাও দেওয়া হয়। বিকেল নাগাদ অভিষেক হাসপাতাল থেকে ছুটি পান। ফিরে যান বাড়িতে। লোকসভা ভোটের ফলাফলে রেকর্ড ব্যবধানে ডায়মন্ড হারবার থেকে তৃতীয়বার জেতার পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাময়িক বিরতি ঘোষণা করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, চিকিৎসার জন্য তিনি বিরতি নিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও শুক্রবার নিজের সংসদীয় কেন্দ্রে গিয়ে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দেখা করেন ভোটারদের সঙ্গেও।

জঙ্গি হামলার মোকাবিলায় কড়া প্রশাসন

কাশ্মীরের নিরাপত্তায় একগুচ্ছ নির্দেশ শাহর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃ কাশ্মীরে লাগাতার জঙ্গি হামলার ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার। পরপর জঙ্গি হামলায় কেঁপে উঠেছে কাশ্মীর। এহেন পরিস্থিতিতে চলতি মাস থেকেই শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে হঠাৎই যেন কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কাশ্মীর। সেই কাশ্মীরে সন্ত্রাসদমন নিয়ে রবিবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৬ ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক চলেছে। কাশ্মীর নিয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা দিয়েছেন তিনি। রবিবার দিল্লিতে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভল্লা, সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে, এবং হবু সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী, আইবি ডিরেক্টর তপন ডেকা, সিআরপিএফের ডিরেক্টর জেনারেল অনিশ দয়াল সিং, কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি আরআর সোয়াইন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা এজেন্সির শীর্ষ আধিকারিকরা। দীর্ঘ ছঘণ্টা ধরে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলে। বিকেলে বৈঠক শেষ হওয়ার পরে জানা যায়, কাশ্মীরের জন্য 'জিরো টেরর প্ল্যান' তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন শাহ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, এরিয়া ডমিনেশন এবং জিরো টেরর প্ল্যানের মাধ্যমে যেভাবে কাশ্মীরে সাফল্য মিলেছে, জম্মুর জন্যও সেইভাবেই কাজ করতে হবে। শাহ আরও বলেছেন, সমস্ত নিরাপত্তারক্ষা সংস্থাগুলোকে এক মিশন ভেবে কাজ করতে হবে যেন দ্রুত সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। প্রত্যেক সংস্থার কাজের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, কাশ্মীরের হামলার ঘটনাকে এখন ছায়াযুদ্ধ বলা যেতে পারে। আগের মতো ষড়যন্ত্র করে আক্রমণ শানাতে পারে না জঙ্গি সংগঠনগুলো। তবে সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎখাত করাই মোদি সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২৯ শে জুন থেকে শুরু হওয়া বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতিও পর্যালোচনা করছেন। এই বৈঠকে অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন। অমিত শাহের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন তিন দিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একই ধরনের বৈঠক করেছিলেন। এতে তিনি জম্মুতে তীর্থযাত্রীদের বহনকারী বাসে হামলা সহ বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী ঘটনার পরে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ জারি করেছিলেন। সন্ত্রাস মোকাবিলায় পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। এক সপ্তাহ আগে জম্মুর রিয়াসি জেলায় তীর্থযাত্রী ভর্তি একটি বাসে জঙ্গিরা হামলা চালায়, যাতে ৯ জন মানুষ নিহত হন। সূত্রের দাবি, কোনওভাবেই যাতে তীর্থযাত্রীদের কোনওরকম সমস্যায় না পড়তে হয়, নিরাপত্তা আধিকারিকদের সেটা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন শাহ।

স্পিকার পদ নিয়ে

সুর নরম করেছে জেডিইউ-টিডিপি, ডেপুটি স্পিকার পদ চায় ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃ আর দিন দশেক। আগামী ২৬ জুন বসছে লোকসভার অধিবেশন। সেদিনই তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পরীক্ষা। স্পিকার নির্বাচন। দেশের পরবর্তী স্পিকার কে হচ্ছেন, এসব নিয়ে জল্পনার মধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বিশেষ করে এনডিএ শিবিরে রীতিমতো তৎপরতা চলছে সেই বিষয়টা নিয়ে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছিল, বিজেপির কাছে লোকসভার স্পিকার পদ দাবি করতে পারে টিডিপি। নীতীশ কুমারের জেডিইউও সমর্থন করতে পারে তাঁদের। কিন্তু এনডিএ শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, স্পিকার পদ নিয়ে নিজেদের দাবি থেকে সরে এসেছে টিডিপি। বিজেপি যদি সর্বসম্মতিতে কাউকে প্রার্থী করে তাহলে তাঁকে সমর্থনে আপত্তি নেই টিডিপির। নীতীশের দল আরও খানিকটা সুর নরম করেছে। জেডিইউ নেতা কে সি ত্যাগী জানিয়ে দিয়েছেন, জোটের বড় শরিক হিসাবে স্পিকার পদে প্রথম দাবি বিজেপিরই। এনডিএ'র অন্দরে সমস্যা মোটামুটি মিটলেও ইন্ডিয়া শিবির স্পিকার নির্বাচন নিয়ে নিজেদের মতো কৌশল সাজাচ্ছে। বিনা যুদ্ধে বিজেপির হাতে অধ্যক্ষ পদ তুলে দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী 'ইন্ডিয়া'। লোকসভার অধ্যক্ষপদ সহজেই বিজেপি পেয়ে যাক তা কোনওভাবেই হতে দিতে চাইছে না বিরোধী নেতারা। এনডিএ-র শরিকদল টিডিপি বা জেডিইউয়ের কাউকে অধ্যক্ষ করা হলে তাঁকেই 'ইন্ডিয়া'র পক্ষ থেকে সমর্থন করা হবে বলেই একপ্রকার ঠিক হয়েছে। তবে, বিজেপি যদি শরিকদের হাতে না ছেড়ে নিজেদের দলের কাউকে অধ্যক্ষ পদের জন্য বেছে নেয় তাহলে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকেও পাল্টা প্রার্থী দেওয়া হতে পারে। একইসঙ্গে বিগত দুবার লোকসভায় সহ-অধ্যক্ষর পদটি খালি পড়ে থাকলেও এবার যাতে 'ইন্ডিয়া'য় থাকা দলগুলির কোনও সাংসদকে সেই পদে বসানো হয় তা নিয়েও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে বিরোধীরা। সূত্রের খবর সরকার যদি ডেপুটি স্পিকার পদটি বিরোধীদের ছাড়তে রাজি হয়, তাহলে স্পিকার পদে প্রার্থী নাও দেওয়া হতে পারে। নাহলে স্পিকার পদে প্রার্থী দিতেই পারে ইন্ডিয়া জোট।

উপনির্বাচনে বিজেপির ১২ প্রার্থীর নাম যাচ্ছে দিল্লিতে

দুরন্ত বার্তা, ১৬ জুন ঃ উপনির্বাচনে ১২ প্রার্থীর নাম যাচ্ছে দিল্লিতে। দিল্লির ছাড়পত্র পেলেই তারা প্রচারের ব্যস্থায় লেগে পড়বেন বলে জানতে পারা গিয়েছে উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর প্রথম বৈঠকে বসছিল রাজ্য বিজেপির কোর কমিটি। আর সেই বৈঠকে হাজির হলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ দলের কোর কমিটির দুই সদস্য সুভাষ সরকার ও নিশীথ প্রামাণিক। দুই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ ও নিশীথ দু'জনেই এবার লোকসভা ভোটে বাঁকুড়া ও কোচবিহার কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছেন। তবে প্রথম বৈঠকে শুভেন্দুর না থাকা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, কোচবিহারে দলের কোনও আগাম কর্মসূচি ছিল না। সকল কোর কমিটির সদস্যকেই এই বৈঠকে আসার কথা বলা হয়েছিল। ভোট বিপর্যয়ের পর রাজ্য বিজেপির একাংশ শুভেন্দুর দিকে আঙুল তুলেছে। নাম না করলেও দিলীপের নিশানাতেও রয়েছেন শুভেন্দু। পাল্টা শুভেন্দুও সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, দলের খারাপ ফল হলে তাঁর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। সংগঠনে তিনি কখনও মাথা গলাননি। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই শনিবারের বৈঠকে দিলীপের মুখোমুখিই হলেন না শুভেন্দু। বৈঠকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য থাকলেও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল ছিলেন না। অন্যদিকে, সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়রা ছিলেন। বনসল না আসাতেই ভোটের ফলাফল নিয়ে এদিন বৈঠকে কোনও আলোচনা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, আসন্ন চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী কারা হবেন তার একটা তালিকা তৈরি করে দিল্লিতে পাঠানো হচ্ছে। সেই মতো মানিকতলাসহ চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি থেকে ৩জন করে সম্ভাব্য প্রার্থীর অর্থাৎ মোট ১২জনের নাম দিল্লিতে পাঠানো হচ্ছে। তবে প্রার্থীদের নাম নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত এদিন হয়নি বলেই খবর। আবার বৈঠকে বসতে পারে রাজ্য বিজেপি। তবে এই প্রার্থী বাছাই নিয়ে দলীয় অন্য নেতা কর্মীদের জল্পনা কল্পনা চলছেই।

১৯ ও ২০ জুন নির্বাচনী পরবর্তী বৈঠক লাল বাহিনীর

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ লোকসভা ভোটে ফের সিপিএম-র জুটেছে শূন্যের তকমা। সেই নিয়ে কাঁটাছেঁড়া করতে বসবে বঙ্গের লাল সৈনিকরা। জানা গিয়েছে আগামী ১৯ জুন এবং ২০ জুন নির্বাচনী পরবর্তী বৈঠক রয়েছে বাম বিগ্রেডের। কিন্তু এর মাঝেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে সিপিএমের বর্ধিত রাজ্য কমিটির অধিবেশনের পথে যাচ্ছে বঙ্গ সিপিএম। আগামী জুলাই অগস্ট মাসে কলকাতা থেকে দূরবর্তী কোনও জেলায় তা করার পরিকল্পনা নিয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এই বিষয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন , এ বার পরিকল্পনা রয়েছে কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় অধিবেশন করার। সব জেলায় দলের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, গণসংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বকে নিয়ে হবে বর্ধিত অধিবেশন। ক্ষমতা থেকে চলে গেলেও সিপিএমের বড় অংশের মধ্যে কমিটি আঁকড়ে থাকার ঝোঁক রয়েছে বলে দলের অনেকের দাবি। সম্মেলনের আগে তা বেশি বেশি করে চাগাড় দেয় বলে অনেকেরই অভিজ্ঞতা। প্রাক্ সম্মেলন পর্বে এই বর্ধিত অধিবেশন থেকে সংগঠনে বড় কোনও রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে সম্মেলন সংক্রান্ত নির্দেশিকা তৈরি করতে পারে রাজ্য সিপিএম।

হাইকোর্টের নির্দেশ পেয়ে ফের রাজভবনে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই রবিবার পুনরায় রাজভবনে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজভবন অভিযান বিজেপির পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় এদিন গোটা এলাকাই মুড়ে ফেলা হয় কড়া পুলিশি নিরাপত্তায়। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা পৌঁছনর আগেই রাজভবনের সামনে লম্বা লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা। রাজভবন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় একশ জন আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরাই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে প্রবেশ করবেন রাজভবনে। তারপর তাঁরা শাসকদলের সন্ত্রাসের বিবরণ তুলে ধরবেন রাজ্যেপালের কাছে। বাজভবন চত্বরে গায়ে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ভেতরে প্রবেশের অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। শাসক দলের সন্ত্রাসে আক্রান্তদের ছবি ঝুলতে দেখা গিয়েছে বিজেপি প্রতিনিধি দলের সদস্য গলায়। ঠিক সন্ধ্যা পৌঁনে ছটা নাগাদ শুভেন্দু আসতেই শুরু হয় ভেতরে ঢোকার তোড়জোড়। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে রাজভবনের নর্থ গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবেন শুভেন্দু। তাঁর সঙ্গে থাকবে আক্রান্ত বিজেপি প্রতিনিধি দলের সদস্যেরা। বৃহস্পতিবার ঘর ছাড়া বিজেপি কর্মীদের নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজভবনে গিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধীদলনেতা। কিন্তু সেখানে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। ১৪৪ ধারা জারি থাকায় রাজবনে প্রবেশ করতে পারেনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। প্রায় এক ঘন্টা তাঁকে গাড়িতে আটকে রাখা হয়। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। বিচার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই মামলার প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাজ্যপালের সঙ্গে বিজেপির প্রতিনিধিদের দেখা করার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এদিন তাঁর এজলাসে রাজ্য পুলিশকে একরকম ধমক দিয়ে পুলিশের আচরনের জবাব চান তিনি। তারপর রাজ্যপাল অনুমতি দিলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন বলে জানান বিচারপতি। এদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কোনও সভ্য দেশে এই এমন হয় না বলেই রাজ্য প্রশাসনকে কটাক্ষ করেছিলেন তিনি।

পার্ক স্ট্রিট গুলিকাণ্ডে পুলিশের জালে ৪, অধরা মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় গুলিচালনার ঘটনা ঘটল কয়েক দিন আগে। তার পরেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল চার। যদিও মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মূল অভিযুক্তের এক আত্মীয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই মাস্টারমাইন্ডের নাগাল পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার গভীর রাতে পার্ক স্ট্রিট লাগোয়া মির্জা গালিব স্ট্রিটে দুপক্ষের গুলিযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। জখম হন একজন। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে সোনু নামে একজন সন্দেহভাজনের হদিশ পায় পুলিশ। তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে কয়েকজনকে আটক করা হয়। রবিবার সকালে গ্রেপ্তার করা হল ৪ জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধেয় মূল অভিযুক্ত সোনুর সঙ্গে রাকিব নামে এক যুবকের বচসা হয়। তা তখনকার মতো মিটে গেলেও গভীর রাতে গাড়ি রাখতে আসা সোনুর উপর রাকিবের দল চড়াও হয় বলে অভিযোগ। পার্ক স্ট্রিট লাগোয়া ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দুপক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অশান্তি হয়। অভিযোগ, অশান্তির মাঝে আচমকাই সোনু গুলি চালাতে শুরু করে। কমপক্ষে তিন রাউন্ড গুলি চলে বলে। তাতে জখম হয় রাকিব। তাঁর ডান পায়ে গুলি লাগে। দীর্ঘক্ষণ ওই অবস্থায় পড়ে থাকার পর তাঁকে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই সোনু পলাতক। তদন্তে নেমে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ জানতে পারে, সোনু কুখ্যাত সমাজবিরোধী। তার নামে আগেও বহু অপরাধমূলক কাজকর্মের রেকর্ড আছে। গ্রেপ্তারও হয়েছে। পরে ছাড়া পেয়ে ফের তোলাবাজির মতো বেআইনি কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। তা নিয়েই সম্ভবত তার সঙ্গে রাকিবের বচসা এবং সংঘর্ষ। পুলিশ সূত্রে আরও খবর, ধৃতদের মধ্যে সাব্বির নামে ব্যক্তি সম্পর্কে সোনুর শ্যালক। তার সূত্র ধরেই মূল পাণ্ডার হদিশ পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

মাংসখেকো ব্যাকটেরিয়ার আতঙ্ক আক্রান্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ ব্যাকটেরিয়ার নাম মাংসখেকো। ভাবা যায়। জানা গিয়েছে একবার তার কবলে পড়লে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু অবধারিত! এমনই ভয়ংকর এক আদ্যপ্রাণীর দেখা মিলেছে জাপানে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের কবলে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ৯৭৭ জন! তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও জাপানে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে এই ব্যাকটেরিয়া। ১৯৯৯ সাল থেকেই এই ব্যাকটেরিয়া ও তার প্রকোপে হওয়া স্ট্রেপটোকক্কাল টক্সিক শক সিনড্রোম তথা এসটিএসস নামের অসুখটির কথা সকলের জানা। গত বছর আক্রান্ত হয়েছিলেন ৯৪১ জন। কিন্তু এবার সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই আরও বেশি। ফলে আতঙ্ক বাড়ছে।

গ্রুপ এ স্ট্রেপটোকক্কাস বা জিএএস নামের এই ব্যাকটেরিয়া সাধারণত ছোটদের গলা ফোলা ও ব্যথার মতো উপসর্গ তৈরি করে। কিন্তু এরই মধ্যে কোনও কোনও আদ্যপ্রাণী দ্রুত শরীরের আরও অবনতি ঘটাতে পারে। যার ফলে গায়ে ব্যথা, জ্বর, রক্তচাপ কমে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেখান থেকে দ্রুত শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তার পর অর্গ্যান ফেলিওর অর্থাৎ অঙ্গ অকেজো হয়ে যেতে থাকা এবং ক্রমে মৃত্যু। টোকি বলছেন, বেশির ভাগ মৃত্যুই হতে পারে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে। কোনও রোগী হয়তো দেখলেন তাঁর পায়ের পাতা ফুলছে। দুপুরের মধ্যে সেটা হাঁটুতে পৌঁছে যেতে পারে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। এবছর জাপানে আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই হাজার ছুঁতে পারে বলে মত তাঁর। এই অসুখে মৃত্যুহারও যথেষ্ট বেশি। ৩০ শতাংশ।

কীভাবে মিলতে পারে রেহাই জানতেই কিকুচি জানান, হাত যেন পরিচ্ছন্ন থাকে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। কোনও খোলামুখ ক্ষত থাকলে তার দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে। তাঁর মতে, রোগীদের অন্ত্রে এই ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। তার পর সেখান থেকে হাতের মাধ্যমে মুখে পৌঁছে যেতে পারে দ্রুত।

নিট কেলেঙ্কারির নেপথ্যে একাধিক কোচিং সেন্টার, পরীক্ষায় মাফিয়াচক্র

পাটনা, ১৬ জুন ঃ সর্বভারতীয় অভিন্ন মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ পরীক্ষার্থী নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেন। অথচ এই নিট পরীক্ষাতেই এত বড় কেলেঙ্কারি! সম্ভবত দুর্নীতির অঙ্কটা কয়েক হাজার কোটির। অন্তত একেক জায়গা থেকে যা যা অভিযোগ আসছে, তা একত্রিত করলে সেটাই দাঁড়ায়। বিহার সরকারের আর্থিক দুর্নীতি বিভাগ একটি অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, নিট পরীক্ষার দুর্নীতির মূল অনেক গভীরে। প্রায় পরিকল্পিতভাবে ছন্দবদ্ধ দুর্নীতি। যার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। বিহার সরকারের আর্থিক দুর্নীতি বিভাগ শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পরীক্ষার্থীদের তলব করেছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তাতে তারা জানতে পেরেছে, নিটের একেকটি প্রশ্নপত্রের দাম ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হত। শুধু তাই নয়, প্রশ্নের উত্তর লিখে দেওয়ার জন্য 'সলভার গ্যাং'ও তৈরি হয়েছিল। তাঁদের জন্য আবার আলাদা করে ১০-১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হত। একাধিক সূত্রের দাবি, নিটের কেলেঙ্কারির কয়েকটি স্তর রয়েছে। প্রথমত প্রশ্ন বিক্রি। বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বা পরীক্ষার আগে সোশাল মিডিয়া প্লাটফর্মে গ্রুপ বানিয়ে প্রশ্ন বিক্রি করার 'অফার' দেওয়া হত। একেকটি প্রশ্নের দাম ১৫-৩০ লক্ষ। অর্থাৎ চারটি বিষয়ের প্রশ্ন কিনতেই লাগত ৬০-৮০ লক্ষ। এর পর কাজ সলভার গ্যাংয়ের। প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পরও যদি কোনও পরীক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসী না হন, তাহলে তাঁকে উত্তর লিখে দেওয়ার জন্য রয়েছে সলভার গ্যাং। পরীক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এই সলভার গ্যাংয়ের লোকেরা উত্তরও লিখে দিতেন। সেজন্য দিতে হত বাড়তি ১৫-২০ লক্ষ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পরীক্ষার্থীকে মেডিক্যালে সুযোগ পাইয়ে দিতে প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ হত। এখন ঠিক কত সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিটে পাশ করেছেন, বা আদৌ কেউ করেছেন কিনা, সেটাই তদন্তের প্রকৃত বিষয় বলে ধরা হচ্ছে।

ইভিএম বাতিলের দাবি তুললেন মাস্ক, সমর্থন করলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃ ফের ইভিএম বাতিলের দাবি। তবে এবার দাবিটা এ দেশের কোনও নেতা তোলেননি। তুললেন খোদ সোশাল মিডিয়া জায়ান্ট এক্সের কর্ণধার এলন মাস্ক। মাস্কের সেই দাবিকে আবার সমর্থন করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সব মিলিয়ে দেশের লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের প্রায় দুসপ্তাহ পর নতুন করে চর্চায় ইভিএম। আসলে সম্প্রতি পুয়ের্তো রিকোর নির্বাচনে ব্যাপক বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ইভিএম হ্যাক, ভুয়ো ভোটারদের ভোটদানের বহু প্রমাণও নাকি জনসমক্ষে মিলেছে। সেই প্রসঙ্গ তুলেই টেসলা কর্তা মাস্ক নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল এক্সে লিখলেন, আমাদের দ্রুত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বাতিল করা উচিত। কারণ মানুষ বা এআইয়ের মাধ্যমে ইভিএম হ্যাক করার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেই সম্ভাবনা ক্ষুদ্র হলেও সেটার প্রভাব বিরাট। পৃথিবীর আরেক প্রান্তে বসে মাস্কের সেই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন এদেশের বিরোধী মুখ রাহুল গান্ধী। আসলে মাস্ক এদেশের নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ইভিএম নিয়ে মন্তব্য না করলেও তাঁর বক্তব্য এ দেশের নির্বাচনেও প্রাসঙ্গিক। ভারতের বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরেই ইভিএম হ্যাকিংয়ের অভিযোগে সরব। মাস্কের সেই পোস্ট রিটুইট করে রাহুল গান্ধী বলছেন, এদেশে ইভিএম যেন ব্ল্যাক বক্সের মতো হয়ে গিয়েছে। সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার কারও নেই। কংগ্রেস নেতার দাবি, আমাদের গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে রাহুলের বক্তব্য, স্বশাসিত সংস্থাগুলি যদি দায়িত্বশীল না হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রহসনে পরিণত হয়। গণতন্ত্রে প্রতারণার প্রবণতা বাড়তে পারে। নিজের পোস্টে একটি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টও শেয়ার করেছেন কংগ্রেস নেতা। যাতে দাবি করা হয়েছে, ভোটগণনার দিন নাকি গণনাকেন্দ্রের বাইরে থেকে গণনাপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন মহারাষ্ট্রের এক শিব সেনা নেতা। ওই শিব সেনা নেতাকে গ্রেপ্তার করার পর জানা গিয়েছে, তাঁর কাছে এমন কিছু কোড ছিল যাতে ইভিএম 'আনলক' করা যায়। যদিও ওই খবরের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। তবে ইভিএমের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীরা যে এখমও আশ্বস্ত নন, সেটা রাহুল গান্ধী এদিনের পোস্টে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন।

বন্ধ হচ্ছে সমস্ত জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য, বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধিতে এই প্রয়াস

কলকাতা, ১৬ জুন ঃরবিবার অর্থাৎ ১৬ জুন থেকে রাজ্যের সবকটি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য তিন মাসের জন্য বন্ধ হয়েছে। এই সময় পর্যটকদের অরণ্যে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকছে। পাশাপাশি জঙ্গল সাফারি ও এলিফ্যান্ট সাফারিও বন্ধ থাকবে।মূলত অঙ্কুরোদগম, বন্যপ্রাণীর বংশবৃদ্ধির সময় হিসাবে বর্ষাকালে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বন দফতর। রবিবার থেকেই রাজ্যের সবকটি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য তিন মাসের জন্য বন্ধ হয়েছে।

যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবার কাশ্মীরে, ২০ জুন শ্রীনগরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২০ জুন জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে যাচ্ছেন। শ্রীনগরে রাত্রিযাপন করার পর, পরবর্তী দিন ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এ বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে।সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী ২০ জুন শ্রীনগরে এসে পৌঁছবেন। রাত্রিযাপন করার পর পরবর্তী দিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এ বছরের যোগ দিবসের থিম হল ''নারী ক্ষমতায়নের জন্য যোগ। সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহার নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতির জন্য উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

গঙ্গা দশেরায় শুভেচ্ছা সুকান্তর

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে গঙ্গা দশেরা উদযাপিত হয়। রবিবার সেই বিশেষ তিথি। সেই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এদিন টুইট করে বলেন, নমামি গঙ্গে। পবিত্র গঙ্গা দশেরা উপলক্ষ্যে আমরা মা গঙ্গার দেবত্বকে সম্মান জানাই এবং তাঁর সুরক্ষার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার শপথ নিই।উল্লেখ্য, এদিন দেশজুড়ে গঙ্গা দশেরা উৎসব পালিত হচ্ছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে দেবী গঙ্গা পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন।

তাপপ্রবাহের সতর্কতা দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস পূর্ব ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃজুন মাসের মাঝামাঝি-ও নেই স্বস্তি। তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখীই। তীব্র তাপপ্রবাহ অব্যাহত উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে। আগামী চার-পাঁচ দিন এসব জায়গায় আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৯ জুন পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। দিল্লি ও উত্তর প্রদেশে তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকতে পারে। এর জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পঞ্জাবে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়ের একাংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে।অন্যদিকে দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্বে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আর আগামীদিনে পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অরুণাচলের ১০ মন্ত্রীকে দফতর বণ্টন মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুর, উপ-মুখ্যমন্ত্রী চওনার হাতে অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ

ইটানগর, ১৬ জুন ঃ অরুণাচল প্রদেশের ১০ মন্ত্রীকে দফতর বণ্টন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। উপ-মুখ্যমন্ত্রী চওনা মেইনের হাতে থাকবে অর্থ ও পরিকল্পনা সহ প্রায় দশটি দফতর। এছাড়া উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের যে সব দফতর বণ্টন করা হয়নি সেগুলি নিজের হাতে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে বিভাগীয় মন্ত্রীদের নিয়োগপত্রে অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) কে টি পার্নায়েক।যে সব দফতর যে সকল মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে -১। উপ-মুখ্যমন্ত্রী চওনা মেইনকে দেওয়া হয়েছে অর্থ, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ, কর, আবগারি, রাজ্য লটারি, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান, বিদ্যুৎ এবং নন-কনভেনশনাল এনার্জি।২। বিউরাম ওয়াহগেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং জলসম্পদ বিভাগ।৩। নিয়াতো দুকামকে বাণিজ্য ও শিল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান, তথ্য ও জনসংযোগ ও মুদ্রণ বিষয়ক।৪। গ্যাব্রিয়েল ডি ওয়াংচুকে কৃষি, উদ্যানপালন, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা, দুগ্ধ উন্নয়ন, মৎস্য, খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ এবং ভোক্তা বিষয়ক।৫। ওয়াংকি লোয়াংকে পরিবেশ ও বন, ভূতত্ত্ব, খনি ও খনিজ পদার্থ এবং তিরাপ, চ্যাংলাং ও লংডিং বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।৬। পাসাং দর্জি সোনাকে শিক্ষা, গ্রামীণ বিষয়ক, সংসদ বিষয়ক, পর্যটন এবং গ্রন্থাগার বিভাগ।৭ মামা নাতুংকে গৃহ এবং আন্ত ঃরাজ্য সীমান্ত বিষয়ক, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, জল সরবরাহ, আদিবাসী বিষয়ক বিভাগ।৮। প্রথম মহিলা মন্ত্রী দাসাংলু পুলকে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সংস্কৃতি বিষয়ক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর।৯। বালো রাজাকে নগর বিষয়ক, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং অসামরিক বিমান দফতর। এবং১০। কেনতো জিনিকে আইন ও বিচার, সামাজিক ন্যায়বিচার, ক্ষমতায়ন ও উপজাতি বিষয়ক এবং ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক।

পণ্য লোডিঙে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি

গুয়াহাটি, ১৬ জুন ঃ গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজনের কাছে সময়মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। সেজন্যই পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রমাগতভাবে অগ্রগতি লাভ করছে। ২০২৪-এর মে মাসে বিভিন্ন পণ্যের ১.০৩৪ মিলিয়ন টন লোডিং পঞ্জিয়ন করা হয়েছে। যার ফলে বিগত বর্ষের একই সময়ের তুলনায় এই বৃদ্ধি ১৬.৮৩ শতাংশ। রবিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এ খবর দিয়ে জানান, ২০২৪-এর মে মাসে কিছু অন্যান্য সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই মাসে খাদ্যশস্যের লোডিং ৫৭.৭ শতাংশ, সিমেন্ট লোডিং ১২২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় কনটেইনার লোডিঙের ক্ষেত্রে ৩৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি পিওএল লোডিং ৬৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় কাঠ ও ব্যালাস্টের মতো বিভিন্ন সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৬.৭ এবং ৩৮.৮ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছিল।তিনি জানান, চলতি অর্থবর্ষের গত দু-মাস অর্থা এপ্রিল ও মে মাসে সিমেন্ট লোডিং ১৪ শতাংশ, খাদ্যশস্য লোডিং ৪১.৫ শতাংশ, সার লোডিং ২৯.২ শতাংশ, পিওএল লোডিং ৫৬.৩ শতাংশ এবং কনটেইনার লোডিং ৩৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।বছরের পর বছর পণ্য লোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয় অঞ্চলের বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত বহন করে। পণ্য লোডিঙে অগ্রগতির ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য রাজস্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রাজ্যপাল বোসের কড়া প্রতিক্রিয়াকে কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ ভোট পরবর্তী হিংসার ব্যাপারে প্রশাসন সক্রিয় না হলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল। যদিও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের বক্তব্যকে 'বিজেপির প্রতিক্রিয়া' বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নিয়ে খোদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কড়া বার্তা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ''নিরপরাধ মানুষদের বন্দুকের নলের সামনে রাখা হচ্ছে। সরকার সাংবিধানিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ।'' গত শনিবার এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কুণাল প্রতিক্রিয়ায় বলেন, উনি বরং রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির হয়ে মন দিয়ে রাজনীতি করুন!

আচমকাই হানা দেবে টিকিট পরীক্ষক

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ার সুঅভ্যাস গড়ে তুলতে পূর্ব রেল বিশেষ অভিযান শুরু করতে চলেছে। এই অভিযানের অধীনে আচমকাই সন্ধ্যায় ট্রেনে হানা দেবে টিকিট পরীক্ষক, করা হবে জরিমানা। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র গত বৃহস্পতিবার বলেছেন, রেলের আয় বাড়ানো নয়, নির্দিষ্ট দূরত্বের পথ অতিক্রম করতে অন্যান্য পরিবহনের থেকে রেলের ভাড়া অনেক কম।তাঁর কথায়, ট্রেনের ভাড়া কম হওয়া সত্ত্বেও বহু রেল যাত্রী টিকিট কাটা থেকে বিরত থাকছেন। টিকিট কাটার সুবিধার জন্য রেলের তরফে সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে বলেও কৌশিকবাবু দাবি

কেজরির স্ত্রীকে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট মুছে ফেলার নির্দেশ, ৯ জুলাই পরবর্তী শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল সহ আরও পাঁচজনকে দিল্লি হাইকোর্ট সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা আদালতে শুনানির ভিডিও মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।ওই ভিডিওতে দেখানো হয়েছে, ২৮ মার্চ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আবগারি কেলেঙ্কারি মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারের পর, তিনি রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে বক্তব্য রাখছেন। এটি নিয়ম বহির্ভূত বলে একটি জনস্বার্থ মামলার আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের এই নির্দেশ।আদালত ২৮শে মার্চ এই সংক্রান্ত সব পোস্টগুলিকে মুছে ফেলতেও সামাজিক মাধ্যমগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৯ জুলাই।

৮২ বছর বয়সেও খেলে যাচ্ছেন ব্রাজিলের সিও গেরালদো কস্তা, করেছেন ৯ হাজার গোল

ব্রাসিলিয়া, ১৬ জুন ঃব্রাজিল কেন বিশ্ব ফুটবলে কোনো ফুটবলারই নেই যিনি কেরিয়ারে হাজার গোল করতে পেরেছেন।কিন্তু এই অসাধ্য কাজটি করেছেন ব্রাজিলের একজন প্লেয়ার। ৯ হাজার গোল করা এই ফুটবলারের নাম সিও গেরালদো কস্তা। ৮২ বছর বয়সী এই ভদ্রলোক থাকেন ব্রাজিলের বৃহত্তর শহর সাও পাওলোর পৌর এলাকা ভালিনিওসে।অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এখনো তিনি খেলে যাচ্ছেন!কিভাবে তিনি এই অবিশ্বাস্য কান্ডটি ঘটাচ্ছেন? প্রশ্নটা গেরালদোকে করা

পূর্ব বর্ধমান জেলার বড়ো ব্যবধানে জয় হলেও বর্ধমান সহ বেশিরভাগ পৌরসভা পিছিয়ে তৃনমূল কংগ্রেস

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গুসকরাঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার দুটি লোকসভা বড়ো ব্যবধানে জয় লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু পঞ্চায়েতে এলাকা থেকে জিতলেও পৌরসভা এলাকায় পিছিয়ে বিজেপির থেকে। বর্ধমান পৌরসভা এলাকায .৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে গত বারে ২১ টিতে পেঁচিয়ে থাকলো এবারে ২০ টিতে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীশূন্য পৌরসভা এলাকায় লোকসভা নিরিখে তৃণমূল পেছিয়ে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান ইন কাউন্সিল ওয়ার্ডে পিছিয়ে রয়েছে। দক্ষিণ বর্ধমান বিধানসভা এলাকায় ৭২৮৮এগিয়ে থাকলেও বেশিরভাগ ওয়ার্ড হাতছাড়া কাটোযার ওয়ার্ডে ভৃত্তিক ফলা ফলে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। কুড়িটি ওয়ার্ডের মধ্যে তেরো টিতে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। দাঁইহাট পৌরসভা এলাকায় ১৪টি ওয়ার্ডে মধ্যে ৯টিতে বিজেপি প্রায় আড়াই হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছে। কালনা পৌরসভা এলাকায় ১৮ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২টিতে বড়ো ব্যবধানে জয় পেয়েছে বিজেপি। গত লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনে কালনা পৌরসভা এলাকায় বিজেপি এগিয়ে ছিল। কালনা দাঁইহাট ও কাটোয়া পৌরসভা এলাকায় বর্ধমান পূর্ব লোকসভা অর্ন্তগত বর্ধমান পৌরসভা বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত। গুসকরা পৌরসভা এলাকায় গত বিধানসভা লোকসভা মতো এবারও তৃনমূল কংগ্রেস বিজেপির থেকে পিছিয়ে রয়েছে । যদিও আগের নির্বাচনে গুলি থেকে ব্যবধান কমলেও ৫৯৩ ভোটে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।বোলপুর লোকসভা অন্তর্ভুক্ত গুসকরা পৌরসভা এলাকা। আউশগ্রাম বিধানসভা পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র বর্ধমান পশ্চিম জেলার দুর্গাপুর কর্পোরেশন। ৪৩ ওয়ার্ড মধ্যে ৩৩ টিতে বিজেপি এগিয়ে। জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে শহরে পদ্ম ফুল ফুটেছে বেশি।

কংক্রিটের কলকাতায় হারানো বাসা খুঁজে টুনটুনির ডিম পাড়ার গল্প বাঁধল পুরসভা!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ এসএন ব্যানার্জি রোডে কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তরের দোতলার বারান্দায় হারানো বাসা খুঁজে বের করে ডিম পেড়েছে টুনটুনি! টুনটুনির এই কীর্তি পুরকর্মীদের নজরে এসেছে ক'দিন আগেই। টুনটুনি দম্পতি দোতলার ওই বারান্দায় টবে রাখা একটি যজ্ঞডুমুরের গাছে বাসা তৈরি করেছে। চারটি ডিমও রয়েছে সেই বাসায়। ডিমগুলির উপরে সারাদিন নজর রাখছে ওই টুনটুনি দম্পতি। কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তরের উল্টো দিকে নিউ মার্কেট লাগোয়া চ্যাপলিন স্কোয়্যারে রয়েছে পুরসভার একটি নার্সারি। খানে হরেক গাছের পরিচর্যা হয়। টবের সেই গাছ দিয়েই সাজানো হয় পুরসভার সদর দপ্তরের দোতলার বারান্দা।শহরের প্রাণকেন্দ্র, চ্যাপলিন স্কোয়্যারের এই বাগানে বাড়ছে টুনটুনি-সহ একাধিক পাখির আনাগোনা। টবের গাছে তারা বাসাও তৈরি করছে। পুরকর্মীরা জানাচ্ছেন, চ্যাপলিন স্কোয়্যারের ওই বাগান থেকেই সম্প্রতি পুরসভার সদর দপ্তরে আনা বেশ কয়েকটি টবের গাছের পাতায় ছোট-ছোট ফুটো দেখতে পান তাঁরা।পুরকর্মীরা

মনে করছেন, বাসা তৈরির জন্য টুনটুনি ঠোঁট দিয়ে পাতায় ওই ফুটো করেছে। তার মধ্যে একটি গাছে বাসা বেঁধেছিল টুনটুনি। পুরকর্মীরা জানিয়েছেন, চ্যাপলিন স্কোয়্যারে থাকাকালীন ওই বাসা খালিই ছিল। ওই গাছের টব পুর-অফিসে উঠে আসার পরে দিন কয়েক আগে হারানো বাসা খুঁজে পেয়ে তাতে ডিম পেড়ে যায় মা টুনটুনি।এক পুরকর্মীর কথায়, ' টুনটুনি বাসা বেঁধে সেখানে ডিম পাড়ে। সাধারণত টুনটুনি বাসা বাঁধার জন্য ডুমুর জাতীয় চওড়া গাছের পাতা পছন্দ করে।' কিন্তু চ্যাপলিন স্কোয়্যারে টবে থাকা ওই যজ্ঞডুমুরের গাছ পুরসভার বারান্দায় উঠে আসার পরে হারানো বাসা খুঁজতে-খুঁজতে টুনটুনি দম্পতির উড়ে আসার ঘটনা বিরল বলেই জানাচ্ছেন পুরকর্মীরা। সেখানেই টুনটুনি দম্পতি ফিরে পেয়েছে সাধের সেই বাসা।পক্ষী বিশেষজ্ঞ এবং প্রকৃতি সংসদের সহসম্পাদক অপূর্ব চক্রবর্তী বলছেন, ' বাসা খুঁজে বের করে ডিম পাড়া টুনটুনির মতো ছোট পাখির স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। যদি এমন হয়, তাকে বিরল ঘটনা বলেই ধরতে হবে।' তাঁর সংযোজন, ' বাসা বাঁধার জন্য পছন্দ করে গাছের নরম পাতা। বাসার ক্ষতি হলে বা হারিয়ে গেলে খোঁজার চেষ্টা তারা সাধারণত করে না। নতুন বাসা বেঁধে নেওয়াই তাদের রেওয়াজ। কাক, চিল, ঈগলের মতো বড়, শক্তিশালী ও সাহসী পাখিকে দেখা যায় অনেক সময়ে ঝড়ে পড়ে যাওয়া বাসা গাছে তুলে দিলে সেই বাসা মেরামত করে নিয়ে তাতে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চাকে খাওয়ায়।'সেই কারণেই কলকাতা পুরসভায় যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা টুনটুনির জীবনচক্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে মনে করছেন তিনি। পুরকর্মীরা জানান, পুরসভার সদর কার্যালয়ের সামনেই রয়েছে বিরাট একটি অশ্বত্থ গাছ। দিনে টুনটুনি দম্পতি ওই গাছের ডালে বসে পাতার আড়াল থেকে বাসা পাহারা দেয়। দু'জনেই পালা করে মাঝেমধ্যে উড়ে এসে দেখে যায়, টবে যজ্ঞডুমুর গাছের বাসায় থাকা ডিমগুলি ঠিক আছে কি না। সন্ধেয় যখন পুরসভার বারন্দায়ার সব আলো নেভে, তখন টুনটুনি দম্পতি সেই বাসায় ফিরে আসে।এক পুরকর্মী বলেন, ' কোনও গাছ বাগান থেকে পুরসভায় বারান্দায় আনার সময়ে যদি দেখেন, কোনও গাছে পাখির বাসা রয়েছে, সেই গাছ তাঁরা বাগানেই রেখে দেন, যাতে পাখিগুলির কোনও সমস্যা না হয়। এক্ষেত্রে হয়তো কোনওভাবে নজর এড়িয়ে যজ্ঞডুমুর গাছের টবটি নিয়ে আসা হয়েছিল।'

গঙ্গা দশেরায় অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তসমাগম

অযোধ্যা, ১৬ জুন ঃ রবিবার গঙ্গা দশেরার পুণ্য তিথিতে অযোধ্যার রাম মঃিদরে ভক্তের ঢল। এদিন সকালেই গঙ্গা স্নান সেরে রামলালার দর্শনে যান ভক্তরা। ''জয় শ্রী রাম'' ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরে প্রবেশ করেন তাঁরা।উল্লেখ্য, এদিন সকাল থেকেই উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন ঘাটেও ধরা পড়ে ব্যস্ততার ছবি। সকাল-সকাল ঘাটগুলিতে ভি। জমান ভক্তরা। ত্রিবেনী ঘাট, সরযূ ঘাটে ধরা পড়ে একই ছবি। গঙ্গায় ডুব দিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা দেন তাঁরা।প্রসঙ্গত, প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে গঙ্গা দশেরা উদযাপিত হয়। রবিবার সেই বিশেষ তিথি। এদিন দেশজুড়ে গঙ্গা দশেরা উৎসব পালিত হচ্ছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে দেবী গঙ্গা পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন।

তীব্র জলকষ্ট, ভাঙচুর দিল্লি জল বোর্ডের দফতর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃদিল্লির জলসঙ্কট পরিস্থিতি ক্রমেই যেন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সরকারের। রবিবার রাজধানীর ছতরপুর এলাকায় জল বোর্ডের দফতরে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ''কেজরিওয়াল মুর্দাবাদ'' স্লোগান তুলে জল বোর্ডের অফিসে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন।উল্লেখ্য, রাজধানীতে জলের অভাবের দায় দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকার হরিয়ানার উপর চাপিয়েছে। আম আদমি পার্টির অভিযোগ, হরিয়ানা পর্যাপ্ত জল দিল্লিকে সরবরাহ করছে না। তাই জলের ঘাটতি দেখা গিয়েছে সেখানে।

আবারও দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হলেন অজিত ডোভাল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃ বহাল থাকলেন অজিত ডোভাল। গত বৃহস্পতিবার তৃতীয় মেয়াদের জন্য তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করা হল। এদিন মন্ত্রিসভার নিযগে কমিটি এই পদে অজিত ডোভালের পুনরায় নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। কমিটি জানিয়েছে, ১০ জুন থেকেই তাঁর নিয়োগ কার্যকর হবে।প্রসঙ্গত, অজিত ডোভালকে এমন সময় প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদে ফিরিয়ে আনা হল, যখন জম্মু ও কাশ্মীর একের পর এক জঙ্গি হানার সম্মুখীন। ৩৭০ ধারা বাতিলের পর, কাশ্মীরে শান্তি ফেরানোর জন্য, দীর্ঘদিন উপত্যকায় ছিলেন ডোভাল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছিলেন। উল্লেখ্য, গত রবিবার থেকে একের পর এক জঙ্গি হামলা চলছে কাশ্মীরে। এই অবস্থায়, জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে, গত বৃহস্পতিবার অজিত ডোভাল এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৈঠকে মোদী কাশ্মীরের পরিস্থিতির মোকাবিলায়, সন্ত্রাসবিরোধী ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন কাশ্মীর বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহার সঙ্গেও কথা বলেছেন মোদী।

কেন্দ্রের এই সরকার কত দিন চলে তাই দেখারঃউদ্ধব মোদীকে কটাক্ষ শরদের

মুম্বই, ১৬ জুন ঃ কেঃেদ্রর এনডিএ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রের এই সরকার কত দিন চলে তাই দেখার। গত শনিবার মুম্বইয়ে এক যৌথ প্রেস বিবৃতিতে উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, এবারের নির্বাচন ছিল সংবিধান ও গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই। শীঘ্রই বিধানসভা নির্বাচন আসছে। এই সরকার ছিল মোদী সরকার এবং এখন এটি এনডিএ সরকারে পরিণত হয়েছে। এখন দেখার এই সরকার কতদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কটাক্ষ করে এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর রোডশো এবং সমাবেশ যেখানেই হয়েছে, সেখানেই আমরা জিতেছি। তাই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি।

কলেজে ভরতিতে অনলাইন পোর্টাল নিয়ে আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ ২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া যে চালু করা হবে, তা আগেই জানিয়েছিল সরকার। এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিল শিক্ষা দফতর। তবে সেখানে কবে থেকে এটি চালু হতে চলেছে, তা বলা নেই। ফলে গত বছরের মত এবারেও অনিশ্চয়তায় কাটাচ্ছে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী। শনিবার তাঁদের আশ্বস্ত করলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।সরকারি সূত্রের দাবি, নির্বাচনের জন্য এই পোর্টালের উদ্বোধন আটকে ছিল। নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরেই এই বিষয়ে .তপর হয়েছে শিক্ষা দফতর। বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এই পোর্টাল উদ্বোধন হতে পারে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয়নি ।গত ৮ মে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করে সংসদ। বিভিন্ন রাজ্যে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় শেষের মুখে। এই আবহে কলেজ ভর্তির পোর্টাল চালুর অপেক্ষায় রয়েছে দ্বাদশ উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা। শনিবার একটি শিক্ষা মেলায় এসে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলছে। আশা করছি উনি খুব শীঘ্রই সবুজ সংকেত দিয়ে দেবেন। সবুজ সংকেত পেলেই উদ্বোধন হযে .যাবে। আমার মনে হচ্ছে মঙ্গল বুধবারের মধ্যে হবে।প্রসঙ্গত, কিছু মাস আগেই টেস্টিং প্রক্রিযা. শেষ হযে. গিয়েছে এই পোর্টালের। সেই টেস্টিংয়ে এখনও পর্যন্ত সবকিছুই ইতিবাচক। মূলত এই পোর্টালের মাধ্যমে সমস্ত সরকারি এবং সরকার পোষিত কলেজগুলিতে পড়ুয়াদের জন্য কতগুলো সিট আছে, তা জানা যাবে। পাশাপাশি ভর্তির ফি ও আবেদন পত্র জমা দেওয়া যাবে।মূলত, কলেজে ভর্তির যে কারচুপি হয, সেই অভিযোগে লাগাম দিতেই এই প্রযাস শিক্ষা দফতরের। এই পোর্টালের মাধ্যমে একসঙ্গে ২৫টি আবেদন করা সম্ভব হলে বিকাশ ভবন সূত্রের খবর। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের তরফে ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল নিয়ে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার জেরে পড়ুয়াদের খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই জানিয়েছে শিক্ষা দফতর।

অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকারের কঠোর অবস্থানঃখাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত

শান্তিরবাজার, ১৬ জুনঃ সরকারের লক্ষ্য ভোক্তাগণ যেন কোনও অবস্থাতেই প্রতারিত বা বঞ্চিত না হন। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর মনোভাব নিয়েছে। এজন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালানো হচ্ছে। সরকার লক্ষ্য রাখছে কোনও অবস্থাতেই যেন মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য সামগ্রী বাজারে বিক্রয় না হয়। শনিবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে লিগ্যাল মেট্রোলজি অফিস ও পরীক্ষাগারের পাকা ভবনের উদ্বোধন করে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শান্তিরবাজারে লিগ্যাল মেট্রোলজি অফিস নিয়ে রাজ্যে মোট ১৮টি লিগ্যাল মেট্রোলজি অফিস রয়েছে। লিগ্যাল মেট্রোলজি অফিসগুলিতে ভোক্তাগণ পণ্য সামগ্রী নিয়ে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। পণ্য সামগ্রীর গুণগতমানও তারা এই অফিসে পরীক্ষা করার সুযোগ পাবেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। গণবণ্টন ব্যবস্থায় ভোক্তাদের কাছে সঠিক পরিমাণে ও গুণগত পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। এ বিষয়ে ভোক্তাদেরও সচেতন করে তোলার জন্য খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য প্রমুখ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭ জুন মার্ট ঃ সোমবার, ২ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭ জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ৪, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ জুন মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০৭ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৬২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫২মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃহতাশার মনোভাব আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। আজ আপনার পথে আসা নতুন বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ করুন- কিন্তু একবার প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পরেই তাতে নিজেকে সঁপে দিন।
বৃষভ রাশিঃবাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। আর্থিক উন্নতি
মিথুন রাশিঃশারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। অর্থ ব্যয়।
কর্কট রাশিঃগাড়ি চালানোর সময় যত্নশীল হোন। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত।শুভদিন **সিংহরাশিঃ**আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। অর্থ ব্যয়।
কন্যারাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান।
তুলারাশিঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। ফাটকায় লাভ আনবে
ধনু রাশিঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।শুভ
মকর রাশিঃসন্তান হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতেপারে।
কুম্ভ রাশিঃবিবাহের যোগ আছে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।**মীন রাশিঃ**যদি আপনি সাম্প্রতিক কালে হতাশ বোধ করে থাকেন- তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ এবং চিন্তা অত্যধিক সেই প্রয়োজনীয় অব্যাহতি দেবে। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসাযীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিয়োগ করতে

হুগলির ধনিয়াখালি হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট নব সাংসদ রচনা

দুরন্ত বার্তা, ধনিয়াখালি হুগলি, ১৬ জুন ঃ ভোটে জিতেছেন প্রায় এগারো দিন হল। সেই উপলক্ষ্যে ধনিয়াখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিজয় উৎসবের। কিন্তু বিজয় অনুষ্ঠানের আগেই হুগলির ধনিয়াখালি হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট নব নির্বাচিত সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরিষেবা নিয়ে হাসপাতালের বিএমওএইচ ও সিএমওএইচ-এর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি রোগীদের স্বাস্থ্য নিয়ে খোঁজ নেন তিনি। শনিবার বিকেলে হাসপাতালে প্রবেশ করেন রচনা। হাসপাতালের চারিদিক ঘুরে দেখেন। রোগীদের প্রশ্ন করেন, ''কেমন আছেন, কখনও বা তাঁকে দেখা যায় হাসপাতালে ভর্তি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। এরপর প্রসূতি বিভাগে গিয়ে জানতে চান ঠিক মতো পরিষেবা পাচ্ছেন কি না। পাশাপাশি সেখানে আগত মহিলাদের আবদারে নিজস্বী তোলেন 'দিদি নম্বর ওয়ান' খ্যাত অভিনেত্রী। তৃণমূল সাংসদ বলেন, ''সবাই ভাল আছেন কি না,হাসপাতালে সবাই পরিষেবা ঠিকঠাক পরিষেবা পাচ্ছেন কি না তা নিয়ে কথাবার্তা বললাম। তারা জানালেন সবাই খুশি আছেন। মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। সিএমওএইচ, বিএমওএইচ-এর সঙ্গেও কথা হয়েছে। আগামী দিনে যা প্রয়োজন তার জন্য আমরা কাজ করব।

অত্যাচারিত বিজেপি কর্মীদের সাথে দেখা করলেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৬ জুনঃ ভোটের পরে থেকে সারা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মতন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম ও কুলতলি বিধানসভা এলাকার বহু বিজেপি কর্মী ঘরছাড়া, বহু কর্মীর বাড়ি, দোকান ভাঙচুর,জমি, নৌকা দখল,মারধর,প্রাণে মেরে ফেলার হুমকির অভিযোগ উঠছে শাসক তৃনমূলের বিরুদ্ধে। আজ বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অপরাধে পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ একাধিক সরকারি পরিষেবা বন্ধ করে দেবার অভিযোগ তৃনমূলের বিরুদ্ধে। আর এই ভয়ে দিন কাটাচ্ছে জয়নগর লোকসভার বহু বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। আর রবিবার জয়নগর লোকসভার ক্যানিং ও কুলতলি এলাকায় শাসক দলের হাতে অত্যাচারিত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দেখা করে গেলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।এদিন তাঁর সাথে ছিলেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর,সম্পাদক অলোক হালদার,জয়নগর লোকসভার কনভেনর তথা কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী প্রণতি মাঝি,শংকর মাঝি ,গোপাল মাঝি,অনিল হালদার সহ আরো অনেকে।এ দিন সুকান্ত মজুমদার ক্যানিং এর সাতমুখী, মৌখালি, কুলতলির দেউলবাড়ি,মানিকপুর গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষদের সাথে কথা বলেন। তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর মৃত্যু দিন উপলক্ষে দেশবন্ধু র সমাধিতে মাল্যদান করেন কলকাতার মহানাগরিক এছাড়াও মাল্যদান করেন মাননীয় মেয়র পরিষদ (উদ্যান) ও কলকাতা পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিক গন।

মেঘালয়ের জাতীয় সড়কে ধস, পঞ্চম দিনেও বিচ্ছিন্ন বরাক, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুর

শিলচর (অসম), ১৬ জুনঃ মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলার সোনাপুরের বুক চিরে ধাবিত গুয়াহাটি-বরাক উপত্যকা ৬ নম্বর (পুরাতন ৪৪ নম্বর) জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে গত পাঁচদিন ধরে দফায় দফায় ধস নামায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা, প্রতিবেশী ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরাম। জাতীয় সড়কের ওপর পাহাড় থেকে জল-মিশ্রিত কাদামাটির ধস পড়ায় হাজার হাজার ভারী পণ্যবাহী লরি এবং যাত্রীবাহী ছোট ও বড় গাড়ি রাস্তার দু পাশে আটকে পড়েছে। তবে সৌভাগ্যবলে ভয়াবহ এই বিপর্যয়ে প্রাণহানীর কোনও খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদিকে মেঘালয়ের পাহাড়ি জাতীয় সড়কে ফি-বছর ভয়ংকর ভূমিধস সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁর কাছে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে মেঘালয়ের পাহাড়ি রাস্তার নানা স্থানে ধস পড়ে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে শিলচর-গুয়াহাটি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। সড়কপথে ধস পড়ার পাশাপাশি লামডিং-বদরপুর রেলপথেও একই কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গতকাল সারারাত ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের নানা স্থানে নতুন করে ধস পড়েছে।

মেঘালয়ের সোনাপুরের পর লুমসুলুম এবং রাতাছড়ায় ভয়ংকর ধস নামায় জাতীয় সড়কে যান চলাচল নাগাড়ে পাঁচদিন ধরে স্তব্ধ। সড়কের উভয়দিকে দীর্ঘ ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার ব্যাপী দীর্ঘ লাইনে আটকে পড়েছে হাজারো গাড়ি। কখন যে রাস্তা খুলবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পাহাড়ি জাতীয় সড়কের এক জায়গায় ধস সারাই করতে না-করতেই অপর স্থানে ফের পাহাড় থেকে কাদা-জল ও বড় বড় পাথর নেমে আসায় বিঘ্নিত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। কেবল তা-ই নয়, বড় বড় ফাটল ধরছে ওই এলাকার জাতীয় সড়কে। পাহাড়ি জল প্রবাহের তীব্রতায় বহু অংশে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে রাস্তা। জলের ধাক্কায় রাস্তার পিচ সরে গিয়ে জল-কাদায় একাকার হয়ে পড়েছে জাতীয় সড়ক। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। দূরপাল্লার যাত্রী এবং পণ্যবাহী লরিগুলোর চালকদের চরম যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এদিকে রাস্তার ভয়াবহতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা লাগামছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে অধিক মুনাফা আদায়ে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে। একটি ডিমের দাম কুড়ি টাকা, ৫ টাকার বিস্কুট বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ১৫ টাকায়। ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গুয়াহাটি তথা দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বরাক উপত্যকা তথা পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুর রাজ্য সড়কপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক বছর বর্ষার মরশুমে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের মেঘালয়ের ধসপ্রবণ পাহাড়ি রাস্তায় ভয়ংকর ভূমিধস সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ই-মেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে।

পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ গাঁজা, ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ জুনঃ হাওড়া সিটি পুলিশের সাঁকরাইল থানার বিশেষ অভিযানে ধূলাগোড় টোলপ্লাজা থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ গাঁজা। এর বাজারমূল্য প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ জানায়, মোট ৫১৬.১০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শনিবার রাত পৌনে ৮টা নাগাদ সাঁকরাইল থানার অভিযানকারী দল ধূলাগোড় টোলপ্লাজা থেকে একটি কনটেইনার আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে ওই কনটেইনারের গোপন চেম্বার থেকে ২০টি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। ওই ব্যাগে করেই গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি সাউথ (২) এর উপস্থিতিতে ওই গাঁজা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। এই ঘটনায় পুলিশ কনটেইনারের চালক কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা নবি হোসেন (২৩) এবং খালাসি হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া বাজারের বাসিন্দা (বর্তমানে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা) বাবলু আলম (৪২)-কে গ্রেফতার করে। এনডিপিসি আইনে ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টার্স্ক ফোর্সের গোপন খবরের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালায় হাওড়ার সাঁকরাইল থানার পুলিশ।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ নিমতলা ঘাটে গঙ্গায় তলিয়ে গেল গাড়ি, গাড়ি তোলার জন্য পুলিশের তরফের ক্রেন নিয়ে আসা হয়েছে । সেই সময় যারা নিমতলা ঘাটের গঙ্গায় স্নান করছিলেন তাদের তৎপরতায় চালকের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে । ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়েছে পুলিশ। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ এর আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন। নামানো হয়েছিল ডুবুরি । আনুমানিক প্রায় ৪ ঘন্টার চেষ্টায় গাড়িটিকে গঙ্গা বক্ষ থেকে তোলা সম্ভব হয়েছে ।

কারখানায় আগুন, হতাহতের খবর নেই

লখনউ, ১৬ জুন ঃ প্রায়ই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগ্নিকাণ্ডের খবর সামনে আসছে। রবিবার দুপুরে উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের বাজার খালা থানা এলাকার কাছে একটি লোহার কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। জানা যাচ্ছে, সেই সময় কয়েকজন কর্মী কারখানাতে কাজ করছিলেন, তাঁরা আগুন দেখে আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল বাহিনী। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে আগুন কীভাবে লাগল সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

ভেঙে যাওয়া পায়ের পাতা জোড়া লাগিয়ে সাফল্যের দৃষ্টান্ত চিকিৎসকের

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১৬ জুন ঃ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ অনেকবার খবরে আসে তবে এবার আশার আলো দেখালো ঠিক তখনই কান্দি মহকুমা হাসপাতাল। পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ডান পা হারাতে বসা এক ব্যক্তিকে জটিল অপারেশন করে বাঁচালেন মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। হাসপাতালের এমন জটিল অপারেশন করে এক আহতের পা বাঁচানোর ঘটনাকে তারিফ করেছে জেলার চিকিৎসক মহল। শনিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ পেশায় ব্যবসায়ী বছর তিপ্পান্নর হরেকৃষ্ণ মন্ডল কান্দি শহরে নিজের দোকান বন্ধ করে তিলিপাড়া এলাকায় নিজের ভাড়া বাড়িতে সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসার সময় কান্দি বাসস্ট্যান্ড এলাকার কাছে তাকে একটি ডাম্পার গাড়ি তাকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় হরেকৃষ্ণবাবুর ডান পা গুরুতর জখম হয়। কান্দি মহকুমা হাসপাতালে এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, আহত ওই ব্যক্তিকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন তার শরীর থেকে অনেক রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে। রোগী নেতিয়ে পড়েছিলেন। দুর্ঘটনার অভিঘাতে ওই ব্যক্তির গোড়ালি থেকে পায়ের পাতা প্রায় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এইরকম ক্ষেত্রে সাধারণত মহকুমা হাসপাতালে ডাক্তাররা কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে আহত ব্যক্তিকে উচ্চতর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। কিন্তু আহত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে কান্দি হাসপাতালের জেনারেল সার্জেন ডাঃ প্রবীর কুমার সাহা কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই অপারেশন করতে রাজি হয়ে যান। রোগীকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে কান্দি হাসপাতালের এনেস্থেটিস্ট, নার্সিং স্টাফ এবং অন্য কয়েকজন ডাক্তারদের একটি টিম নিয়ে প্রায় দুঘণ্টা ধরে হরেকৃষ্ণ মন্ডলের পায়ে জটিল অপারেশন করেন। দীর্ঘ অপারেশনের পর হরেকৃষ্ণ মন্ডল কিছুটা দুর্বল থাকলেও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাকে ভর্তি রাখা হয়েছে ওই হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে। হাসপাতালের ডাক্তাররা আশাবাদী- সময়মত অপারেশন হয়ে যাওয়ার ফলে হরেকৃষ্ণবাবু সুস্থ হয়ে উঠলে প্রায় স্বাভাবিক চলাফেরার ক্ষমতা ফিরে পাবেন। এ বিষয়ে আহত হরেকৃষ্ণ মন্ডলের স্ত্রী মমতা মণ্ডল বলেন, রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনার আর্মা স্বামীর পায়ে আঘাত লাগে। পরে কিছু লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করান। প্রথমে ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন আমার স্বামীর পা কেটে বাদ দিতে হবে। তবে ডাঃ প্রবীর কুমার সাহা আমার স্বামীর পায়ের অপারেশন করেছেন। হাসপাতালে চিকিৎসকরা আমাকে জানিয়েছেন স্বামী সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি তার স্বাভাবিক চলাফেরার ক্ষমতা ফিরে পাবেন। ডাক্তারবাবুদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় সিকিমে থমকে গেল পর্যটকদের উদ্ধারকার্য

গ্যাংটক ১৬ জুন ঃ ক্রমাগত প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম। গত তিনদিন ধরেই ভয়াবহ পরিস্থিতি এই পাহাড়ি রাজ্যের। এখনও ফুঁসছে তিস্তা নদী। নামেনি জলস্তর। শনিবার রাত থেকে পাহাড়ি রাস্তায় নতুন করে একের পর এক ধসের খবর মিলেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ সিকিমের একাধিক জায়গায়। সিকিম সহ দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্স অঞ্চলে বৃষ্টি কমার নামই নেই। গত ২৪ ঘণ্টায় সিকিমে ১৯৪ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। ফলে থমকে রয়েছে উদ্ধারকাজ। রবিবার সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে সিকিমে। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে সিকিমের 'লাইফলাইন' হিসাবে পরিচিত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কও। লাগাতার বর্ষণ ও ধসের কারণে এখনও আটকে রয়েছে সিকিমে ঘুরতে আসা প্রায় ১২০০ পর্যটক। আটকে পড়া পর্যটকদের নাজেহাল অবস্থা কাটার কোনও দিশা দেখা যাচ্ছে না। সড়কপথ ধস ও চলাচলের রাস্তা ধসে যাওয়ার কারণে হেলিকপ্টারে পর্যটকদের উদ্ধার করার কথা ভাবা হয়েছিল।

কিন্তু রবিবার খারাপ আবহাওয়ার কারণে পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছে। বিকল্প হিসাবে যে সড়কপথে পর্যটকদের নামিয়ে আনার কথা ভাবা হয়েছিল, তা আপাতত হচ্ছে না। ফলে, আরও বেশি করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আটকে থাকা পর্যটকরা। আবহাওয়া অনুকুলে না আসা পর্যন্ত কোনওভাবেই কপ্টারে উদ্ধারকার্য চালানো সম্ভব হবে না বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। পর্যটকরা মূলত আটকে আছেন উত্তর সিকিমের লাচুং, চুংথাম, জঙ্গুতে। রবিবারও আবহাওয়া প্রতিকূল থাকার কারণে আকাশপথে উদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় এখন অপেক্ষা সোমবারের। সোমবার বৃষ্টি কমলে এবং পরিস্থিতির একটু উন্নতি হলে নতুন করে উদ্ধারকাজ আরম্ভ করা হবে।

ঘরছাড়া দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রাজভবনে শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৬ জুনঃ রবিবাসরীয় সন্ধেয় ভোট পরবর্তী অশান্তিতে ঘরছাড়া দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রাজভবনে শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি কর্মীদের রাজভবনে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'আমরা হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই করব। একসঙ্গে লড়াই করব। আমরা বাংলাকে হিংসামুক্ত করব।' এরপর বাংলার সাংবিধানিক প্রধানের আরও সংযোজন, 'আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। বাংলার দশ কোটি ভাই-বোনেরা আমার সঙ্গে আছেন।' রাজ্যপাল আরও বলেন, 'আক্রান্তরা রাজভবনে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।'

রাজভবনে কর্মরত সব পুলিশদের বদলি করতে হবে, সেই বার্তাও দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উল্লেখ্য, রাজ্যপালের বক্তব্যের শেষাংশটুকু আগেই রাজভবন থেকে প্রেস বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানানো হয়েছিল। আজ বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে আবারও সেই বার্তাও দিলেন বাংলার সাংবিধানিক প্রধান। প্রসঙ্গত, এর আগে গত বৃহস্পতিবার শুভেন্দু অধিকারীরা রাজভবনে ঢুকতে না পারায়, তখনই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্য সরকারের থেকে রিপোর্টও চেয়ে পাঠিয়েছিলেন তিনি। এরপর কলকাতায় মহেশ্বরী ভবনে গিয়ে ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন বোস। তারপর আজ ফের একবার ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা রাজ্যপাল বোসের।

ডায়াল ১৩৯ রেল মদত এর জন্য- রেল মদত আপনার অভাব অভিযোগ এর তাৎক্ষণিক নিস্পত্তি

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ বাথরুম নোংড়া বা কম্পার্টমেন্ট এ জল নেই। ভাবছেন কি করবেন ! রেল মদত আছে তো আপনারদের জন্য। ঠিক ১৩৯ ডাইয়াল করুন আর সঙ্গে সঙ্গে রেলের হেল্প পেয়ে যাবেন। রেল মদত পোর্টাল যাত্রী দের সেবায় ভারতীয় রেলের অভিনব উদ্যোগ। সামগ্রিক অভিযোগ দূরীকরণ এ এটি একটি অনলাইন সেবা। রেল মদত এ সাহায্য পেতে গেলে আপ এর মাধ্যমে পেতে পারেন বা ১৩৯ ডাইয়াল করে পেতে পারেন। রেল এর টীম আপনাদের সেবায় তৎক্ষণাৎ সারা দেবে। পূর্ব রেলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য যাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা। যাত্রীদের সুরক্ষার স্বার্থে এবং তাদের অভিযোগ ও মতামত প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ সর্বক্ষণের জন্য সেবা প্রদান করছে। রেলওয়ে নেটওয়ার্কে ভ্রমণ করা যাত্রীরা ১৩৯ ডায়াল করে বিভিন্ন সেবা পেতে পারেন। এর মাধ্যমে যাত্রীদের সমস্যা গুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয় এবং রেল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের চটজলদি সমাধান পাওয়া যায়।পূর্ব রেল বিভিন্ন স্টেশনে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নাম্বার ১৩৯ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করছে।

পূর্ব রেলওয়ের জনসংযোগ বিভাগের মুখপাত্র শ্রী কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, পূর্ব রেলওয়ে সকল যাত্রীদের এই নতুন পরিষেবা ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করছেন এবং যাত্রার সময় এই পরিষেবার মাধ্যমে সুবিধা নিতে আহ্বান জানাচ্ছ । এটি যাত্রীদের যাত্রা আরও সুবিধাজনক এবং নিরাপদ করে তুলবে।

পুলিশ কমিশনারেট এর উদ্যোগে পুলিশ কর্মীদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ১৬ জুনঃ পুলিশের কাজের পরিবেশ শুধু গড়ে তোলা নয়, তাদের শারীরিক সুস্বাস্থ্য গঠন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মীদের সহযোগিতায় একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উদ্বোধন করা হলো চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে। চন্দননগর কমিশনারেট এর কার্যালয়ে এই কর্মসূচি গুলির উদ্বোধন করেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিত,পি, জাভালগি। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হেডকোয়ার্টার ঈশানী পাল সহ বিভিন্ন থানার আধিকারিকবৃন্দ ও পুলিশ কর্মীরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য কমিশনারেটে স্বয়ংক্রিয় স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিনের উদ্বোধন করা হয়।

সাথে সাথে একটি গ্রন্থাগার ও জিমের পুনঃ সংস্কারের উদ্বোধন হয়। সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পী,জাভালগি বলেন, ডিউটিরত মহিলা কর্মীদের অসুবিধার কথা ভেবে আমরা প্রত্যেক থানাতে একটি করে স্বয়ংক্রিয় ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসাবো। যাতে তারা মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে একটা ন্যাপকিন সহজে পেতে পারেন। কমিশনারেটের গ্রন্থাগার থেকে পুলিশ কর্মীরা ছাড়াও পুলিশ কর্মীদের ছেলেমেয়েরা চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক পাবেন। তিনি জানান ভদ্রেশ্বরে ও একটি গ্রন্থাগার করা হয়েছে যেখানে দুস্থ ছেলেমেয়েরা পাঠ্যপুস্তক পেতে পারবে। তিনি জানান সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে গেলে পুলিশের স্বাস্থ্য সুগঠিত রাখা দরকার। তাই আমরা কমিশনারেটের জিমটিকে পুনর্নির্মাণ করেছি যাতে এখান থেকেই স্বাস্থ্য গঠনে পুলিশ কর্মীরা সহযোগিতা পান।

তিনি জানান, দিল্লি রোডে ক্রাইম এবং দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, পাশাপাশি আরো নজরদারি বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেন। তিনি সাইবার প্রতারণা রুখতে জনসাধারণকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেন।

জলাভূমি দিবস উদযাপন হাসনাবাদে

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১৬ জুনঃ যে জলাভূমি কে প্রকৃতির বৃক্ক বলা হয়। আধুনিকতার যুগে সেই স্বচ্ছ, প্রকৃতিবান্ধব জলাভূমির অস্তিত্ব রক্ষাই থ্রেটের মুখে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে জলাভূমি বাঁচানোর আহ্বানে রবিবার সকালে হাসনাবাদ স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে জলাভূমি দিবস উদযাপন এর আয়োজন করা হয় ইছামতী বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে। এদিন এই উপলক্ষে আয়োজিত এক পথসভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ইছামতী বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাপতি পার্থ মুখার্জী, জেলা সহ-সম্পাদক ইছামতী বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক প্রদীপ্ত সরকার, বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য শিক্ষক কার্তিক মন্ডল, অমিতাভ বর্মন, বলাই মন্ডল, বাক্কার গাজী সহ অন্যান্নরা।

পাথরপ্রতিমার বেহাল নদীবাঁধ পরিদর্শন করে আন্দোলনের পথে নামার হুশিয়ারী এস ইউ সি আই

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ জুনঃ রবিবার সুন্দরবনের পাথর প্রতিমার জি প্লটের গোবর্ধনপুরের ভাঙ্গা উপকূলীয় বাঁধ পরিদর্শন করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললেন সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের এস ইউ সি আই এর প্রার্থী বিশ্বনাথ সরদার।

তিনি এদিন নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রতিটি জায়গায় যে কথা বলেছিলেন সেই কথামত সমস্যাসঙ্কুল এলাকায় হেরে গিয়েও আবার এলেন। কথা বললেন এলাকার মানুষের সাথে। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষায় জি প্লট, পাথর প্রতিমা বাজারে যান। সুউচ্চ স্থায়ী কংক্রিটের মজবুত নদীবাঁধ গড়ে তোলার দাবিতে জনমত সংগঠিত করে সরকারী মহলে পৌঁছে দিতে দরবার করেন। তিনি বলেন, সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদীমাতৃক এই এলাকার ভঙ্গুর নদী বাঁধ ভেঙে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি এইসব এলাকার যোগাযোগ এবং জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে জয়নগর থেকে রামগঙ্গা ভায়া রায়দীঘি ট্রেন লাইনের সম্প্রসারণ ঘটানোর দাবিতে আমাদের আন্দোলনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ট্রেন লাইন সম্প্রসারণের ফলে বিশেষ করে নদী কেন্দ্রিক মাছ সরবরাহ এবং উপযুক্ত দাম এলাকাবাসী পাবে। তার এদিনের এই কর্মসূচিতে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে দশহরা ও গঙ্গা পূজা মহোৎসব উপলক্ষে ভক্তদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ জুন ঃ শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মঠে গত বছরের মত এ বছরও দশহরা গঙ্গা পূজা উপলক্ষে আজ সকাল থেকেই কোন্নগর বারো মন্দির ঘাটে এবং মন্দিরে শ্রী শ্রী গঙ্গা মাতার মহাভিষেক হয়। ভোরবেলা মন্দিরে মঙ্গল আরতির সাথে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বারো মন্দির ঘাটেও মহাআরতি করা হয়। গঙ্গা পূজো মহোৎসব উদযাপিত হয় কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী মঠে। গঙ্গা পুজো ও দশহারা উপলক্ষে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতিষ পীঠ পন্ডিত আচার্য রবি শংকর দ্বিবেদী প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিত স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী সহ অন্যান্যরা। জ্যোতিষ পীঠ পন্ডিত আচার্য রবি শঙ্কর দ্বিবেদী বলেন গঙ্গা পূজোয় দুদিনের পূজো দেখার সুযোগ পাচ্ছেন ভক্তরা ।তিনি আরো বলেন এদিন ভক্তরা, গঙ্গার আরাধনা করেন, ভক্তরা যত বেশি গঙ্গা মায়ের আরাধনা করবেন ততই মায়ের কৃপা লাভ করা যাবে। পূজার আয়োজনে ছিলেন ব্রহ্মচারী হৃত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা রবি চৌবে , প্রভাত পাচৌরি প্রমুখরা। পূজার উপকরণে নিয়ম-নীতি মেনে শুরু হয়েছে প্রদীপ প্রজ্জলন,একটানা দুই দিন ঘি এর ১০৮ টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। উৎসব উপলক্ষে মায়ের ভজন কীর্তন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভক্তদের আরো অনুপ্রাণিত করেছে। গঙ্গা পূজা উপলক্ষে অন্য রূপে সেঁজে উঠেছে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ। রবি শংকর দ্বিবেদি

জানান দশহরায় গঙ্গা আসায় ভগিরথের পূর্বপুরুষরা মোক্ষলাভ করেন। এদিন ১০০১ টি আম এক হাজার একটি লিচু, এক হাজার একটি জাম, কাজু, কিসমিস, মৌসম্বি লেবু, মোট দশ ধরনের ফল ফুল ও প্রদীপ দিয়ে এদিনে মা গঙ্গার আরাধনা করা হয়। মা গঙ্গার আরাধনা করলে দশ জন্মের এবং দশবিধ পাপ ক্ষয় হয় বলে এই দিনটি দশহরা।

দশহরার দিনে গঙ্গা স্নানে ১০ জন্মের সব পাপ দূর হয়। রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভগিরথ এই দিনে গঙ্গাকে মরতে এনেছিলেন তাই গঙ্গার অন্য নাম ভাগীরথী। এই পার্বনটির নামই হচ্ছে দশহরা। এই উপলক্ষে সেজে উঠেছে কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ। প্রায় পাঁচশ মানুষকে দুপুরে মন্দিরে বসিয়ে মায়ের ভোগপ্রসাদ খাওয়ানো হয়। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিব স্বরূপ ও মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রী ধর দ্বিবেদী বলেন, গঙ্গা পুজো উপলক্ষে কোন্নগর জুড়ে নিরাপত্তায় পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু মানুষ এই উৎসবে সমবেত হন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯৭ সংখ্যা, সোমবার, ২ আষাঢ়, ১৪৩১

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলা ও বাঙালীর যে দুর্গতি চলছে, তার থেকে আশু মুক্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আন্তরিক সৎ প্রচেষ্টা, কর্মসংস্থান ও দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন। তাই আজ বলব এমন এক বাঙালীর কথা, যিনি আজ থাকলে হয়তো অনেক বিপন্ন মানুষই এই দুর্দশার মধ্যেও অন্তত দুবেলা দুমুঠো খেতে পেত, ভবিষ্যতের ভরসাটুকু হারিয়ে ফেলত না। তিনি গৌরী সেন। নামটা চেনা লাগছে কি? হ্যাঁ, ইনিই সেই গৌরী সেন যাঁর নামে সেই বিখ্যাত প্রবাদবাক্যটি আমরা প্রায়শই বলে থাকি - 'লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন।' সে অনেকদিন আগের কথা। আমাদের এই চেনা কলকাতা তখন এমন ছিল না। ব্রিটিশরাও তখন কলকাতা গ্রামে পদার্পণ করেনি। ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ তখন। সুতানুটি অর্থাৎ আজকের বাগবাজার, শ্যামবাজার এবং উত্তর কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চল আর বড়বাজারের খানিক এলাকা নিয়ে অবস্থিত ছিল তখনকার সুতানুটি। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে এই সুতানুটি অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বণিক পরিবার ছিল শেঠ ও বসাকেরা। তারা ছিলেন সুতানুটি বাজারে প্রধান বস্ত্র ব্যবসায়ী। ব্রিটিশদের আগমনের পর এই সকল পরিবারের দ্রুত সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। শোনা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুকুন্দরাম শেঠ সপ্তগ্রাম থেকে গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরে ব্রিটিশদের আগমনের পর গোবিন্দপুর দুর্গ নির্মাণের জন্য ধ্বংস করা হলে শেঠেরা উত্তরে সুতানুটি হাট অর্থাৎ বর্তমান বড় বাজার অঞ্চলে সরে আসেন। মুকুন্দরাম শেঠেরই কয়েক পুরুষ পরবর্তী এক উত্তরসূরী বৈষ্ণবচরণ শেঠ অষ্টাদশ শতকে বোতলবন্দী গঙ্গাজল বিক্রি করে এক বিরাট ব্যবসা পত্তন করেছিলেন। আর এই বৈষ্ণবচরণের হাত ধরেই উত্থান হল এক দানবীর বাঙালীর। সেই কাহিনী শুরুর আগে একবার চট করে জেনে নিই গৌরী সেনের পূর্ব পরিচয়। গৌরী সেন আদতে কোথাকার বাসিন্দা তা নিয়ে কিছু মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেন যে উনি ছিলেন হুগলীর ব্যাণ্ডেল অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। হুগলীর গৌরীশঙ্কর শিব মন্দিরটি আসলে তাঁরই নির্মিত। আবার একটি মত রয়েছে তিনি হুগলীর বালি অঞ্চলের আদিনিবাসী ছিলেন। আবার কেউ বলেন যে তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের আদি বাসিন্দা। তবে সর্বজনগ্রাহ্য মত হল গৌরী সেনের আদি ভদ্রাসন ছিল হুগলীর সপ্তগ্রাম অঞ্চলে। তাঁর পিতা ছিলেন নন্দরাম সেন। মতান্তরে হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেন। তবে যাই হোক, গৌরী সেন ছিলেন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের এক বস্ত্রব্যবসায়ী পরিবারের পুত্র। ১৭৩২ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং বৈষ্ণবচরণ শেঠের সাথে সমান অংশীদারিত্বে শুরু করেন ব্যবসা। একবার বৈষ্ণবচরণ গৌরী সেনের নামে এক জাহাজ দস্তা কেনেন। কিন্তু পরে দেখা গেল ভুলবশতঃ ঐ জাহাজে দস্তার বদলে রূপো এসেছে। ধর্মভীরু, কর্তব্যপরায়ণ বৈষ্ণবচরণ ভাবলেন যে গৌরী সেনের নামে কেনা হয়েছিল বলেই দস্তা 'রাঙ্গের বদলে রূপায়' পরিণত হয়েছে।

কলকাতার বাগবাজার

বাগবাজার - কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি বহু প্রাচীন বর্ধিষ্ণু অঞ্চল । এই অঞ্চলটি কলকাতা তথা বাংলা তথা ভারতের অন্যতম পীঠস্থান। এই অঞ্চলের সাথে বহু মনিষীর সংযোগ ঘটেছে। কেউ বা এখানে জন্মেছেন, কেউ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকেছেন, কেউ বা জীবনের অনেকটা সময় এখানেই অতিবাহিত করেছে। সারদা মা (১৮৫৩ - ১৯২০)। রামকৃষ্ণ (১৮৩৬ - ১৮৮৬)। বিবেকানন্দ (১৮৬৩ - ১৯০২)। নিবেদিতা (১৮৬৭ - ১৯১১)। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার) (১৮৪৪ - ১৯১২)। বলরাম বসু, (শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত) (১৮৪২ - ১৮৯০)। নন্দলাল বসু - স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী (১৮৮২ - ১৯৬৬)। নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮)। বিশ্বকোষ নামক বাংলা জ্ঞানকোষ রচয়িতা, বাগবাজারের ৮ নং কাঁটাপুকুর বাইলেনে তাঁর নিবাস ছিল। এখানেই তিনি তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন। কলকাতা পৌরসংস্থা তাঁর সম্মানে এই লেনটি বিশ্বকোষ লেন নামে উৎসর্গ করেছে। সম্ভবত এটিই পৃথিবীর একমাত্র বইয়ের নামে রাস্তা। মোহনচাঁদ বসু (নিধুবাবুর শিষ্য)। উনিশ শতকে বাগবাজারে বাস করতেন। বাংলা আখড়াই গানে খেউড় উদ্ভাবন তিনিই করেন। ভোলা ময়রা (আঠারো-উনিশ শতক) স্বনামধন্য কবিয়াল ও বাগবাজারের মিষ্টান্ন বিক্রেতা (রসগোল্লার উদ্ভাবক ও) ইত্যাদি ইত্যাদি। ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভালো কই। ঢাকার ভালো পাতাক্ষীর, বাঁকুড়ার ভালো দই। কৃষ্ণনগরের ময়রা ভালো, মালদহের ভালো আম। উলোর ভালো বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম।। রংপুরের শ্বশুর ভালো, রাজশাহীর জামাই। নোয়াখালির নৌকা ভালো, চট্টগ্রামের ধাই।। দিনাজপুরের কায়েত ভালো, হাবড়ার ভালো শুঁড়ি। পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভালো, ফরিদপুরের মুড়ি।। বর্ধমানের চাষী ভালো, চব্বিশ পরগণার গোপ। গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো, শীঘ্র-বংশলোপ।। হুগলির ভালো কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভালো বোল। ঢাকের বাদ্য থামলেই ভালো, হরি হরি বোল।। ভোলা ময়রা। নবীন চন্দ্র দাস (ভোলা ময়রার নাতী) (১৮৪৫ - ১৯২৫) - স্বনামধন্য মিষ্টান্ন বিক্রেতা(শোনা যায় ইনিই প্রথম রসগোল্লা বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া অসংখ্য নাম আর ইতিহাস জড়িয়ে আছে বাগবাজারের সাথে লিখে শেষ করা যাবে না। অনেকের মতে ব্রিটিশ আমলে বাগবাজার এ বিশাল বাগান (বাগান/ উদ্যান) ছিল, সেই বাগদ থেকে বাগবাজার শব্দটির উদ্ভব। তবে ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন মনে করেন বাগবাজার শব্দটি 'বাঁক বাজার' শব্দের অপভ্রংশ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

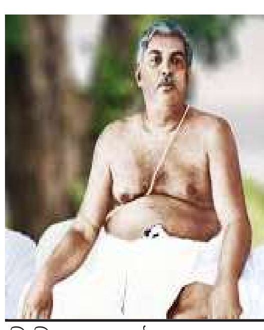

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা রয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা থেকে জগতে উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। ভয় করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে ইতিহাসে কলকাতা আলিপুর বোমা মামলা একটি স্বর্ণখচিত অধ্যায় তা সবাই স্বীকার করে

রবীন্দ্র কুমার শীল

কানাইলাল দত্ত ঃ পিতা ঃ চুনীলাল দত্ত। বাসস্থান ঃ চন্দননগর শিরিষ পাড়া। জন্ম ঃ ১৮৮৮ সালের ৩০ আগস্ট। কানাইলাল আগে পিতামাতার সঙ্গে মুম্বইতে থাকতেন। সেখানে তাঁর বাবা চাকরি করতেন হিসাবরক্ষকের। কানাইলাল স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল গিরগাওন আর্য এডুকেশন সোসাইটি স্কুলে। তাঁর নিকটতম বন্ধু ছিলেন বিষ্ণু গণেশ পিঙলে যিনি পরবর্তীকালে রাসবিহারী বোসের বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কানাইলাল চন্দননগরে এসে উপস্থিত হয়ে ডুপ্লেক্স কলেজে ভর্তি হন। সেখানকার অধ্যাপক চারু চন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁরপরিচয় ঘটে। তিনিই কানাইলালাকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। ডুপ্লেক্স কলেজে পড়া সময়ে তিনি রাসবিহারী বোস এবং শিরিষ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপরে বিপ্লবী মতিলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯০৮ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে চন্দননগর গোষ্ঠীর হয়ে কানাইলাল সম্মুখভাগে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি হুগলি মহসিন কলেজে থেকে বিএ ক্লাসের পরীক্ষার্থী ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলে অংশ গ্রহণ করেন এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোষের দলভুক্ত হন। ১৯০৮ সালে ২ মে ১৯০৮ সালে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৫, গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ৩১ আগস্ট ১৯০৮ সালে আলিপুর জেল হাসপাতালের মধ্যে তিনি এবং সত্যেন্দ্রনাথ বোস উভয়ে মিলে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। এর ফলে তাঁদের বিচারের জন্য জেলেই আদালত বসে এবং সেখানকার বিচারে কানাইলাল এবং সত্যেন অভিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালের ২১ অক্টোবর হাইকোর্ট অপরাধীদের ফাঁসির আদেশ দিলেন। ১০ নভেম্বর ১৯০৮ সালে কানাইলালকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কানাইলালের মৃতদেহ কালিঘাট শ্মশানে নিয়ে আসার সময়ে রাস্তায় প্রচুর লোকের ভিড় হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে। তারপরে অবশ্য সত্যেন বোসের দেহ আর তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

বিজয় কুমার নাগ ঃ পিতা বিপিন চন্দ্র নাগ। বাড়ি খুলনায়। ১৮৯২ সালে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি পিতামহের সঙ্গে বেনারসে যাওয়ার সময়ে হাওড়া স্টেশনে বারীন ঘোষ এবং উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বারীন ঘোষ সেই সময়ে বিজয় কুমার নাগকে জানান যে উপেনের একটি সংস্কৃত শিক্ষার টোল রয়েছে। সেই টোলে উপেনের সঙ্গে তিনিও সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। বেনারসের শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর মনকে আকর্ষিত করতে পারেনি। ফলে তিনি কলকাতায় মানিকতলার বাগানে এসে উপস্থিত হন। তাঁর আসার আট এবং নয়দিনের মাথায় অর্থাৎ ২ মে, ১৯০৮ সালে তিনি মানিকতলা গার্ডেন থেকে বারীন ঘোষের সঙ্গে

তিনিও গ্রেফতার হন। ৬ মে, ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দের সঙ্গে তিনিও অভিযুক্ত হলেন। পরে আবশ্য তিনি ছাড়া পান। ৪ নম্বর শ্যামপুকুর লেনে 'কর্মযোগীন' অফিস থেকে অরবিন্দের সঙ্গে চন্দননগর এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে 'এসএস ডুপ্লেইক্স ইনকগনিটো' জাহাজে করে অরবিন্দ, জ্যোতিন্দ্রনাথ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র বসাক সহ তিনিও পণ্ডিতেরীতে উপস্থিত হলেন। তারিখটা ছিল ৪ এপ্রিল ১৯১০ সাল। সুরেশ চক্রবর্তী (মনি) আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২২ অক্টোবর নলিনীকান্ত গুপ্ত ও সৌরিন বোসও সেখানে ছিলেন। ২২ অক্টোবর ১৯১৪ সালে পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতায় এসে বিজয় কুমার নাগ অরবিন্দের 'আর্য' পত্রিকার প্রচার কার্যে নিযুক্ত হলেন। সেই সময়ে তাঁকে আবার গ্রেফতার করে ভিল্লুপরম জেলে রাখা হয়েছিল। যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মাদ্রাজ সরকারের কথায় তাঁকে বাংলার সরকার নিজের অধীনে নিয়ে এসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হয়। পরে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি আবার পণ্ডিচেরী চলে যান। ২৬ নভেম্বর ১৯২৬ সালে সিদ্ধি দিবসে বিজয় কুমার নাগ সহ অন্যান্যদের উপস্থিতির মাঝে তিনিও অংশ গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রম ত্যাগ করে চলে আসেন খুলনাতে। সেখানেই তিনি ১৯৩৫ সালে পরলোকমগন করেন।

অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ঃ পিতার নাম উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। জন্মস্থান ঃ আরবেলিয়া। থানা ঃ বাদুড়িয়া। ২৪ পরগনা। জন্ম সাল ১৮৮২ সাল। ১৯০১ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর মেট্রোপলিট্যান স্কুলে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন। ২৪ পরগনায় জেলা জজেস অফিসে শিক্ষানবীশ হয়ে দুই বছর কাজ করেন। গোবেরিয়া স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে শারীরিক কারণে সেই পদ থেকে সরে আসেন। অবিনাশের মা কটকে থাকাকালীন সেখানকার একটি স্কুলে মাত্র পনেরো দিনের জন্য কাজ করেছিলেন। তারপরে তিনি চলে আসেন সোনারপুর অঞ্চলে অবস্থিত রাজপুরে। ১৯০২ সালে অরবিন্দের ঘনিষ্ট যতীন ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরে বারীন ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলে তিনি মানিকতলা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয় পড়েন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলের ম্যানেজার হয়ে অরবিন্দের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। 'মুক্তি কোন পথে' এবং 'বর্তমান রণনীতি' নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকারের কুনজরে পড়ে যান। ২ মে, ১৯০৮ সালে ৪৮, গ্রে স্ট্রীট থেকে অরবিন্দ ও সৌমেন্দ্র নাথ বোসের সঙ্গে তিনিও 'নবশক্তি'র অফিস থেকে গ্রেফতার হন। ৬ মে, ১৯০৯ সালে সেসন কোর্ট তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে সাত বছর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ১৯১২ সালে আন্দামানে সেলুলার জেলে কারাদণ্ড ভোগ করতে চলে যান। তাঁর আসামী নম্বর ছিল ৩১৫৫৪। তিনিই প্রথম অভিযুক্ত যিনি কলকাতা থেকে আন্দামান সেলুলার জেলে এসেছিলেন। ১৯১৪ সালে রাওয়ালপিণ্ডি কারাগারে প্রেরিত হন। ২৭ মার্চ ১৯১৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভ করে ১৯২০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টি যোগদান এবং 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদনার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'বিজলী' এবং 'আত্মশক্তি' নামে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। পুরসভার পত্রিকা মিউনিসিপ্যাল গেজেটেও বহু লেখা লেখেন। পরে তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। এবং সেখানে একমাস ধরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন। ১০ মে, ১৯৬২ সালে তিনি পরেলাকগমন করেন।

যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ঃ পিতা কালিচরণ ব্যানার্জি। জন্মস্থান ঃ চিন্নাগ্রাম, বর্ধমান। জন্ম গ্রহণ ঃ ১৯ নভেম্বর ১৮৭৭ সাল। তাঁর পিতা পেসকারের কাজ করতেন যশোর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। তাঁর স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল গ্রামের স্কুলে। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বিএ পাশের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। সেই সময়ে বিপ্লবী কাজের মধ্যে দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে তিনি সেনা প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র বিদ্যা লাভের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করলেন। সেই সময়ে তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করে এলাহাবাদে চলে যান। সেখানে কায়স্থ পাঠশালায় যোগ দিয়েছিলেন। সেই পাঠশালার অধ্যক্ষ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নিজেই ব্রিটিশ সেনা বিভাগে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হন। বাঙালী বলে তাঁকে সেনা বিভাগে নেওয়া হয়নি। সেই সময়ে তিনি যতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। সম্ভবত ১৮৯৯ সালে তিনি বরোদাতে এসে অরবিন্দ এবং মাধবরাও যাদবের সহযোগিতায় বরোদা সেনা বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০১ সালের শেষ দিকে সেখান থেকে পদত্যাগ করে তিনি অরবিন্দের নির্দেশে কলকাতায় আসেন বিপ্লবীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে। ১০৮, আপার সার্কুলার রোডে একটি শরীর চর্চার আখড়া স্থাপন করেন। ২৪ পরগনা সফরের সময় আরবেলিয়ার অবিনাশ ভট্টাচার্য্যেকে বিপ্লবী কাজকর্মে নিয়ে আসতে করতে সক্ষম হন। যতীন্দ্রনাথ সরলা দেবী এবং প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে দেখাও করেন। প্রমথনাথের নির্দেশ অনুসারে যতীন্দ্রনাথের জিমনেসিয়াম এবং সতীশ চন্দ্র বোসের মদন মিত্র লেনের বিপ্লবী গোষ্ঠী এক হয়ে গিয়ে অনুশীলন সমিতির শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে দোল পুর্ণিমার দিনে (২৮ মার্চ, ১৯০২ সাল, ১০ চৈত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। ১৯০৩ সালে অরবিন্দ বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে কলকাতায় পাঠান যতীন্দ্রনাথকে সহযোগিতা করার জন্য। যতীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে বারীন ঘোষের হিংসা হয়। বারীন ঘোষ এক সময়ে তাঁর নামে মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আসেন। যতীন্দ্রনাথ এবং বারীন ঘোষের দ্বন্ধকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হন অরবিন্দ। তার ফলে আপার সার্কুলার রোডে বিপ্লবী আখড়া বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মবান্ধব উপ্যাধায় প্রয়াত হলে তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক হন ১৯০৭ সালে। কিন্তু কিছু বিস্ফোরক প্রবন্ধ রচনা করায় কর্তৃপক্ষ তাঁর ওপর রুষ্ট হন। ফলে যতীন্দ্রনাথ সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। এর ফলে জাতীয় আন্দোলনের ওপরে তাঁর অনীহা দেখা দিতে শুরু করলে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। পরে হুগলীর বৈঁচি গ্রামের গৌরা অঞ্চলে হিরন্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৯০৮ সালে ২৪ জুন আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। কিন্তু পরে তিনি নিম্ন আদালত থেকে মুক্তি পান। ছাড়া পেয়ে তিনি বেনারস এবং নৈনিতাল এলাকা ঘুরে স্বামী সোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে নিরলম্ব স্বামী রূপে পরিচিত হতে থাকলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও তিনি পাঞ্জাবের বিপ্লবীসহ অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে কথা বলতেন। নৈনিতাল থেকে নিজের গ্রামে ফিরে আসে জানতে পারেন তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যু হয়েছে। সেখানেই তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর স্ত্রী তখন চিন্ময়ী দেবী নামে পরিচিত হাতে থাকেন। বিপ্লবী ভগত সিং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেন্না গ্রামে এসেছিলেন ১৯২৪ সালে এবং পরে ১৯২৯ সালে বরাহনগরে। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

বিভূতি ভূষণ সরকার ঃ পিতা সারদা প্রসাদ সরকার। বাসস্থান ঃ সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদিয়া এবং বাঁকুড়ার পালবাজার। জন্ম ঃ ১৮৯০ সালে। বিভূতি ভূষণ সরকার যখন ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই তিনি বিপ্লবী দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েন। নরেন গোঁসাই এর সাহায্যে তিনি গুপ্ত সমিতির কাজ করতে বাঁকুড়ার ছেন্দা পাহাড়েও পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মেদিনীপুরে বারীন ঘোষ এবং অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অরবিন্দ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কতদূর পর্যন্ত তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। বিভূতি ভূষণ সরকার তার উত্তরে বলেছিলেন, এট্রান্স পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। শুনে অরবিন্দ তাঁকে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দেন। ১৩ নভেম্বর ১৯০৬ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে পড়াশুনা করেন। বেশি দূর পর্যন্ত লেখাপড়ায় মন বসতে পারেননি। কারণ বিপ্লবী কাজের প্রতি তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৭ সালে তিনি বারীন ঘোষের মানিকতলা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। 'বর্তমান রণনীতি' পুস্তিকাটি বিতরণ করার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি মানিকতলা গার্ডেনে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। দেওঘরে দীঘিরিয়া পাহাড়ে বোমা পরীক্ষা করার সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বোমা পরীক্ষার করার পরে দেখতে পাওয়া গেল যে প্রফুল্ল চক্রবর্তী মারা গিয়েছেন এবং উল্লাসকর দত্ত গুরুতর আহত হয়েছেন।

প্রেম না মানে বারণ না মানে শাসন - কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশেষ প্রতিবেদক

কৈশোর কালে পিতৃস্থানীয়দের বলতে শুনেছি প্রেমটেম বলে কিছু হয় না, ওসব যৌবনের মোহ! বেশ, কিন্তু যৌবন চলে যাবার পর যদি কেউ প্রেমে পড়ে এবং তিনি যদি বিবাহিত হন? তাহলে শতাব্দীর এক সেরা প্রেমের কাহিনী শুনুন্ যেখানে দুজন মিলিত হয়েছিলেন শুধুমাত্র মনের টানে। রবিঠাকুর ছেলে রথীন্দ্রনাথ এর প্রেমের অজানা কাহিনী। সন ১৯০৬, স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ তখন তুঙ্গে। রবিঠাকুর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন আমেরিকায়।

ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখান থেকেই তিনি হলেন কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক। বাবার ডাকে সাড়া দিয়ে ছেলে রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে উঠলেন পূর্ব বঙ্গের বর্তমান বাংলাদেশের শিলাইদহের কুঠি বাড়িতে। সেই প্রথম এক জমিদার বাড়ির ছেলে মাঠে নামলো উন্নত চাষের কাজে। শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন প্রশস্ত খেত। মাটি পরীক্ষার গবেষণাগার।

বিদেশ থেকে আমদানি করলেন ভুট্টা এবং গৃহপালিত পশুর খাওয়ার মতো ঘাসের নুতন বীজ। তৈরি করালেন দেশের উপযোগী লাঙল, ফলা আর নানা যন্ত্র পাতি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে পাতিসরের জন্য চেয়ে আনলেন একটা ট্রাক্টর। সে ট্রাক্টর চালাতেন নিজেই।

২৭শে জানুয়ারি ১৯১০, মা মৃণালিনী দেবীর ইচ্ছায় রথীন্দ্রনাথ বিয়ে করলেন অবনীন্দ্রনাথের সুদর্শণা সুশিক্ষিতা ভাগ্নী বাল্য বিধবা প্রতিমা দেবীকে। ঠাকুর বাড়িতে সেই প্রথম বিধবা বিবাহ। বিয়ের কয়েক মাস পর বছর পাঁচেকের ছোট প্রতিমাকে শিলাইদহে নিয়ে এলেন রথী। এর পর হঠাৎ একদিন ডাক রবীন্দ্র নাথের! শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয়ে এ বার তাঁর দরকার রথীকে! পদ্মাপাড়ের সবুজ প্রান্তর থেকে চলে এলেন লাল মাটির দেশে। শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কাজ চলছে তখন, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কাজে এখানে একাই থাকেন রথীন্দ্রনাথ। স্ত্রীর সাথে ধীরে ধীরে তৈরি হতে লাগলো মানসিক দুরত্ব।

চোখ এড়ালো না বিশ্বকবির। ছেলে রথীন্দ্রনাথকে চিঠি

লিখলেন ''... তার চিত্তকে জাগিয়ে তোলবার ভার তোকেই নিতে হবে; তার জীবনের বিচিত্র খাদ্য তোকে জোগাতে হবে। তার মধ্যে যে শক্তি আছে সেটা যাতে মুষড়ে না যায় সে দায়িত্ব তোর।'' অন্তর্মুখী রথীন্দ্রনাথ ইচ্ছা থাকলেও তা করে উঠতে পারেননি।

ততদিনে তাঁর জীবনে চলে এসেছে মীরা! আশ্রমের অধ্যাপক নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের আরেক সুদর্শণা সুশ্রী স্ত্রী, বয়সে রথীর থেকে একত্রিশ বছরের ছোট! রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

মূল কাজ ছিল, বিশ্বভারতীর ভাঙন ঠেকিয়ে রাখা। একটা সময় তিনি চাইলেন, বাবার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে একটা স্থায়িত্ব দিয়ে যেতে।

১৯৫১-য় বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে, রথীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রথম উপাচার্য। তার পরই বুঝলেন, আশ্রম থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলে যাওয়াটা আসলে এক বিপর্যয়! ক্ষমতার রাজনীতি তো ছিলই, তার সঙ্গে এ বার বিশ্বভারতীতে জুড়ে গেল নিয়মের ঘেরাটোপ! অধ্যাপক নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের সুদর্শণা সুশ্রী স্ত্রী মীরাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ আর কুৎসায় নাজেহাল হয়ে গেলেন রথীন্দ্রনাথ। আর্থিক অনিয়মের মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানোর চেষ্টাও হল তাঁকে। রথীন্দ্রনাথকে সে অভিযোগ থেকে বাঁচালো আদালত। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল মীরার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের প্রথাভাঙা অন্তরঙ্গতা।

ঘটনার রেশ পৌঁছালো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, আশ্চর্যজনক ভাবে এনিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি প্রতিমা দেবী আর সবকিছু জেনেও নীরব ছিলেন সেই অধ্যাপক মশাইও। অধ্যাপক নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মীরার সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেমের গুঞ্জন তৎকালীন আচার্য নেহেরুজীর কানে গেলে উপাচার্য রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক দম্পতিকে বহিস্কার করার আদেশ দেন।

এতেই যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল অপমানিত রথীন্দ্রনাথের। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে নেহেরুজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন পদত্যাগ পত্র। ঠিক করলেন বিশ্বভারতীর কলুষিত পরিবেশ ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবেন। তবে একা নয় মীরাকে সঙ্গী করে। কোলের ছেলে জয়ব্রতকে নিয়ে মীরাকে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেহরাদুনে গিয়ে বসবাসের সম্মতিও দিয়ে দিলেন তাঁর উদার-হৃদয় স্বামী অধ্যাপক নির্মল চট্টোপাধ্যায়। নিজে রইলেন মেয়েকে নিয়ে।

১৯৫৩ সালের আগস্টে শান্তিনিকেতন ছাড়লেন কবিপুত্র। যাওয়ার আগে প্রতিমাকে রথীন্দ্র নাথ লিখে গেলেন, ''আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যাচ্ছি না, এখানে সবাইকে জানিয়েই যাচ্ছি মীরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে।''

জবাবে প্রতিমা রথীকে লিখেছিলেন, শুধু ''ভাল আছ এই খবরটুকু পেলেই আমি খুশী হব।'' ভাল থাকার খবর দিয়ে দেরাদুন থেকে প্রতিমাকে নিয়মিত মমতায় মাখা সব চিঠি লিখেছেন রথীন্দ্রনাথ। এদিকে অদৃষ্টের হাতে সব ছেড়ে দিয়েও রথীর জন্য উতলা হয়ে রইতেন প্রতিমা।

দেরাদুনে প্রথমে তিনটে ভাড়াবাড়ি তারপর রাজপুর রোডে নিজের তৈরি বাড়ি 'মিতালি'তেই মীরাকে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন বিশ্বকবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী সশস্ত্র সংগ্রামী নেতা বিপ্লবী অরবিন্দ

সম্বুদ্ধ দত্ত

আলিপুর জেলে প্রবেশের সময় অরবিন্দ তাঁর ভাবনা কিভাবে প্রকাশ করেছেন সেদিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন । অরবিন্দ জানাচ্ছেন, অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়নের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিয়া ছিলাম, আশা পোষন করিয়া ছিলাম জগদ্বাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে , প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান , নানা কর্ম ও অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারিনাই । শেষ পর্যন্ত পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাঁহার সুবিধা করিলেন,আমার যোগাশ্রম দেখাইলেন । স্বয়ং গুরুরূপে , সখারূপে সেই ক্ষুদ্র কুটিরে অবস্থান করিলেন । সেই আশ্রম হইল ইংরেজের কারাগার । শত্রু আমার আর নাই । ইংরেজ আমার অনিষ্ট করিতে গেল , কিন্তু ইষ্টই হইল । ব্রিটিশের কোপ দৃষ্টির একমাত্র ফল হইল আমি আমার বহু কাঙ্খিত ঈশ্বরকে পাইলাম ।

এই কারাআশ্রমের মধ্যে অরবিন্দ ধীরে ধীরে যেন নিজেকে আবার নতুন করে খুঁজে পেলেন । খুঁজে পেলেন সনাতন ভারতের চিরন্তন আত্মা । যুখ যুগ ধরে ভারতের মুনি ঋষিরা তাঁদের দীর্ঘ অধ্যাবসায় ও সাধনায় জ্ঞানের মাধ্যমে সমগ্র জীব জগতের মুক্তির যে পথ দেখিয়েছেন অরবিন্দ সেই পথের সন্ধান পেলেন। বাল্যকাল থেকেই পরমেশ্বর ও এই জাগতিক ব্রহ্মান্ডকে জানার বাসনায় তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। বাল্যকালে ইউরোপে থেকে এবং শিক্ষালাভ করেও অরবিন্দর মনে হয়েছে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনই হল মানব মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ । একেবারে বাল্যকাল থেকেই অরবিন্দর পিতা অরবিন্দ ও তার ভাইদের দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে রেখেছেন। তিনি মনে প্রানে চেয়েছিলেন তাঁর সন্তানেরা যেন সাহেবি কেতাদস্থর রপ্ত করে সম্পূর্ণ সাহেবি কায়দায় মানুষ হয়। কিন্তু অরবিন্দর জীবন যে ঈশ্বর নির্দিষ্ট । তাই ঈশ্বরের ইচ্ছায় রুদ্ধ কারা আশ্রমের সল্প পরিসরে অরবিন্দ দর্শন পেলের তাঁর হৃদয়স্থ নারায়নের । ব্রহ্মান্ডকে চিনতে পারলেন নতুন রূপে । প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে দেখতে পেলের ঈশ্বরের রূপ । অনুভব করলেন ঈশ্বরের অনুভূতি এবং অস্তিত্ব । অরবিন্দ পরিনত হলেন ঋষি অরবিন্দ ।

কারাগারে প্রবেশ করেই অরবিন্দর মনে আশ্চর্য ভাবের উদয় হল , তাঁর সামনের পৃথিবীর সকল প্রকার জীব থেকে জড় নতুন রূপে প্রকাশ পেতে শুরু করল । তিনি লিখছেন , কারাগারের ক্ষুদ্র কক্ষের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ আমার নিকট আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটা বৃক্ষ ছিল, তাঁহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রদান জুড়াইতাম । ছয় ডিক্রীর ছয়টি ঘরের যে সান্ত্রী ঘুরিয়া থাকে, তাঁহার মুখ ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর চলাফেরার মতো প্রিয়বোধ হইত । ঘরের পার্শ্ববর্তী গোয়াল ঘরের কয়েদিরা ঘরের সন্মুখ দিয়া গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল আমার নিত্য প্রিয়দৃশ্য হইয়া উঠিল । আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপরূপ প্রেম শিক্ষা পাইলাম । এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যও আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গন্ডীতে আবদ্ধ ছিল। এবং পশুপাখির উপর রুদ্ধ প্রেমস্রত প্রায় বহিত না। আমার মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই । ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দেখিয়াছিলাম। আলিপুরের কারা আশ্রমে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণের টান রয়েছে।

জলের তোড়ে ভেসে গেলো চিলার ঘাটের বাঁশের সাঁকো

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন ঃ পাহাড় ও সমতলে ভারী বৃষ্টি হওয়ায় ফের জল বাড়ায় ডুয়ার্সের নদীগুলির। ডুডুয়া নদীর জলস্ফীতি বাড়ায় জলের তোড়ে ভেসে গেলো জলপাইগুড়ি জেলার দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের

সংযোগকারী চিলার ঘাটের বাঁশের সাঁকো। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাহাড় ও সমতলের একটানা রাতভর বৃষ্টি হওয়ায় জল বাড়তে শুরু করে ডুডুয়া নদীতে। রবিবার সকাল নাগাদ বাঁশের সাঁকোটি জলের তোরে ভেসে যায় নদীতে। যার ফলে এই মুহূর্তে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে দুই এলাকার মানুষ। বাসার সকল ভেসে যায় যাতায়াত পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝরা ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে। স্থানীয়রা আরো জানান নৌকো থাকলেও নদীর জল এতটাই বেড়ে গেছে নৌকো চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ঘুর পথে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাঁদের। পাশাপাশি তিস্তা নদীতেও জল বেড়েছে। পাহাড়ি নদীগুলোতেও ফের জলস্তর বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাহাড় ও সমতলে ভারী বৃষ্টির কারণে রবিবার সকাল থেকে আবার মাল মহকুমার টটগাঁও বস্তি এলাকায় জল ঢুকতে শুরু করেছে। যে কারণে আতঙ্কিত সেখানকার বাসিন্দারা। এই বিষয়ে ফোনে বাগ্‌রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য অনুপ শর্মা বলেন, বৃষ্টি হওয়ার কারণে সকাল থেকে জল বেড়েছে রুংডুং ও তিস্তা নদীর। যে কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দেওয়া বাঁধ পার করে জল ঢুকতে শুরু করেছে। সেখানকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দশহারা গঙ্গা স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবছরও বালুরঘাট সাহেব কাছারি মনিমেলা ক্লাব প্রাঙ্গনে আচার্য্য শ্রীম সর্ব্বেশ্বর গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব বেদান্ত মিশন বালুরঘাট শাখার পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় শ্রীম সর্ব্বেশ্বর গোস্বামীর পুত্র শ্রীম সঞ্জীবন গোস্বামীর উপস্থিতিতে ১২ জুন বুধবার থেকে ১৬ জুন রবিবার পর্যন্ত বাৎসরিক মহোৎসবের শেষ দিন সকালে আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটে দশহারা গঙ্গা স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো।

চরতোর্ষা ডাইভারশনের উপর দিয়ে বইছে জল, বন্ধ যাতায়াত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুন ঃ টানা বৃষ্টির জেরে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার নির্মীয়মাণ মহাসড়কের চরতোর্ষা ডাইভারশনের উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সড়ক পথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ চরতোর্ষা নদীর জল বেড়ে যায়। তারপর থেকেই ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক পথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য চরম ভোগান্তিতে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। ২০১৭ সালের বন্যায় ফালাকাটার চরতোর্ষা নদীর উপরে থাকা কাঠের সেতুটি ভেঙে যায়। তারপর এই রাস্তায় চার লেনের ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা মহাসড়ক হবে বলে পুনরায় কাঠের সেতু তৈরি হয়নি। তবে গত পাঁচ বছরে মহাসড়কের কাজ সেভাবে এগোয়নি। চরতোর্ষা নদীর উপর দুটি পিলার তৈরি ছাড়া পাকা সেতুর কাজও থমকে। তাই জাতীয় স।ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। কারণ, প্রতি বর্ষায় কখনও এই ডাইভারশন ভেঙে কখনও প্লাবিত হয়ে ভোগান্তি হয় পথ চলতি মানুষের। তবে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় জানান, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। বিষয়টি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। জল কমলেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

এলাকায় পানীয় জলের অভাব, সমস্যা সমাধানে মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুন ঃ একমাস যাবত জলহীন পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ই ব্লকের মোর বাজার এলাকা। পানীয় জলের জন্য এলাকার

কাউন্সিলর বিমান তপাদারের দারস্থ হয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। পুরসভা পানীয় জলের সংকট মেটাতে জলের গাড়ি পাঠালেও তা পান করার অযোগ্য। রাস্তা জরাজীর্ন, সেতু ভেঙ্গে নতুন সেতু নির্মান করার জন্য বর্তমানে এলাকা বিচ্ছিন্ন। এমনই একাধিক সমস্যায় জর্জরিত মোর বাজার এলাকার বাসিন্দারা। তাই দাবি আদায়ে বেছে নেয় আন্দোলনের পথ। পথ অবরোধ থেকে শুরু করে একাধিক আন্দোলন সংগঠিত করে তারা। অবশেষে তাদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব। রবিবার সকালে জল বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে, এলাকার কাউন্সিলর বিমান তপাদার সহ বাস্তকারদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় পৌঁছান তিনি। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। মেয়র গৌতম দেব জানান, খুব শীঘ্রই পানীয় জল ও সেতুর সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া হবে। বর্ষার জন্য স্থায়ী সেতু নির্মান কাজ কিছুটা বিঘ্নিত হলেও খুব দ্রুত এই সেতুর কাজ শেষ করা হবে। আপাতত চলাচলের জন্য একটি অস্থায়ী সেতু ফের নির্মান করা হবে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে মেয়রের কথায় আশ্বস্ত হলেও সমস্যা নিয়ে বেশ ক্ষোভের সুর শোনা গেল স্থানীয়দের মধ্যে।

বিপর্যস্ত সিকিম, বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

দুরন্ত বার্তা, গ্যাংটক, ১৬ জুন ঃ প্রবল বর্ষণে ফের বিপর্যস্ত সিকিম। বৃষ্টির জেরে নতুন করে ধস নামায় বন্ধ করা হল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। কালিঝোরা, রবিঝোরা, ২৭ মাইল সহ একাধিক জায়গায় নতুন করে ধস নেমেছে বলে খবর। সিকিমেও বৃষ্টি চলছে। ফলে লাচুংয়ে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে এয়ারলিফটের জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে সিকিম প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিরামহীনভাবে বৃষ্টি চলছে সমতলেও। যার জেরে প্রতিটি নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে দুর্ভোগে পড়েছেন প্রচুর মানুষ। বর্ষণে জনজীবন বিপন্ন শিলিগুড়িতেও। একাধিক জায়গায় জল জমেছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বৃষ্টি আরও কিছুদিন চলবে। উত্তরবঙ্গের ওপর নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হওয়ায় এই বিপত্তি।'

টানা চার দিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা! নিকাশিসমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৬ জুন ঃ রাত থেকেই বৃষ্টি ডুয়ার্স জুড়ে। ফলে সমস্ত নদীর জল বেড়েছে। এখনও চলছে বৃষ্টি। বিভিন্ন নিচু এলাকায় জমে রয়েছে জল। বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট ফাঁকা। পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও বৃষ্টিপাতের কারণে চেল, ঘীস, লিস নদীতে জল বেড়েই চলেছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নাজেহাল ডুয়ার্সের মানুষ। এই নিয়ে চারদিনে পড়ল বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টিতেই জলবন্দি বহু মানুষ। মালবাজার মহকুমার টোটগাঁওয়ের পাশাপাশি দক্ষিণ বিধান পল্লী, বর্মনপাড়া এলাকায় বহু বাড়ি জলমগ্ন। আর এতেই চিন্তিত এলাকার মানুষ। সবেমাত্র চার দিনে পড়ল বৃষ্টি, তাতেই বহু মানুষের বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। কয়েকদিন আরও

বৃষ্টি হলে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে বলে দাবি দক্ষিণ বিধান পল্লী এলাকার মানুষের। তবে এর জন্য নিকাশি ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন গ্রামের মানুষজন। ওদলাবাড়ি দক্ষিণ বিধান পল্লী এলাকায় প্রায় শতাধিক বাড়ি জলমগ্ন হয়েছে বলে এলাকার মানুষের দাবি। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে হাঁটুসমান জল। যার ফলে এক প্রকার গৃহবন্দি এলাকার মানুষেরা। এরই পাশাপাশি সাপ ও নানারকম বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ছে এলাকায়। বহু বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় রান্নাবান্না প্রায় বন্ধের মুখে দাবি স্থানীয়দের। বাড়ির ছেলেমেয়েরা জলের জন্য স্কুলে যেতে পারছে না। স্থানীয়দের দাবি, প্রতি বছর এই একই ছবি দেখা যায় এখানে, অথচ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কোনও ব্যবস্থাই করা হয় না। শুধু দক্ষিণ বিধানপল্লী নয়, বর্মনপাড়া-সহ আশেপাশে বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টির জল জমে যাওয়ায় ক্ষিপ্ত এলাকার মানুষ। স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, এলাকাটিতে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য থাকার কারণে পঞ্চায়েত থেকে কোনও কাজ করা হয় না। এমনকি পঞ্চায়েত সদস্যই এ কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি। শুধু এ বছরের ছবি নয়, প্রতি বছর একই ছবি এই এলাকায়। দেখেও চুপচাপ প্রশাসন। আর এতেই চিত্ত ক্ষিপ্ত এলাকার মানুষেরা।

বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ জুন ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়ি নাকইড় এলাকায় গাছ থেকে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে। মৃতের নাম নীরেন মণ্ডল (৬৫)। রবিবার সকালে কাগজ কুড়োতে বের হওয়ার পর আর ফেরেননি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন গাছে ঝুলছে ওই বৃদ্ধের দেহ। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তারাই এসে দেহ নামায়। মৃতের পরিবারের দাবি তাদের কোনও অশান্তি বা ঝামেলা হয়নি যার জন্য তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এদিন, ভোরবেলা প্লাস্টিক বা কাঁচের বোতল কুড়োতে বের হন তিনি। এরপর সকালে বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়টি প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসলে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও পরিবারের প্রাথমিক অনুমান ওই বৃদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। ছেলের চিকিৎসার জন্য ঋণী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই হয়ত ওই বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেছেন। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে তপন থানার পুলিশ।

বরাকর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জিটিরোড অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৬ জুন ঃ আসানসোলের কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত বরাকর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জিটিরোড অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের! পানীয় জলের দাবিতে । আসানসোল পৌরনিগমের কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জ্বলের সমস্যা রয়েছে। তাই স্থানীয় মানুষজন পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। এই রাস্তা অবরোধে উপস্থিত ছিলেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার। ঘটনাস্থলে কুলটি থানার পুলিশ। রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ। হাতে ফ্ল্যাকার নিয়ে।

তছনছ বাঁকুড়া

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জুন ঃ ঝড়ের তীব্রতায় কোথাও গাছের মাথায় উড়ে পড়ল ঘরের টিনের চালে, কোথাও রাস্তায় উড়ে পড়ল টিনের শেড। বিদ্যুৎ ও নেটযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন এলাকায়। শনিবারের ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট পরিষেবা। দীর্ঘ তাপপ্রবাহের পরে গতসন্ধ্যায় বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। ঝড়ের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, কোথাও টিনের চালা উড়ে পড়ে জাতীয় সড়কে, কোথাও আবার ঝড়ে উড়ে গাছের মাথায় গিয়ে পড়ল টিনের শেড। দীর্ঘ তাপপ্রবাহের পরে গতসন্ধ্যায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয় বাঁকুড়া জেলায়। ঝড়ের তীব্রতায় বাঁকুড়ার লালবাজার সারদাপল্লি এলাকার একটি বাড়ির ছাদে থাকা টিনের শেড উড়ে গিয়ে পড়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে। টিনের শেডের আঘাতে আহত হন স্থানীয় এক ব্যক্তি। বাঁকুড়া শহরের ফাঁসিডাঙা এলাকায় একটি গুদামঘরের টিনের চালা উড়ে গিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী একটি গাছের উপর প্রায়, প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে। এ ছাড়াও ঝড়ে বিভিন্ন জায়গায় গাছ ভেঙে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের তার ছিঁড়ে পড়ে। রাতভর বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন থাকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত। বহু জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ইন্টারনেট পরিষেবাও। রবিবার বিকেল থেকেই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে আবহাওয়া বদলের সংকেত। আজ বিকেল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র হবে বৃষ্টি। সঙ্গে বইবে ঝড়ও।

রবিবার কলকাতার নিউটানের এক বেসরকারি হোটেলে সারা ভারত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফিসারস্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম ৩য় বার্ষিক সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত সংস্থার বিভিন্ন পদাধিকারীগণ। নিজস্ব চিত্র

ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের কারণে জলমগ্ন চাষ জমি, ক্ষতির মুখে পান চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ কোচবিহারে ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের কারণে জলমগ্ন হয়ে রয়েছে বেশিরভাগ চাষ জমি। ফলে ক্ষতি হচ্ছে ফসলের। এই পরিস্থিতিতে চাপের মুখে পড়েছেন পান চাষিরা। পান গাছের গোড়ায় জল জমে যাওয়ার কারণে পচন ধরে যাচ্ছে পান গাছে। ফলে ক্রমশ দাম বেড়েই চলেছে বাজারে বিক্রি হওয়া পানের। ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলেই অসুবিধায় পড়েছেন এই দাম বৃদ্ধির কারণে। জেলার এই বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে আগামী দিনে পানের দাম আরোও কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান সময়ে তিনটি পানের দাম ১০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বাজারে। দীর্ঘ সময়ের এক প্রবীণ পান চাষি জানান, বহু বছর ধরে পান চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। তবে এই প্রথম জেলায় এত বিপুল পরিমাণ বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে ক্ষতি হচ্ছে পান চাষের। পানের বরজের ভেতরে জল জমে যাওয়ার কারণে নষ্ট হচ্ছে পান গাছ। মূলত এই কারণেই বিক্রেতারা দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন পানের। তবে এতে কৃষকদের কোন লাভ হচ্ছে না। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ক্রেতাদেরকেও। চলতি বছরে পান চাষের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি বৃষ্টি না কমে তবে এই অসুবিধা আরোও অনেকটাই বেড়ে উঠবে বলে মনে করছেন তিনি। কোচবিহারের বাজারের এক পান বিক্রেতা জানান, বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ পানের পাতা পঁচে যাচ্ছে। বেশকিছু পানের পাতা কালো হয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্রেতারা পান কিনতে চাইছেন না। ক্ষতি হচ্ছে দোকানের। বাজারে পানের যোগান কম থাকায় পানের দাম বৃদ্ধি হয়েছে অনেকটাই। এক্ষেত্রে বৃষ্টির প্রভাব না কমা পর্যন্ত পানের দাম কমার কোন লক্ষণ নেই। তবে যদি বৃষ্টি কমে সেক্ষেত্রেও পানের দাম কবে কমবে, তাও নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। বর্তমানে পান-প্রেমীদের অনেকটাই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে বাজারের দাম বৃদ্ধির কারণে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলার পান চাষের ক্ষেত্রে অসুবিধা বহাল থাকবে। এক্ষেত্রে সকল পান চাষিদের অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দাম বৃদ্ধির ফলে ক্রেতারা পান কিনতে সঠিক আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। বিক্রি কমে যাওয়ার ফলে পানের পাতা বিক্রির ব্যবসায় অনেকটাই মন্দা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

আজও শাল পাতা কুড়িয়ে বেঁচে আছে জীবন, বোঝেনি শহর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জুন ঃ গ্রামীণ অর্থনীতির জড়তা কাটাতে সরকার নানান প্রচেষ্টা করলেও তা যেন বিশেষ একটা কাজ করছে না বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকায়। এখানকার মানুষজন জঙ্গল থেকে পাতা কুড়িয়ে আজও জীবন যাপন করছেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার শিউলিবোনা গ্রাম। এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ বনজ সম্পদের উপর

নির্ভর করে বেঁচে আছেন। শুকনো কাঠ সংগ্রহের পাশাপাশি জঙ্গলের কাঁচা শালপাতা তুলে তা সেলাই করে বাজারে বিক্রি করাই এঁদের মূল পেশা। এত কষ্টের মধ্যেও কিছুটা খুশির খবর হল, আগের থেকে চাহিদা বেড়েছে শালপাতার থালার। ফলে আবারও যেন পুনর্জীবিত হয়েছে এই পেশা। লকডাউনের সময় একেবারেই বিক্রি হচ্ছিল না শাল পাতা। তাতে চরম সঙ্কটে পড়ে গিয়েছিলেন আদিবাসী মানুষজন। তবে থার্মোকলের থালার চাহিদা কমায় শালপাতার থালার বিক্রি আবার বাড়ছে। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিকল্প জীবিকার অভাবেই জঙ্গল থেকে শালপাতা সংগ্রহ করাকেই জীবিকা হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। শাল পাতা কুড়িয়ে, পাতা বেঁধে থালা তৈরি করে কোনওরকমে তাঁরা টিকে আছেন। কাঁচা শাল পাতাকে ব্যবহার করে থালা বানানো ছাড়াও অন্যান্য ব্যবহার রয়েছে শালপাতার। পাতা ঝরার মরশুমে শালপাতা সংগ্রহ করে রেখে দেন আদিবাসীরা। যা বর্ষার সময় জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগে। আবার অনেকে এই পাতা সংগ্রহ করে তা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ্য মাসের দিকে বাজারজাত করেন। তাতে এখনকার বাজার মূল্যের চেয়ে দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি হয়, ফলে লাভ হয় বেশি।

শিয়ালের তান্ডব, প্রাণ গেল শিশুর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের সুতিতে বাড়ির মধ্যে খেলা করার সময় একটি শিয়াল তুলে নিয়ে যায় বাড়ির ছোট্ট শিশুকে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত শিশু কন্যার নাম সানুফা খাতুন (১)। বাড়ির পাশেই জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় শিশুর দেহ। জানা যায়, সুতি থানার বাহাগলপুর এলাকায় শনিবার রাত্রে বাড়ির দরজা থেকেই এক বছরের এক শিশু কন্যাকে নিয়ে যায় শিয়ালে। তারপরেই পরিবারের লোকজনের চোখে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গেই শিয়ালটিকে ধাওয়া করে পরিবারের লোকজন। পরবর্তীতে বাড়ির পাশের জঙ্গলেই শিশু কন্যাকে ফেলে রেখে পালায় শিয়াল, উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার জেরে কান্নার ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।

জল বাড়ছে তিস্তায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন ঃ রাতভর বৃষ্টি। জল বাড়ছে তিস্তায়। জলপাইগুড়ি গজলডোবা ব্যারেজ থেকে রবিবার সকাল ৬ টায় ১৩৯৫.৬৫ কিউসেক জল ছাড়া হয়। আজও এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় জারি করা হয়েছে হলুদ সর্তকতা। তিস্তার মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বর্ডার পর্যন্ত রয়েছে হলুদ সতর্কতা। রবিবার সকাল থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি জুড়ে। ১৮২৭.৯৬ রবিবার সকাল ৯ টায় কিউসেক জলপাইগুড়ি গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বলে সেচ দপ্তর সূত্রে খবর।

লিফট সহ প্রশস্ত এফওবি নির্মাণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৯০ অফ ২০২৪, তারিখ: ১৩-০৬-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ ডিইএন/V/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে আগরতলার কাছে নিশ্চিন্তপুরে লিফট সহ ১২.০মিটার প্রশস্ত এফওবি নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ১২,৪৮,৫৭,৪২৬.২৪ টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭,৭৪,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১১-০৭-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ১২-০৭-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১১-০৭-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিচার বিভাগের উচ্চ আদালতে
মাদ্রাসে
(মূল এখতিয়ার)
C. A. নং ২০২৪ সালের ১২৩ থেকে ১২৫ পর্যন্ত
ভিতরে
সিপি নং ২০০০ এর ৭৩
বিষয়টিতে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬
এবং
ব্যবস্থার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে /
মেসার্স স্টার্লিং ট্রির মধ্যে সমঝোতাঅ্যাগনাম
(ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং
প্রচুর গ্রাহক - ঢালি প্রকল্পের অধীনে
কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ৪৪৬

অনুমোদনের জন্য আহ্বান জানানোর বিজ্ঞপ্তি/ সমঝোতার পরিকল্পনার প্রতি আপত্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে মাদ্রাজের মাননীয় হাইকোর্টের ১৮.০৪.২০২৪ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা, কোম্পানিকে কোম্পানি এবং সেই LOT গ্রাহক ঋণদাতাদের মধ্যে প্রস্তাবিত সমঝোতা / ব্যবস্থার স্কিমটি প্রচার করতে হবে, যারা জমির মালিকদের টেককুইটিতে বিনিয়োগ করেছে ঢালি প্ল্যান্টেশনে সেগুন গাছের শংসাপত্র বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে, এবং যদি উপযুক্ত মনে হয়, উল্লিখিত কোম্পানি এবং তার অরক্ষিত গ্রাহক ঋণদাতাদের মধ্যে উল্লিখিত কোম্পানির ঢালি বাগান জমির মালিকদের টেককুইটিতে প্রস্তাবিত সমঝোতা/ ব্যবস্থা অনুমোদন করার জন্য।

এই পদক্ষেপটি মাদ্রাজের মাননীয় হাইকোর্ট নিয়োগের সিকুয়ালন্ড ।) ফেব্রয়ারী ২০১৪ এ কোম্পানির জন্য অস্থায়ী লিকুইডেটর হিসাবে অফিসিয়াল লিকুইডেটর

।।) জুন ২০২৩-এ প্রশাসক (তিরু বিচারপতি কে. কল্যাণসুন্দরাম, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, মাদ্রাজ হাইকোর্ট)

উল্লিখিত আদেশগুলি অনুসরণ করে এবং মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে, এতদ্বারা আরও নোটিশ দেওয়া হল যে উল্লিখিত অসুরক্ষিত গ্রাহক পাওনাদারদের কাছ থেকে অনুমোদন / আপত্তি আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি।

উল্লিখিত সমঝোতা/ ব্যবস্থার অনুলিপি এবং ধারা ৩৯৩-এর অধীন বিবৃতির অনুলিপি মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসকের অফিসে ১০ নং, দ্বিতীয় তলা, কোন্ডি চেটি স্ট্রিটে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। জর্জ টাউন, চেন্নাই -৬০০০০১ এবং weblink: https:// docs.google.com/forms/d/1PiipGPUULk0sDJMq1cEFHW_K0z7Uo4Bv-CByYNANIrs/ edit, ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ www.administratorcp73of2000.in. LOT Teakquity গ্রাহক পাওনাদাররা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রস্তাবিত স্কিমের অনুমোদন / অস্বীকৃতি ফরোয়ার্ড করতে পারে www.administratorcp73of2000.in ০১.০৭.২০২৪ তারিখে বা তার আগে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছে।

স্থানঃ চেন্নাই — স্বা /-
তারিখ ঃ ১৭।৬।২০২৪ — প্রশাসক

Office of the Sonaijuri Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.sonaijuri@gmail.com
Notice Inviting e-Tender

The Pradhan, Sonaijuri Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing NIeT No NIT NO:- WBPUR/SGP/NIeT-01/24-25 Dated 14.06.24 for 19 nos work from bonafied, resourceful contractor . Last date of bid submission 28.06.24. , Details of NIeT may be seen at https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Sonaijuri Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Municipal Secretary, KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : KMC/MS/P.P.O_JT/2024/01

Name of the work: **Printing and supply of 20,000 Nos. of KMC P.P.O Jacket for the year 2024.** Estimated amount (inclusive of GST): ₹ **3,20,000.00.** Earnest money: ₹ **6,400.00.** Last date and time of submission of bid: **25.06.2024 at 2 p.m.** Technical bid open date: **27.06.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.06.2024 at 1 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/41/23-24/B (3rd Call)

Name of the work: **Uttaran Signage at entry point for single bustee location in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,02,933.56.** Earnest money: ₹ **8,100.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/42/23-24/R (2nd Call)

Name of the work: **Restoration of road (disturbed by W/S Deptt.) from 9/2, Chamru Khan Sana Lane to 9D, Tiljala Lane and 8/1D, Palm Avenue to 21B/1, Broad Street in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,43,650.48.** Earnest money: ₹ **6,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/55/23-24/D

Name of the work: **Repairing of footpath and other ancillary works disturbed due to Natural Wear and Tear at Rowdon Street and A.J.C. Bose Road and its surroundings in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,97,765.75.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/45/23-24/D (2nd Call)

Name of the work: **Restoration of passage Wear and Tear (disturbed by CESC) at 45 Tiljala Masjid Bari Lane, 67/B Bondel Road, 16/K Broad Street, 6/H/4/1 Chamru Khansama Lane etc. and its surrounding in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,513.04.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/28/23-24/R (3rd Call)

Name of the work: **Installation of new gate and other allied works at Saha Babad KMCP School in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,00,575.58.** Earnest money: ₹ **2,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/60/23-24/B

Name of the work: **Removal of chockage of bustee drainage system at Palm Avenue, 10, 12, 17 Tiljala Shibtala Lane, 54 Tiljala Masjid Bari Lane and its surrounding areas in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,421.59.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/44/23-24/D (2nd Call)

Name of the work: **Restoration of passage Wear and Tear (disturbed by CESC) at 45, 49, Tiljala Masjid Bari Lane, 139/E, Tiljala Road etc. and its surrounding in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,950.93.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **26.06.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 7).** Tender will be opened on: **28.06.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **14.06.2024 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/01/PH/2024-2025

Name of the work: **Emergency repairing of potholes on road surface, IPS/concrete/paver block passage and footpath etc. in Ward No.-037, BR-V.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/02/CK/2024-2025

Name of the work: **Emergency removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-037, BR-V.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/03/PITCOVER/ 2024-2025

Name of the work: **Providing and fixing M.H. cover/G.P. cover/C.P. cover/inspection pit cover etc. according to requirement within 24 hours in Ward No.-037, BR-V.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/01/PH/2024-2025

Name of the work: **Emergency repairing of potholes on road surface. IPS/concrete/paver block passage and footpath etc. in Ward No.-040, BR-V.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/02/CK/2024-2025

Name of the work: **Emergency removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-040, BR-V.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/03/PIT COVER/ 2024-2025

Name of the work: **Supplying, fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-040, BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,00,000.00 (For Sl. No. 1 to 6).** Earnest money: ₹ **4,000.00 (For Sl. No. 1 to 6).** Period of completion: **180 days (For Sl. No. 1 to 6).** Last date and time of submission of bid: **27.06.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6).** Date and time of opening of tender: **29.06.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **18.06.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer, Water Supply (GRWW), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : WS/GRWW/PH-IV/11/2023-24/01

Name of the work: **Construction of surface drain at the adjacent back side of GRWW Administrative Building under GRWW Clear Water Campus.** Estimated amount: ₹ **2,75,060.00.** Earnest money: ₹ **5,510.00.** Period of completion: **28 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **08.07.2024 at 2 p.m./08.07.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (ARSM Sq.BPS), KMC invites tender online in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/ARSM/05/2024-25

Name of the work: **Construction of damaged portion of northern side boundary wall, fixing of corrugated iron sheet and barbed wire at Park Circus BPS.** Estimated amount: ₹ **2,91,530.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **27.06.2024 up to 2 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (BPS), KMC invites tender online percentage two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/SBPS/2024-25/2/1st Call

Name of the work: **Supply and delivery of new pressure gauges at Sirity BPS & Sirity Capsule BPS.** Estimated cost: ₹ **1,89,108.87.** Earnest money: ₹ **3,800.00.** Period of completion: **10 days.** Last date of submission of bid: **29.06.2024 - 2 p.m.** Tender will be opened on: **03.07.2024 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.06.2024 - 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Controlling Officer (IT), KMC is inviting e-tenders for the following work:

NIT No. : KMC/IT/02/2024-2025

Name of the work: **Procurement and installation of one CCTV Camera, two nos. 10 TB Surveillance HDD Backup Devices & related accessories and Annual Maintenance Contract (AMC) of existing CCTV Surveillance systems at IT Department, KMC for a period of 3 (Three) years.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Cost of tender: **NIL.** Project period: **03 years.** Last date & time of submission of bids: **03.07.2024 up to 2 p.m.** Tender document will be available on and from **18.06.2024 from 12.30 p.m.** from the websites **https://www.kmcgov.in** and **https://wbtenders.gov.in**. e-tenders are to be submitted at **https://wbtenders.gov.in** (65/24-25)

ফ্যাশন- রূপচর্চা

এবারের ছুটিতে কোথায় যাচ্ছেন, সমুদ্র না পাহাড়, ভ্রমণের পোশাক নিয়ে রইল কিছু টিপস

এবারের ছুটিতে কোথায় যাচ্ছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন, 'যেদিকে দুই চোখ যায়, সেদিকেই চলে যাব,' কিন্তু ফেসবুকে পরে যখন তাঁদের ভ্রমণের ছবিগুলো দেখবেন, তখন কোনো দিক থেকেই তেমন অপরিকল্পিত মনে হবে না। উল্টো বোঝা যায় যে থাকার জায়গা থেকে শুরু করে ভ্রমণের পোশাক-আশাকের প্রস্তুতিতে আগে থেকেই ছিল বেশ তোড়জোড়। তাই তো তাঁদের ছবিগুলোও হয় চোখজুড়ানো! সামনেই ঈদ এবং সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে মিলবে লম্বা সময়ের বিরতি। এ সময়টাকেও কাজে লাগাবেন ভ্রমণপিপাসুরা। কেউ যাবেন পাহাড়ে আর কেউ যাবেন সমুদ্রে। ইতিমধ্যে সবকিছু হয়তো ঠিকঠাকও করে ফেলেছেন অনেকে। এখন চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি। অর্থাৎ পোশাক নির্বাচন ও কেনাকাটা। শুধু ফেসবুকের ছবির জন্যই নয়, ঘুরে বেড়ানোর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভ্রমণে পোশাক বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রমণে কেমন পোশাক বেছে নেবেন এই নিয়ে থাকল কিছু টিপস।

একে তো ভীষণ গরম, তার ওপর ঘর থেকে বের হলেই আছে ঘেমে যাওয়ার সম্ভাবনা। যদিও শহরের বাইরে তাপমাত্রা কম, তবু গরমের কথা মাথায় রেখে মিনিমাল নকশার পোশাক বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার আফসানা ফেরদৌসী। তিনি বলেন, সুতি, লিনেন এবং ভিসকসএই তিন ধরনের কাপড় হালকা এবং বাতাস চলাচলে কোনো রকম বাধা দেয় না। পাহাড়ে বেড়াতে গেলে এই তিন ধরনের কাপড়ের তৈরি পোশাক বেছে নিতে পারেন কিংবা চাইলে কাপড় কিনে ইচ্ছেমতো নকশায় তৈরি করিয়েও নিতে পারেন। নকশার ক্ষেত্রে খুব বেশি লেয়ারিং করলে কাপড় যেমনই হোক গরম লাগবে। তাই এক স্তরের অস্বচ্ছ কাপড় দেখে কিনুন। যেকোনো মার্কেটেই এখন মিলবে চলমান ফ্যাশনের কো অর্ড-সেট (এক রং ও ছাপের নকশার জামা-প্যান্ট) পোশাক। এগুলো পাহাড়ের জন্য বেশ উপযোগী। দেখতেও সুন্দর। এ ছাড়া রঙিন সব পকেট-প্যান্টের সঙ্গে ঢিলেঢালা শার্ট ও টপ খুব ভালো মানায়। ভ্রমণের মৌসুমে ব্যস্ত সময় কাটান টুকিটাকি শপিংয়ের

স্বত্বাধিকারী অনন্যা ইসলাম। কেননা তাঁর ব্যবসার মূল আকর্ষণই হচ্ছে নারীদের জন্য ভ্রমণ উপযোগী, রুচিসম্মত ও চলতি ফ্যাশনের সব আধুনিক পোশাক। অনন্যা বলেন, পাহাড় ভ্রমণে পোশাক নির্বাচনে মাথায় রাখা উচিত সবুজের সঙ্গে কোনো রংগুলো ফুটবে। হতে পারে টকটকে লাল, গোলাপি কিংবা একদম হালকা ধূসর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক রঙের পোশাকগুলো পাহাড়ে সুন্দর লাগে। পাহাড়ের উঁচুনিচু পথ বেয়ে চলাফেরায় যেন অস্বস্তি না হয়, সে জন্য স্কার্ট এবং মিডি-জামা না পরার পরামর্শ দেন অনন্যা। যাঁরা রিসোর্টে বেড়াতে যাবেন, কোনো রকম হাঁটা-চলার কাজ নেই, তাঁরা যেকোনো পোশাকই নিতে পারেন। তবে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা থাকলে প্যান্টের সঙ্গে শার্ট, টি-শার্ট, টপই ভালো। গয়নার ক্ষেত্রে ভারী কিছু একেবারেই নয়। কানে ছোট্ট টপ, গলায় হালকা চেইন আর খুব বেশি হলে হাতে ব্রেসলেট পরা যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন পাহাড়ে টুপির দরকার নেই। এটি ভুল। পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় টুপি কিছুটা হলেও ত্বক এবং চুলকে রোদ থেকে রক্ষা করবে। অনেকেই মনে করেন, সমুদ্রের সঙ্গে মিলিয়ে পরবেন নীল জামা কিংবা শাড়ি। এতে ক্ষতি নেই, কিন্তু নীলে নীলে মিশে আপনাকেই আর দেখাই যাবে না, বলেন আফসানা ফেরদৌসী। একেবারে সমুদ্রের নীলের চেয়ে নীলের বিভিন্ন শেড বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি। বলেন, 'হালকা কিংবা গাঢ় দুই ধরনের রংই সমুদ্রের সঙ্গে মানায়। তবে একেবারে সমুদ্রের নীল না পরাই ভালো।

স্টাইলের সঙ্গে আরামটাও নিশ্চিত করা চাই। তাই পরতে পারেন ক্রুসেট, এ-লাইন ফ্রক এবং টায়ার ড্রেস।'সমুদ্রে বেড়াতে যাওয়ার পোশাক কিনতে এলে ক্রেতাদের স্কার্ট এবং মিডি-ড্রেস নেওয়ার পরামর্শ দেন অনন্যা ইসলাম। তিনি বলেন, 'খুব রঙিন পোশাক দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর পরা না হলেও সমুদ্রে ঘুরতে গেলে পরাই যায়। খুব রঙিন কিছু না চাইলে দিনের বেলায় বেড়ানোর জন্য সাদা রঙের পোশাক পরতে পারেন।

ফ্লেয়িং (ছড়ানো) পোশাকে ফুলের ছাপ খুব ভালো লাগে। ছবিও সুন্দর হয়। কালো রংকে একেবারেই না বলুন। আর পরলেও রাতে পরতে পারেন। তা ছাড়া বড় বড় সামার হ্যাট বা টুপি তো সমুদ্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে রাখতে পারেন রোদচশমা। এ ছাড়া হালকা গয়না পরা যেতে পারে। খেয়াল রাখবেন, পুরো সাজপোশাকটা যেন আরামদায়ক এবং সারা দিনের ঘুরে বেড়ানোর উপযোগী হয়।'

কাঁঠালতলিতে চিড়ার ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অকিান্ড, আশি লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

আগরতলা, ১৬ জুন ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের কাছে কাঁঠালতলি এলাকায় চিড়ার ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ হলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে রবিবার সকাল দশটার পর। প্রায় বারো ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ফ্যাক্টরির মালিকের দাবি কমপক্ষে আশি লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জানা গিয়েছে, আমতলী থানার অধীন কাঁঠালতলী এলাকায় একটি চিড়ার ফ্যাক্টরি রয়েছে। শনিবার রাত এগারটা নাগাদ ফ্যাক্টরির মালিক আগুন দেখতে পায়। তিনি চিৎকার চেচামেচি করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। সাথেসাথেই খবর দেওয়া হয় ফাঁয়ার সার্ভিসকে। প্রথমে আমতলী ফায়ার সার্ভিসের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। তারপর মহারাজগঞ্জ বাজার এবং আনন্দনগর ফায়ার স্টেশন থেকে আরও ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছে। রাতভর চলে আগুন নিভানোর চেষ্টা সকাল দশটা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে, অকিান্ডের খবর পেয়ে সাথে সাথেই সেখানে পৌঁছে আমতলী থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে পাইপ লাইনের গ্যাস থেকে এই অকিান্ডের ঘটনা। ক্ষতিগ্রস্ত ফ্যাক্টরির মালিক জানিয়েছেন প্রচুর টাকার ধান ও চিড়া পুড়ে গিয়েছে। তিনি প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন। সরকারিভাবে তিনি কিছু সাহায্য দাবি করেছেন।

লেহেঙ্গার দামে কেনা যাবে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট

রাধিকা মার্চেন্ট তাঁর সৌন্দর্য আর ফ্যাশনবোধ নিয়ে বলিউডের প্রথম সারির যেকোনো তারকাকে পেছনে ফেলতে পারবেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বীরেন মার্চেন্ট ও শায়লা মার্চেন্টের বড় কন্যা রাধিকা। ভারতের ওষুধশিল্পের টাইকুন হিসেবে পরিচিত বীরেন। তিনি অ্যাঙ্কর হেলথকেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ভাইস চেয়ারম্যান। আর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদে আছেন শায়লা। তিনি যাই পরেন, যাই করেন, তাই হয় খবরের শিরোনাম। অ্যাঙ্কর হেলথকেয়ারের অন্যতম পরিচালক হিসেবে আছেন রাধিকা। পাশাপাশি তাঁর বোন অঞ্জলি মার্চেন্টও আছেন একই ভূমিকায়।

আম্বানি বাড়ির ছোট বউ তাঁর হবু শাশুড়ি নীতা আম্বানির মতোই নাচে পারদর্শী। নৃত্যগুরু ভাবনা ঠাকুরের কাছ থেকে আট বছর ভরতনাট্যমের তালিম নেন তিনি। আম্বানি পরিবারের আয়োজনে নৃত্য সন্ধ্যায় রাধিকা আর নীতা একসঙ্গে নেচেছেনও।

রাধিকা ও অনন্ত দুজনই ভারতের শিল্পপতি পরিবারের সদস্য। যদিও আম্বানি পরিবারের তুলনায় মার্চেন্ট পরিবারের সম্পদ নগণ্য। তবে ছোটবেলা থেকেই রাধিকা ও অনন্তের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কলেজে পড়ার সময় তাঁদের এই সম্পর্ক আরও গভীর হয়। পাঁচ বছর ধরে এক ছাদের নিচে থাকছেন এই দুজন।

নিজের ফ্যাশন দিয়ে কখনো ভক্তদের হতাশ করেননি রাধিকা। ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার নকশা করা পেস্টাল নীলরঙা লেহেঙ্গায় কফি হাতে এভাবেই পোজ দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক করেন রাধিকা। ট্রেকিং আর সাঁতারেও পারদর্শী তিনি

আম্বানি পরিবারের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে অনন্ত আম্বানির পাশেই দেখা গেছে রাধিকাকে। ইশা আম্বানি ও আকাশ আম্বানির বিয়ের সব আয়োজনে অনন্তর হাত ধরে দেখা দিয়েছেন রাধিকা।

ইতালিতে দ্বিতীয় প্রিওয়েডিংয়ের পার্টিতে সিনড্রেলা গাউনে দেখা দেন রাধিকা। পোশাকটি বিশেষভাবে তৈরি করেছে ইতালীয় লাক্সারি ফ্যাশন ব্র্যান্ড ভারসাচে। সঙ্গে ছিল উপল আর হীরের নেকলেস।

প্রথম প্রিওয়েডিংয়ের একটা তিনি। টিস্যু কাপড়ের সোনার তন্তু দিয়ে হাতে এমব্রয়ডারির কাজ করা ওড়নাটি আলাদা করে নজর কেড়েছে।

হাতে, গলায়, কানে ছিল প্রায় শতকোটি টাকার হিরের গয়না। লেহেঙ্গাতেও জুড়ে দিয়েছিলেন হিরের গয়না।

এ লেহেঙ্গাটির দাম ৮ কোটি রুপি বা ১১ কোটি ২০ লাখ টাকা। এই টাকায় আপনি চাইলে ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকায় লাক্সারি ফ্ল্যাটও কিনতে পারেন!

আয়োজনে ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার নকশা করা একটা সোনালিরঙা রাজকীয় লেহেঙ্গা চোলিতে দেখা দেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন লাখ স্বরোভস্কি পাথর সংগ্রহ করে এই লেহেঙ্গায় ব্যবহার করা হয়েছে। পোশাকটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ৫ হাজার ৭০০ ঘণ্টা।

প্রথম প্রিওয়েডিংয়ের শেষ আয়োজনে রাজকীয় কনের বেশে দেখা দেন রাধিকা।

ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার তরুণ তাহিলানির রেশম আর জালি কাজের লেহেঙ্গা শাড়িতে দেখা দেন

ত্রিপুরায় প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মূল অঙ্গ হিসেবে প্রতিনিয়ত কাজ করেন টিসিএস অফিসাররা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ জুন ঃ ত্রিপুরায় প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মূল অঙ্গ হিসেবে প্রতিনিয়ত কাজ করেন টিসিএস অফিসাররা। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে টিসিএস অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।রবিবার ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। রক্তদান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান এখন রাজ্যে জন আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ, বিভিন্ন সংগঠন, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান রাজ্য সরকারের আহ্বানে উৎসবের মেজাজে রক্তদানে এগিয়ে আসছে। রাজ্যব্যাপী রক্তদানের প্রতি এক সুন্দর মানসিকতা গড়ে উঠছে।

মুখ্যমন্ত্রী টিসিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে সমাজে সৌভ্রাতৃত্বের চেতনার উন্মেষ ঘটে। একজন ব্যক্তি তার দান করা রক্তের মাধ্যমে চারজন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারেন। রাজ্যে যেভাবে এখন রক্তদান উৎসব আয়োজিত হচ্ছে এতে করে রাজ্যে রক্তের সমস্যার সমাধান হবে। তবে রক্তের চাহিদা এবং সরবরাহ বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার প্রমুখ।

আগামী ১০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য দপ্তর থেকে অনুমোদন নিতে হবে

আগরতলা, ১৬ জুন ঃ ত্রিপুরায় বিদ্যুতের বৈধ গ্রাহকরা যেন আগামী ১০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে অনুমোদন নেন। অন্যথায় ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট, ২০০৩-এর ১৬৩ ও ১২৬ নং ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।রবিবাট সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। এই কড়া বার্তার পিছনে কী কারণ রয়েছে সে ব্যাপারে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় লোডশেডিং না থাকলেও মাঝে মাঝে পাওয়ার কাট হয়ে থাকে। এবছর অত্যধিক গরমের

কারণে ভোক্তারা ফ্রিজ ও এসির ব্যবহার বেশী করেছেন। কিন্তু এসির ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ দপ্তরকে এই বিষয়ে অবহিত করছেনা। ফলে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ লোডের কারণে ট্রান্সফরমার বা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নষ্ট হয়ে পাওয়ার কাট হচ্ছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়ে থাকে আগরতলা শহর এলাকায়।

আগরতলা ১ নং সার্কলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে নতুন একটি কল নম্বর আজ থেকে চালু করা হয়েছে। এই নম্বরটি হল ৬০৩৩১৩২০৮২। ১৯১২ নম্বরের পাশাপাশি এই নম্বরের মাধ্যমেও গ্রাহকরা ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা পাবেন। আগরতলার ১নং সার্কেলের অর্ন্তগত বনমালীপুর, বড়দোয়ালি, আই জি এম, যোগেন্দ্রনগর, প্রতাপগড়, আমতলি, সেকেরকোট, জিবি, ক্যাপিটল কমপ্লেক্স এবং দুর্জয়নগর বিদ্যুৎ ডিভিশনের গ্রাহকরা এর সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী।

২ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০৭ জন কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৮ কোটি ৯৫ হাজার টাকা পৌঁছবে

আগরতলা, ১৬ জুন ঃ ত্রিপুরার ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০৭ জন কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৮ কোটি ৯৫ হাজার টাকা সরাসরি পৌঁছে যাবে। রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাংবাদিক সম্মেলনেকৃষিমন্ত্রী নাথ জানান, আগামী ১৮ জুন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম-কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় ১৭তম কিস্তিতে দেশের কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকা প্রদান করবেন। এরফলে রাজ্যের ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০৭ জন কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৮ কোটি ৯৫ হাজার টাকা সরাসরি পৌঁছে যাবে।

কৃষিমন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পিএম-কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা চালু হওয়ার পর ১৬তম কিস্তি পর্যন্ত দেশের ১১ কোটি কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এর মধ্যে মহিলা কৃষক রয়েছেন প্রায় ৩ কোটি। ১৬তম কিস্তি পর্যন্ত রাজ্যের ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০৭ জন কৃষক পেয়েছেন মোট ৬৮৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

মির্জা গালিব স্ট্রিটে গুলির ঘটনায় গ্রেফতার ৪, এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটে গুলি চালানোর এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে চারজন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত। ধৃতদের মধ্যে মূল অভিযুক্তের এক আত্মীয় রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ পার্কস্ট্রিট এবং মির্জা গালিব স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ঝামেলা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই এলাকায় ৭০-৮০ জন চলে আসে। ঝামেলার মাঝেই দুষ্কৃতীরা গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় জখম

হন রাকিব নামে ২৯ বছরের এক যুবক। তিনি মির্জা গালিব স্ট্রিটের বাসিন্দা। তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর মূল অভিযোগ উঠেছে সোনা নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনাটির পরই পার্কস্ট্রিট থানা এবং লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা যৌথভাবে তদন্তে নামে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পারে, বাইক নিয়ে রেষারেষির জেরে যুবকদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। ঠিক কী কারণে গুলি চলল, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। শনিবার রাতে এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে পুলিশ আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে। সোনা নামে মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

Name Change

I, Tapas Maity S/o. Praphulla Maity R/o. Vill. – Madhabpur, P.O.- Purba Madhabpur, P.S.- Ramnagar, Dist.- Purba Medinipur, Pin-721453 shall henceforth be known as Tapas Kumar Maity. I declare that Tapas Kumar Maity and Tapas Maity is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-06-2024.

Name Change

I, Sk Akkash Mondal S/o. Iyakub Mondal R/o. Vill. + P.O.- Mandra, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin-712301 shall henceforth be known as Sk Akhash Mandal. I declare that Sk Akhash Mandal and Sk Akkash Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-06-2024.

Name Change

I, Jiyarul Rhaman S/o. Sk Akhash Mandal R/o. Vill. + P.O.- Mandra, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin-712301 shall henceforth be known as Sk Jiyarul Mandal. I declare that Sk Jiyarul Mandal and Jiyarul Rhaman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-06-2024.

Name Change

I MAKSUD ALAM, S/O MOHAMMAD MUSA MOLLA, R/O Y-19/B, MAJER PARA LANE, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOKSUD ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/06/2024, THAT MAKSUD ALAM AND MOKSUD ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KHATIZA BIBI, W/O MOKSUD ALAM, R/O Y-19/B, MAJHER PARA LANE, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHADIZA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/06/2024, THAT KHATIZA BIBI AND KHADIZA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Tapas Maity S/o. Praphulla Maity R/o. Vill. – Madhabpur, P.O.- Purba Madhabpur, P.S.- Ramnagar, Dist.- Purba Medinipur, Pin-721453 shall henceforth be known as Tapas Kumar Maity. I declare that Tapas Kumar Maity and Tapas Maity is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-06-2024.

Name Change

I, Sk Akkash Mondal S/o. Iyakub Mondal R/o. Vill. + P.O.- Mandra, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin-712301 shall henceforth be known as Sk Akhash Mandal. I declare that Sk Akhash Mandal and Sk Akkash Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-06-2024.

Name Change

I, Jiyarul Rhaman S/o. Sk Akhash Mandal R/o. Vill. + P.O.- Mandra, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin-712301 shall henceforth be known as Sk Jiyarul Mandal. I declare that Sk Jiyarul Mandal and Jiyarul Rhaman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-06-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি, BINAYAINEE CHATTERJEE (পুরাতন নাম) স্বামী SUMAN CHATTERJEE , ঠিকানা - BARUN APARTMENT,1/66,M.M.GHOSH ROAD, 3RD FLOOR, PO- MOTIJHEEL, PS-DUMDUM, 24 PARGANAS(NORTH), PIN-700074, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 14.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে BINAYANEE CHATTERJEE (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল । BINAYANEE CHATTERJEE (নতুন নাম) এবং BINAYAINEE CHATTERJEE (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, DOLLY MAHATO (পুরাতন নাম) স্বামী RAM KAILASH MAHATO , ঠিকানা - 14K, PEMENTAL GARDEN LANE,PS-TANGRA,KOLKAT-700015, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে DOLLY DEVI MAHATO (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। DOLLY DEVI MAHATO (নতুন নাম) এবং DOLLY MAHATO (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ।

Name Change

I FARIDA BANU, W/O SHIRAZ HUSSAIN, R/O H-65, PAHARPUR ROAD, WARD NO 135, KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION, GARDEN REACH, PIN-700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARIDA BANO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/06/2024, THAT FARIDA BANU AND FARIDA BANO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBHAM DATTA, S/O AJOY DUTTA, R/O 10/A, SARAT SARANI 1ST LANE NONA CHANDANPUKUR, PS TITAGARH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700122, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHAM DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/06/2024, THAT SUBHAM DATTA AND SUBHAM DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOJIBAR RAHAMAN, S/O ABDUL BARI, R/O VILL BABARPUR, PO & PS BURWAN, MURSHIDABAD, PIN-742132, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAJIBAR RAHAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/06/2024, THAT MOJIBAR RAHAMAN AND MAJIBAR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD SARFARUDDIN , S/O MD JABBAR, R/O WARD NO 01, SAYEED NAGAR RANAI SHARIF, PO RANIGANJ, PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713347, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SARFUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS EXECUTIVE MASIGITRATE AT ASANSOL ON 06//2/2024, THAT MD SARFARUDDIN AND MD SARFUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Saira Khatoon (old name) wife of late Md Israil, residing at 34G, Ekbalpore Lane, P.O.- Khidderpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata -700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sayida Bano (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/06/2024. Sayida Bano (new name) and Saira Khatoon (old name) both are same identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD SHAJHAN SK S/o- HAZI SHEFATULLAHA (HAJI SEFATULLAH), Residing at, Vill- Pulinda, Post- Pulinda, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin-742134, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD SHAJHAN SK To SAHAJAHAN SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAHAJAHAN SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, SAHAJAHAN SEIKH and MD SHAJHAN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) KHAIRUL MALLICK S/o- NAKSED MALLIK, Residing at, Vill- Baliahat purba para, Post- Kandi Balia, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KHAIRUL MALLICK To KHAIRUL MALLIK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KHAIRUL MALLIK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, KHAIRUL MALLIK and KHAIRUL MALLICK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NAKSED MALLICK S/o- SUBAD MALLIK, Residing at, Vill- Baliahat purba para, Post- Kandi Balia, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAKSED MALLICK To NAKSED MALLIK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAKSED MALLIK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, NAKSED MALLIK and NAKSED MALLICK both are Same and one identical person.

Name Change

I, SHAIKH JAHERUL ISLAM AND SK JAHERUL ISLAM, SON OF SEKH NURUL ISLAM, RESIDING AT METEKHAL MOLLAR CHOWK POLDHAR, PO BHAGABATIPUR, HOOGHLY RURAL-712701, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHERUL ISLAM SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024.THAT SHAIKH JAHERUL ISLAM AND SK JAHERUL ISLAM ALSO JAHERUL ISLAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABBAS ZARIF, S/O MOHAMMED ZARIF, R/O 26, POLLOCK ST, 1ST FLOOR, PS HARE STREET, KOLKATA -700001, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABBAS MOHAMMED ZARIF, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024, THAT ABBAS ZARIF AND ABBAS MOHAMMED ZARIF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ZENAB ZARIF, W/O ABBAS MOHAMMED ZARIF, R/O 26, POLLOCK ST, 1ST FLOOR, PS HARE STREET, KOLKATA -700001, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZENAB A ZARIF, VIDE AN AFFIDAVIT NO 40 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024, THAT ZENAB ZARIF AND ZENAB A ZARIF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, RUPRADHA MOOKHERJEE, DAUGHTER OF JYOTI PRASAD GHOSH, RESIDING AT 116, MEGHNAD SAHA SARANI, SATAT BOSE ROAD, ANANDA APARTMENTS, FLAT NO-11B, KOLKATA-700029, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUPRADHA GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024. THAT RUPRADHA MOOKHERJEE AND RUPRADHA GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

মালদায় প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী মহাপ্রভু চৈতন্যের স্মৃতি বিজড়িত রামকেলি মেলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুন ঃ শুরু হল মালদার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রামকেলি মেলা। সরকারী ভাবে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির আগের দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে মেলার উদ্বোধন করা হলেও মূল মেলা শুরু জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে। শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত এই মেলায় দেশ বিদেশের বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত এই রামকেলি মন্দির। প্রাচীন গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ মাঝেই রয়েছে মন্দির। এই বছর ৫১০ বছরের রামকেলির মেলা। মেলা শুরুর প্রায় সাতদিন আগে থেকেই দেশ-বিদেশের সাধু সন্ন্যাসীরা মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। প্রচুর ভক্ত মেলায় এসেছেন এই বছরও। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম সুব্যবস্থা করা হয়েছে এই মেলায়। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, প্রায় ৫১০ বছরের প্রাচীন এই মেলা। বহুদূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম সুব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের আগমনের স্মরণে মালদার গৌড়ের রামকেলিতে শুরু হয় রামকেলি মেলা।

মহাপ্রভুর স্মৃতিতে মালদার গৌড়ে রামকেলিতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মেলা শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই মেলার প্রচার ও প্রচার ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এই মেলায় প্রতিবছর ভিড় করেন। বর্তমানে দেশ বিদেশ থেকে বহু মানুষ এই মেলায় আসে। সরকারিভাবে এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে এখন। প্রাচীন কাল থেকে তিন দিন ধরে মেলা হয়ে থাকে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের স্মৃতিধন্য গৌড়ের রামকেলি ধামে আগমন তিথিকে স্মরণ করে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা ও উৎসব। এবার মালদার রামকেলি মেলা ৫১০ বছরে পড়ল। দেশের অন্যতম 'বৈষ্ণব তীর্থ' বলে পরিচিতি মালদার রামকেলি। ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জুন সুলতানী আমলে মালদার গৌড়ে আসেন মহাপ্রভু। এখানে পৌঁছে হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী রূপ ও সনাতনকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন চৈতন্যদেব। বৃন্দাবন যাত্রা পথে চৈতন্য দেবের রামকেলিতে আগমন তিথি স্মরণ করেই প্রতিবছর সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রামকেলি মেলা। সারা দেশ থেকে লক্ষাধিক ভক্ত রামকেলি মেলা উপলক্ষ্যে চৈতন্যদেবের পদধূলি ধন্য গৌড়ে আসেন। এখানে এখনও চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন সংরক্ষিত রয়েছে। রামকেলিতে যে কদমগাছের তলায় চৈতন্যদেব দুই শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেই গাছ এখনও বর্তমান। রামকেলিতে রাজ্য পর্যটন দফতরের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে মহাপ্রভুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে রামকেলি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার আয়োজক পর্যটন দফতর, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। মেলা আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় মালদা জেলা পরিষদ। মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি, রাজ্যসভার সংসদ, একাধিক বিধায়ক, পুর চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধি, জেলাপুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকেরা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবার রামকেলি মেলা চলবে আজ সোমবার অর্থাৎ ১৭ জুন পর্যন্ত। রামকেলি মেলা উপলক্ষ্যে প্রতিদিনই কীর্তন, বাউল গান, ভাওয়াইয়া গান-সহ রকমারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রামকেলি ধামের প্রধান পুরোহিত মদন পানিগ্রাহী জানিয়েছেন, কথিত আছে রাম-সীতা একসময় রামকেলিতে এসেছিলেন। এখানে এসেই মাতৃকুলে পিণ্ডদান করেছিলেন সীতা। যেভাবে গয়াতে পিতৃপিণ্ড দান হয়, তেমনই মালদার গৌড়ে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে রামকেলি মেলার সময় মাতৃ পিণ্ডদানের বহু পুরনো প্রচলিত প্রথা রয়েছে। এবারও রামকেলিতে মাতৃপিণ্ড দান করবেন বহু মহিলা।

পৌরাণিক কাহিনী ও প্রথা মেনেই আজও নদীয়া জুড়ে পালিত হয় দশহরা গঙ্গা মাতার পুজো!

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ জুন ঃ হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে গঙ্গা দশহরার উৎসব পালিত হয় সারা দেশজুড়ে। সেরকমই রবিবার নদীয়ার শান্তিপুর, নবদ্বীপ সহ জেলা বিভিন্ন প্রান্তে মা গঙ্গার পুজো হচ্ছে। সঙ্গে হচ্ছে মা মনসার পুজোও। তার সঙ্গে নদীতে চলছে পুন্যস্নান। কথিত আছে গঙ্গা দশহরার দিন শুধু দেবী গঙ্গাকেই নয়, দেবী মনসার আরাধনা করাও শুভ। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, মহাদেবের জটা থেকেই উৎপত্তি হয়েছিলেন দেবী গঙ্গার। এছাড়া গঙ্গা দশহরার দিনে দান করলে পুণ্য লাভ হয় ও পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে মোক্ষ লাভ হতে পারে। এদিন দেবী গঙ্গার বিশেষ আচার মেনে আরাধনা করার রীতি রয়েছে। জানা যায় এই বিশেষ দিনে গঙ্গাকে বিশেষ কিছু দান করে পুজো করা অত্যন্ত শুভ হয়। এছাড়াও গঙ্গা দশহরার দিন কোনও দুঃস্থকে খাদ্য বা বস্ত্র দান করা হলে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি ১৬ জুন রবিবার, ভোর ২টা ২৩ মিনিটে শুরু হয় ও পরের দিন অর্থাৎ ১৭ জুন ভোর ৪ টে ৪৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে অনুষ্ঠিত হলো গঙ্গা মাতার পুজো। আর এই পুজোকে ঘিরে বিভিন্ন এলাকায় বসেছে বহু দোকান। যা একপ্রকার মেলার রূপ নেয়। এদিন সকাল থেকেই নবদ্বীপ শহরের রানীর ঘাট, পোড়াঘাট, শ্রীবাসঙ্গন ঘাট, ফাসিতলা সহ বিভিন্ন গঙ্গারঘাট গুলোতে দেখা গেলো একই ছবি। কোথাও আবার ব্যান্ডপার্টি বাজিয়েই চলছে সাড়ম্বরে এই পুজোর আয়োজন, তো কোথাও প্রসাদ বিতরণ। এছাড়াও প্রতিটি গঙ্গার ঘাটে এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরে ন্যায় এবছরও বসেছে বহু দোকানপাট, যেখানে ছোটদের খেলনা থেকে মহিলাদের প্রসাধনী, বা ঘরের আসবাবপত্র সবই বিকচ্ছে দেদার। তেমনই ১৩৭২ সাল থেকে হয়ে সব্জিভেন্ডার দের আয়োজনে নবদ্বীপ শ্রীবাসঙ্গন গঙ্গার ঘাটে অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা মাতার পুজো। পুজো উদ্যোক্তাদের সদস্য প্রসেনজিত সাহা জানান, প্রতিবছরের মতো এবছরও আমরা এই পুজোর আয়োজন করেছি, নির্দিষ্ঠ নিয়ম ও আচার মেনেই চলছে পুজো। এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিভিন্ন ফল, মিষ্টির ডালা সাজিয়ে নবদ্বীপের আরাধ্য দেবী মা পোড়ামা- র কাছে পুজো দেওয়া, সকালে সেই পুজো শেষ হয় ও পরে গঙ্গা মাতার পুজো হয় আর নিয়ম মেনে পুজোর পর প্রতিমার নিরঞ্জন হবে। সামগ্রিক ভাবে এই গঙ্গা পুজোকে ঘিরে সকলের মধ্যে এক উচ্ছাস ছিলো চোখে পড়ার মতো।

আগামী দিনের ভারত গড়ার লক্ষ্যে ছাত্র তৈরী করছে দয়ানন্দ সাগর বিশ্ববিদ্যালয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ আজকের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এবং প্রতিভাকে আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক এবং পেশাদার নেতাতে রূপান্তরিত করার ভার নিয়েছে দয়ানন্দ সাগর ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গালুরু। যেহেতু কলকাতায় আজকের সাক্ষরতার হার প্রায় ৮০ এবং তার উপরে, আমরা দয়ানন্দ সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যবধানটি পূরণ করতে চাই, এখানে ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের দক্ষতা সেটকে উৎসাহিত ও সমর্থন করি এবং তাদের ক্যারিয়ারের জন্য একটি শক্তিশালী নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম দিই যাতে তারা ডিএসএটি এর মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। বেঙ্গালুরু অবস্থানের জন্য শীর্ষ ৩ কারণ হল (ক) অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সহ শীর্ষ শ্রেণীর শহর। (খ) বেঙ্গালুরুকে ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলা হয়, কারণ প্রধানত সমস্ত আইটি এবং বহুজাতিক জায়ান্টগুলোর প্রধান কার্যালয়গুলি ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত যা শিক্ষার্থীদের প্রতিভাকে সর্বাধিক প্রকাশ করে।(গ) জলবায়ু পরিস্থিতি খুবই ভালো এবং আজকের প্রবণতা অনুযায়ী সবকিছুর অ্যাক্সেসযোগ্যতা। বর্তমানে আমাদের দয়ানন্দ সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১৮ হাজার প্লাস ছাত্র রয়েছে,আমি যদি ব্যাঙ্গালোরের দয়ানন্দ সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি, শিক্ষার ক্ষেত্রে এটির ৬ দশকের উত্তরাধিকার রয়েছে, যে কারণে এটি কেবল দক্ষিণ অঞ্চলে নয়, সমগ্র ভারত জুড়ে আরও বেশি চাহিদা।আমাদের ভাইস চেয়ারম্যানপ্রো চ্যান্সেলর ডিএসইউ (মাননীয় ড. প্রেমচন্দ্র সাগর) এর নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় আমরা এনএএসি-এ স্বীকৃত এবং আমাদের পাঠ্যক্রম উন্নত করা হয়েছে মানসম্মত শিক্ষার আমাদের দর্শন নিয়ে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল যে শেখার মধ্যে সুসংগতি রয়েছে, এটি অভিজ্ঞতাকে সংশ্লেষিত করে এবং শিক্ষাকে অভিজ্ঞতার সাথে একীভূত করে। পাঠ্যক্রমটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা শিল্পের জন্য প্রস্তুত দক্ষতা এবং কৌশলগুলির সাথে তাত্ত্বিক ভাণ্ডার সাথে একত্রে নিয়মিত এক্সপোজার পায় যা বিশ্বের সেরাদের সাথে সমান। আমরা বিশ্বমানের পরিকাঠামো, হাইটেক ল্যাব এবং সর্বাধুনিক সুবিধার সাথে আমাদের ফি খুব নামমাত্র রেখেছি, যাতে প্রতিটি যোগ্য শিক্ষার্থী ভারত জুড়ে সেরা শিক্ষা পেতে পারে। আমাদের ১০০০ শয্যার হোস্টেল, ডিএসইউ-তে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার দক্ষিণ ব্যাঙ্গালোরে ১৩০ একর সবুজ ক্যাম্পাস নিয়ে গঠিত।আমাদের ডিএসএটি বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে, যা প্রতি বছর পরিচালিত হয়, সামগ্রিকভাবে আমরা ৬ কোটি অফার করি। সমগ্র ভারত জুড়ে বিভিন্ন যোগ্য ছাত্রদের জন্য বৃত্তি, আমরা দক্ষতার সাথে আমাদের ডিএসএটি পরীক্ষা পরিচালনা করি, শুধুমাত্র বৃত্তি পরীক্ষার নামকরণের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের দক্ষতা নিশ্চিত করে যে সকল শিক্ষার্থীরা আমাদের ডিএসএটি পরীক্ষার মাধ্যমে বৃত্তির সুবিধা পাবে।আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রমে সবেতন অংশ হল যে আমরা শিল্পের মান অনুযায়ী শিক্ষা দিই এবং অনুশীলন করি, তাই তারা যখন ডিএসইউ তে তাদের পড়াশোনা শেষ করে তখন আমরা তাদের ভবিষ্যতের অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রস্তুত করি, যেমন তাদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পের চাহিদা, যা তাদের তারা আরও ভালো নিয়োগের সুযোগ পেতে সাহায্য করে। ডিএসইউটি মানুষের কাছে জ্ঞান নিয়ে যেতে এবং আজকের ছাত্রকে আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক ও পেশাদার নেতায় রূপান্তর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে আমাদের সম্মানিত নিয়োগকারী হিসাবে আমাদের ৩০০ এর বেশি শীর্ষ সংস্থা রয়েছে, যার মধ্যে ইনকিউবেশন সেন্টার এবং উদ্যোক্তা শিপ প্রোগ্রাম রয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব ব্যবসা স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করা যায় এবং গাইড করা যায়। আমাদের স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, স্কুল অফ ল, স্কুল অফ কমার্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, স্কুল অফ ডিজাইন, স্কুল অফ জার্নালিজম অ্যান্ড ম্যাস কমিউনিকেশন, স্কুল অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ সায়েন্স, এমবিবিএস এর মতো বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে।

সিভিক ভলেন্টিয়ার্সের মৃত্যুতে রহস্যের দানা বাঁধলো

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ জুন ঃ তারাপীঠ শ্মশানে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় রহস্যের দানা বাঁধলো। বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন উঠেছে যে, বৈবাহিক সমস্যা মেটাতে তন্ত্র সাধনা করতে শনিবার রাতে তারাপীঠ শ্মশানে হাজির হয় ওই যুবক। যদিও পরিবার বা পুলিশ সেই ব্যাপারে স্পষ্ট কিছুই বলতে চায় নি। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের কপালে ডান দিকে কাটা দাগ দেখা গেছে। এদিকে এই মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তারাপীঠ শ্মশান থেকে উদ্ধার হওয়া বছর ছত্রিশের মৃত যুবকের নাম নিরঞ্জন দাস। বাড়ি নলহাটি থানার অন্তর্গত নলহাটি পুরসভার নয় নং ওয়ার্ডে। নিরঞ্জন দাস জি আর পিকে কর্মরত ছিলেন। তারাপীঠ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই মৃত্যু নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কেন রাত্রে ওই সিভিক তারাপীঠ শ্মশানে গেল, সেটা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে। জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্ত ছাড়া কিছু বলা যাবে না। সূত্রের খবর, নিরঞ্জন দাসের বিবাহিত জীবন অশান্তিপূর্ণ ছিল। স্ত্রীর সাথে চলছিল বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা। পরিবার সূত্রে জানা যায়, রিপন নামে এক যুবকের সাথে নিরঞ্জনের তারাপীঠ যাওয়ার কথা ছিল। নিরঞ্জনের ভাইয়ের স্ত্রী পারমিতা দাস বলেন, হঠাৎ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তারা জানতে পারে নিরঞ্জন রিপন নামে এক যুবকের সাথে তারাপীঠ যাচ্ছে। পরে নিরঞ্জন জানায় যে রিপন আসে নি। ফের রাত বারোটা নাগাদ তারাপীঠ থানার পুলিশ জানায় যে, তারাপীঠ শ্মশানে নিরঞ্জন দাসের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে রেকর্ড বৃষ্টি, বিপর্যস্ত এলাকার জনজীবন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুন ঃ আলিপুরদুয়ারে রেকর্ড বৃষ্টি। গত ২৪ ঘন্টায় আলিপুরদুয়ারে ২৩০.২০ মিলিমিটার , হাসিমারাতে ২৯৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। একদিকে ভুটান পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টিপাত পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারে অতিবর্ষনে বিপর্যস্ত জনজীবন। আলিপুরদুয়ার পুরসভার দ্বীপচর, ১৮,১৫,৮,৯, ৫ নম্বর ওয়ার্ডগুলিতে জল জমে গেছে। বিপর্যস্ত অবস্থা দ্বীপচর এবং ১৫ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে। প্রচুর বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আলিপুরদুয়ারে কালজানি সহ অন্যান্য নদীগুলিতে জল বাড়ছে। ইতিমধ্যে সেচ দফতর থেকে আলিপুরদুয়ারে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নোনাই নদীর বাঁধ অতিবর্ষনে ভেঙ্গে গেছে। নদীর জল যে হারে বাড়ছে তাতে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারী বলেন বৃষ্টিতে নোনাই বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। সেচ দফতর কে বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে মহকুমা প্রশাসন কেও। অবিলম্বে ওই এলাকার বাঁধ মেরামতির দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ পরিদর্শন ও করেছেন। আলিপুরদুয়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থপ্রতিম মন্ডল বলেন কালজানি নদীর জল বাড়ছে। তার এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০ টি পরিবার। ইতিমধ্যে ফ্লাড সেন্টার খোলা হয়েছে। নদীতে জল বাড়লে বাসিন্দাদের সরিয়ে আনা হবে। এদিকে সেচ দফতরের এক কর্মী জানান কালজানি নদীর জল বাড়ছে। সতর্ক রয়েছে সেচ দফতর। ঘন্টায় ঘন্টায় জলের পরিমাপ নেওয়া হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর জানিয়েছেন, শহরে ওয়ার্ড গুলিতে ৮ টি পাম্প রাখা হয়েছে। জল বেরে গেলে তা বাইরে পাম্পের সাহায্যে বের করে দেওয়া হবে। অতিবর্ষনে শহরে জল জমছে।

মহানন্দায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন ব্যক্তি, শুরু উদ্ধারকাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন ঃ মহানন্দায় স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। চলছে উদ্ধারকাজ। ওই ব্যক্তির নাম প্রশান্ত নন্দি সাহানি (৪০)। গত দুদিন ধরে পাহাড় ও সমতলে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জলে শিলিগুড়ির মহানন্দা ও বালাসন নদীতে কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। নদীর এই রূপ অবস্থায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন ওই ব্যক্তি। তিনি শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনির বাসিন্দা। রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ নদীতে স্নান করতে নামেন ওই ব্যক্তি। নদীতে গভীর জল থাকায় হঠাৎই তলিয়ে যান তিনি। এলাকাবাসীদের তরফে খালপাড়া ফাঁড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্মীরা নদীতে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। তবে এখনও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দশহরায় বাঁকুড়ার আকাশে ঘুড়ির মেলা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জুন ঃ দশহরা মানেই বাঁকুড়ায় ঘুড়ি উৎসব। ভো কাট্টা আওয়াজে রবিবার সকালে ঘুম ভাঙে বাঁকুড়ার। হিন্দু ধর্মীয় মতে দশহরার দিন গঙ্গার মর্তে আগমন। এদিন মন্দিরে বিশেষ পূজা পাঠ -এর আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে মনসা পূজার ও রীতি রয়েছে। এইসবের সাথে এদিন ছেলে বুড়ো সবাই মাতেন ঘুড়িতে । এদিন ঘটা করে চলে ঘুড়ি ওড়ানোর, ভো কাট্টার অলিখিত প্রতিযোগিতা। সকাল হতেই ছেলে ছোকরার দল লাটাই হাতে ছাদে হাজির। শনিবার বিকালে কালবৈশাখীর জন্য তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যায়, যা ঘুড়ি ওড়ানোর পক্ষে অনুকূল। আকাশ পানে তাকালেই দেখা মিলবে হরেকরকমের ঘুড়ি। রোদ উপেক্ষা করেই চলে ঘুড়ি ওড়ানো। বাড়ির অভিভাবকদের কড়া শাসানি আজকের দিনে কিছুটা হলেও লঘু হয়, কোনও ছাদে আবার দেখা যাচ্ছে ছেলেদের সাথে পাকা মাথাও যোগ দিয়েছে । আর মাঝে মধ্যেই সমস্বরে ভো কাট্টা আওয়াজ। এই আওয়াজে কেউ আবার নস্টালজিক হয়ে ওঠেন। সত্তোরোর্ধ প্রনব দাস, গৌতম পালরা জানান, আমাদের ছোটবেলায় সাতদিন আগে থেকে চলতো প্রস্তুতি। কাঁচের শিশি, বোতল সংগ্রহ করে তা হামালদিস্তায় মিহিগুঁড়ো করে সাবু, আঠা র সাথে মিশিয়ে সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া হত। হাতেই তৈরী হত ঘুড়ি। এখন তো সুতো থেকে ঘুড়ি সব রেডিমেড। এখন নব্বই টাকা থেকে দেড়শো টাকা ডজন ঘুড়ি। বাঁকুড়ায় দশহরায় ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এইদিনটিকেই কেন ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, এর সাথে অন্য কোন ও কারন জড়িয়ে আছে কি না তার কোনও তথ্য আজোও মেলেনি।

ব্লু লাইন মেট্রো স্টেশনগুলিতে নতুন দক্ষ এলইডি আলোর ব্যবস্থা

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ ব্লু লাইন মেট্রো স্টেশনগুলি সাম্প্রতিক সময়ে নীরব পরিবর্তনের সাক্ষী! মেট্রো কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের বিমানবন্দরের মতো অনুভূতি দেওয়ার জন্য দেশের প্রাচীনতম মেট্রো স্টেশন ব্লু লাইন স্টেশনগুলির আলোর ব্যবস্থা পরিবর্তন করার একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়েছে। তার সুবিধাগুলিতে এলইডি আলো স্থাপন করে আরও শক্তি সঞ্চয় করার জন্য, কলকাতা মেট্রো ২০১৮ সালে সম্পূর্ণরূপে এলইডি লাইটে স্থানান্তরিত হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করতে সহায়তা করেছে। কলকাতা মেট্রো এখন ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ বেশি শক্তি সাশ্রয়ী নতুন এলইডি লাইটের সাথে পুরানো এলইডি লাইটের পরিবর্তন করে নতুন মাইলফলক অর্জনের জন্য আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, মেজানাইন এবং সাবওয়ে প্যাসেজে এই নতুন লাইটগুলি বসানো হচ্ছে। পুরানো এলইডি লাইটের আলোক ক্ষমতা ছিল প্রায় ১০০ লুমেন / ওয়াট, যেখানে নতুন লাইটের আলোক ক্ষমতা ১৪০-১৬০ লুমেন / ওয়াট। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে নতুন আলোর ব্যবস্থাগুলি স্টেশনগুলিতে পুরানো এলইডি লাইটের চেয়ে ২ থেকে ৫ গুণ বেশি আলোকসজ্জা বাড়িয়েছে। মেট্রো প্রাঙ্গনে ইনস্টল করা নতুন লাইটগুলি বিমানবন্দরের মানের তুলনায় উচ্চতর লাক্স স্তরের। বিমানবন্দরগুলিতে আলোকসজ্জার মান অনুযায়ী ১৫০ লাক্স প্রয়োজন যেখানে নতুন ব্যবস্থার সাহায্যে মেট্রো প্ল্যাটফর্ম এবং মেজানাইন স্তরে ২৫০-৫০০ লাক্স আলোকসজ্জা প্রদান করছে। লাক্স হল আলোকসজ্জার একটি পরিমাপ, অর্থাৎ, একক পৃষ্ঠে আলোর মোট পরিমাণ। এর পাশাপাশি, মেজানাইন এবং পাতাল রেলপথে কলকাতা মেট্রোতে প্রথমবারের মতো হলুদ আভা সহ উষ্ণ সাদা বাতি স্থাপন করা হচ্ছে। এটি অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক এবং যাত্রীদের জন্য উচ্চতর আরামের স্তর এবং আরও ভাল দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করতে চলেছে। প্ল্যাটফর্মগুলিতে, যাত্রীদের সুবিধার জন্য শীতল দিনের আলোর সমতুল্য আলো সরবরাহ করতে সক্ষম এলইডি গুলি ইনস্টল করা হচ্ছে। আলোক ব্যবস্থায় এই অগ্রগতি যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা আরও উন্নত করবে এবং একটি ইতিবাচক স্পন্দন তৈরি করবে কারণ এই আলোগুলি আমাদের মস্তিষ্কে খুব ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই পরিবর্তনটি মোটরম্যানদের জন্য রিয়েল-টাইম ভিত্তিতে রেক থেকে যাত্রীদের বোর্ডিং এবং ডিবোর্ডিং পরীক্ষা করতেও সহায়ক হবে। বর্ধিত আলোকসজ্জার সাথে, সিসিটিভি মনিটরিং ব্যবস্থাও বাড়ানো হবে। এই উন্নত সুবিধাটি মেট্রো প্রাঙ্গনে যাত্রী সুবিধা বাড়ানোর জন্য এক ধাপ এগিয়ে যা বৈদ্যুতিক শক্তি, খরচ উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সঞ্চয় করে। এই ব্যয় হ্রাসের ফলে সরকারি কোষাগারের আর্থিক সঞ্চয় হবে। এই কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হযেছে চাঁদনী চক, সেন্ট্রাল, মহাত্মা গান্ধী রোড, গিরিশ পার্ক, শোভাবাজার- সুতানুটি, শ্যামবাজার, রবীন্দ্র সরোবর, যতীন দাস পার্ক, নেতাজি ভবন, রবীন্দ্র সদন, এসপ্ল্যানেড, নেতাজি, মাস্টারদা সূর্য সেন, গীতাঞ্জলি, কবি নজরুল। এবং শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে, জুলাইয়ের মধ্যে অন্যান্য ব্লু লাইন মেট্রো স্টেশনগুলিতে নতুন লাক্স স্তর থাকবে। সুতরাং, একটি নতুন অভিজ্ঞতার অংশ হতে এবং উপভোগ করুন!

খড়িবাড়িতে জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষ, জখম ৩

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুন ঃ ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয়েছেন তিনজন। জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি-বিহারগামী জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনার জেরে ট্রাক দুটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। ট্রাক দুটির ভিতরেই আটকে পড়েন চালকরা। স্থানীয়রাই এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এবং নকশালবাড়ি দমকল। ট্রাকচালকদের উদ্ধার করে প্রথমে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জখমদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে, খবর পেয়েও নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা।

চা ও পানের দোকানের আড়ালে অবৈধ মদের কারবার, বিক্ষোভ স্থানীয় মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুন ঃ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চা- পানের দোকানের আড়ালে দেদারে চলছিল মদের কারবার। এলাকায় বাড়ছিল দুস্কৃতীদের আনাগোনা। বিঘ্নিত হচ্ছিল এলাকার নিরাপত্তা। বাড়ছিল মাদকাসক্তের সংখ্যাও। তারপরেই ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গে মহিলাদের। অবৈধ মদের কারবার বন্ধের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। বিক্ষোভের খবর পেয়েই তৎপর হয় পুলিশ। আটক এক মদ কারবারি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তিলডাঙ্গি গ্রামে। ভালুকাগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে দুই ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস। পুলিসের আশ্বাসে মহিলারা বিক্ষোভ তুলে নেন। এরপর এক বেআইনি মদ বিক্রেতাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিস। অভিযোগ, গ্রামে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পানের দোকানের আড়ালে রমরমিয়ে চলছে মদের কেনা-বেচা। বাড়ির পুরুষরা মদের প্রতি অনেক বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে। মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে তারা। এতে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অসাধু কারবারীদের গ্রামের মধ্যে মদ বিক্রি করতে বারণ করা হলেও তারা কোনও কথা শুনছে না। অপরদিকে সন্ধ্যা হতেই বাইরে থেকে গ্রাম থেকে অনেকেই মদের ঠেকে মদ পান করতে আসছে। এর ফলে এলাকায় অসম্ভব হারে বেড়ে গেয়েছে মদ্যপ ব্যক্তিদের উপদ্রব ও চুরি। দিনের আলোতে বাড়ির উঠোন থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে বাইক ও সাইকেল।। রাতের অন্ধকারে মদ্যপ ব্যক্তিদের অত্যাচার ও অভব্য আচরণ ধেয়ে আসছে এলাকার মহিলাদের উপর। এলাকা নেশার আখড়া হয়ে যাওয়ায় ছোট ছোট শিশুরাও বিপথে চালিত হচ্ছে। মহিলারা ভয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ির বাইরে কোন কাজে যেতে পারছে না। স্কুল- কলেজের ছাত্রীরা রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে। বিক্ষোভকারী রুমাদাস বলেন, চায়ের দোকানের আড়ালে, পানের দোকানে আড়ালে মদের ঠেক চলছে। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা মহিলারাই আজ পথে নেমেছি। বিক্ষোভকারী গঙ্গা দাসের বক্তব্য, সন্ধ্যার পরে আমরা বাইরে বের হতে পারি না। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। অবিলম্বে এই কারবার বন্ধ করতে হবে। আরেক বিক্ষোভকারী পাবনী দাসের অভিযোগ, আজকে যখন আমরা বিক্ষোভ করছিলাম তখন আমাদের গায়ে হাত তুলেছে এক মদ কারবারি। আমরা এর আগে অনেকবার বন্ধ করার কথা বলেছি। কিন্তু কেউ কিছু শোনেনি। এরপর বন্ধ না হলে আরো বড় বিক্ষোভ হবে। আটক খাওয়া মদ বিক্রেতা পদ্ম মন্ডলের দাবী, আমি নিজে মদ্যপান করি বলে বাড়িতে এনে রাখি। কিন্তু আমি মদ বিক্রি করি না। এটা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে।

নদীয়ায় অনুষ্ঠান বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে অসুস্থ একাধিক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ জুন ঃ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে অসুস্থ পরিবারের বাড়িতে যান ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ও মেডিকেল টিম। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া চাঁপাতলা এলাকায়। বাড়িতে পারিবারিক এক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল পাড়ার প্রতিবেশীদের। এবার সেই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ খেয়েই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন। জানা যায় নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত চাপাতলা এলাকায় এক বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল, আর সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ৮০ জন নিমন্ত্রিত থাকলেও উপস্থিত ছিলেন ৬৫ জনের মতো । পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুপুরে যারা খাবার খেয়েছিলেন তাদের কোন শারীরিক সমস্যা না হলেও রাতে যারা খাবার খেয়েছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জন অসুস্থ হন, তাদেরকে তরিঘরি শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শান্তিপুর হাসপাতাল সূত্রের খবর এই ঘটনায় ১০ জন বর্তমানে ডাইরিয়ায় চিকিৎসাধীন শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। এবং শেষ পাওয়া খবর, প্রত্যেকের অবস্থা স্থিতিশীল, ভালো আছেন বলে জানা যায় হাসপাতাল সূত্রে। তবে যার বাড়ি অনুষ্ঠান তিনি জানান কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা তার জানা নেই। তবে এতো জন একসাথে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘটনায় কিছুটা কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের। আর সেই কারনেই, এই ঘটনায় রীতিমতো একটি মেডিকেল টিম তৈরি করা হয়েছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

ম্যাকাডেমিয়া বাদাম চাষে উদ্যোগী হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুন ঃ হেজেল নাট, আমন্ড , আখরোট এই নামগুলি আসলেই আমাদের কাশ্মীরের কথা মনে পড়ে। দার্জিলিংয়ে এবার বাদাম চাষে উদ্যোগী হল কোফাম বিভাগ। এবার বাদামটির নাম হল ম্যাকাডেমিয়া বাদাম । এই বাদাম চাষে বিপুল আয়। পাহাড়ি এলাকায় এই বাদাম চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে কেরালা, তামিলনাড়ু, পুনেতে এই চাষ হচ্ছে। তবে দার্জিলিং পাহাড়ে এই প্রথমবার ম্যাকাডেমিয়া চাষে উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগ। পাহাড়ের চাষীরা কি করে ম্যাকাডেমিয়া চাষ করে অর্থ উপার্জন করতে পারবে সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম বিভাগ সবসময়ই কৃষকদের জন্য নতুন চাষের পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে থাকে। এছাড়াও কিভাবে কৃষকরা কম সময়ে কি চাষ করে আয় করতে পারবে সে বিষয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকে এই বিভাগ। সেই ভাবনা থেকেই এবার ম্যাকাডেমিয়া বাদাম চাষে উদ্যোগী হল তাঁরা। কার্শিয়াং-এর চিমনি গ্রামের উপরে ১০০ টি চারারোপণ করা হয়েছে। কারণ ওই এলাকায় সবসময়ই তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির নিচে থাকে। আর এই তাপমাত্রায় এই বাদাম গাছ ফলদায়ক। কোফামের কর্তাদের কথায়, এই বাদাম চাষ যদি একবার এখানে সাফল্য পায় তাহলে পাহাড়ের চাষীদের আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। কোফামের বিভাগীয় ইনচার্জ অমরেন্দ্র পান্ডে বলেন, ' আমরা সব সময়ই কৃষকদের জন্য নানান রকম কাজ করে থাকি। এবার দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় কি করে মানুষেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে, সেই কথা ভেবেই ম্যাকাডেমিয়া বাদাম চাষ করছি।' তাঁর কথায়, এক কেজি বাদামের দাম প্রায় তিন হাজার টাকা। এই বাদাম চাষে যদি পাহাড় সাফল্য পায়। তাহলে আর পাহাড়ের যুবকদের শহরে কাজ করতে যেতে হবে না। তারা নিজেরাই এই বাদাম চাষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে। এই বাদাম গাছ ফল দিতে প্রায় চার বছর সময় লাগে । তবে একবার ফলন দেওয়া শুরু করে দিলে তারপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। অত্যন্ত লাভদায়ক এই বাদাম চাষ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

ইস্টবেঙ্গল থেকে ফুটবলার সই করিয়ে নিল চেন্নাইয়িন এফসি

২০২৪-২৫ মরসুমের আগে অভিজ্ঞ ভারতীয় ডিফেন্ডার মন্দার রাও দেশাইকে দলে নিশ্চিত করল চেন্নাইয়িন এফসি। রবিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে এই সই সংবাদ দিয়েছে চেন্নাইয়িন এফসি। দেশাইকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অন্যতম সফল খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ২০২১ সালে মুম্বাই সিটি এফসির সঙ্গে লিগ শিরোপা। সব মিলিয়ে তিনটি লিগ শিল্ড জিতেছিলেন-একটি এফসি গোয়া (২০২০) এবং দু'টি মুম্বাই সিটির হয়ে (২০২১ এবং ২০২৩)। গোয়ার ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার দুই বছরের চুক্তিতে নতুন ক্লাবে যোগ দিলেন। ২০২৬ সাল পর্যন্ত চেন্নাইয়িন এফসিতে থাকবেন তিনি। রায়ান এডওয়ার্ডস, এলসন জোসে দিয়াস জুনিয়র, লালদিন পুইয়ার মতো খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দেশাই চেন্নাইয়িনের রক্ষণ মজবুত করতে সাহায্য করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দেশাইকে সই করানোর ব্যাপারে কোচ ওয়েন কোয়েল বলেছেন, 'মন্দার রাও দেশাই আমাদের লেফট ব্যাক পজিশনে আরও অভিজ্ঞতা যুক্ত করবে। মন্দার একজন দুর্দান্ত ডিফেন্ডার।' ২০১৪ সালে আইএসএলের উদ্বোধনী মরসুমে এফসি গোয়া দলে যোগ দেওয়ার আগে ২০১৩ সালে আই লিগে ডেম্পোর হয়ে পেশাদার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন মন্দার। নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর দেশাই বলেছেন, 'চেন্নাইয়িন একটা চ্যাম্পিয়ন ক্লাব। তারা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং অনেকবার প্লে অফে উঠেছে। আমি তাদের বিপক্ষে আগেও খেলেছি এবং তারা সব সময় ভালো দল গড়ার চেষ্টা করেছে। কোচ আমাকে এটাও বলেছিলেন যে আমি তরুণদের জন্য একটি ভাল উদাহরণ হতে পারি, দলকে বেড়ে উঠতে সহায়তা করতে পারি।' ২০২০ সালে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১০০টি আইএসএল ম্যাচে অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন দেশাই। গত মরসুমে ইস্টবেঙ্গল দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আইএসএলে ১৭ টি ম্যাচে ১১৯৫ মিনিট মাঠে কাটিয়েছিলেন।

গ্রুপের শেষ ম্যাচ না খেলেই সোজা সুপার এইটে নামবেন রোহিতরা!

১৬ জুন ঃ জল্পনাই সত্যি হল। ভারত-কানাডা ম্যাচ ভেস্তে গেল একটিও বল না হয়ে। লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে ফ্লোরিডায়। আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস ছিল বৃষ্টিতে হয়তো ভারতের গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত হতে পারে। তবে বৃষ্টিতে ম্যাচ বাতিল হল না। তবে বৃষ্টিতে জায়গায় জায়গায় জল জমেছিল লডারহিলের সেন্ট্রাল ব্রোওয়ার্ড রিজিওনাল পার্ক স্টেডিয়াম টার্ফ গ্রাউন্ডে! মাঠ শোকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন মাঠকর্মীরা। আর এরকম মাঠে খেলা মোটেই উপযুক্ত মনে করেননি ম্যাচ আধিকারিকরা। ফলে দফায় দফায় পরিদর্শন করার পরই তারা পয়েন্ট ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত নেন। ফলে গ্রুপের শেষ ম্যাচ না খেলেই সোজা সুপার এইটে নামবেন রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং। এদিন খেলা না হওয়ায় ভারতের পক্ষে দলের অন্যরকম কম্বিনেশন পরখ করা সম্ভব হল না যদিও। অন্যদিকে কানাডা এই ম্যাচ জিতলেও কিসসু করতে পারত না। কারণ তারা আগেই কাপযুদ্ধ থেকে বিদায় নিয়েছিল। ফলে আম্পায়াররা চাননি কোনও ভাবে কোনও ক্রিকেটারের চোট-আঘাত লাগুক খেলতে নেমে। ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে গেল টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ড-পাকিস্তান-ইউএসকে ব্যাক-টু-ব্যাক তিন ম্যাচে হারিয়ে ভারত আগেই সুপার এইটের টিকিট কেটে ফেলেছিল। দেখতে গেলে কানাডার বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল নিয়মরক্ষার। আগামী ২০ জুন বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে ভারত সুপার এইটের প্রথম ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারতীয় সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলা শুরু রাত আটটা থেকে।

কানাডার সাজঘরে আচমকা হাজির দ্রাবিড়

১৬ জুন ঃ বৃষ্টিতে ভেজা মাঠের জন্য বল গড়ায়নি ভারত-কানাডা ম্যাচের। মাঠে নেমেছিলেন দুদলের প্লেয়াররাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত মিলিয়েই ফিরে যেতে হয় নিজেদের ড্রেসিংরুমে। ব্যতিক্রম শুধু রাহুল দ্রাবিড়। ম্যাচ বাতিলের পর তিনি পৌঁছে গেলেন কানাডার সাজঘরে। ফ্লোরিডায় গ্রুপ 'এ'-র শেষ ম্যাচে কানাডার মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল রোহিতদের। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল আগেই। কিন্তু মাঠ শোকায়নি। বেশ কয়েকবার পরিদর্শন করেন আম্পায়াররা। তার পরই বাতিল করা হয় বিশ্বকাপের ম্যাচ। যদিও ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড় উপস্থিত হন কানাডার সাজঘরে। শুধু প্লেয়ারদের সঙ্গে দেখাই করেননি তিনি। তার সঙ্গে ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধও করেন ভারতের হেডস্যর। যা ক্রিকেটভক্তদের মন জিতে নিয়েছে। বদলে কানাডার প্লেয়াররাও একটি জার্সি উপহার দেন। তার পরই দ্রাবিড় বলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ।

কোপায় ব্রাজিলের দল নির্বাচন নিয়ে বেজায় চটেছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি

১৬ জুন ঃ আর একটা সপ্তাহ পর থেকেই শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। কোস্টা রিকার বিরুদ্ধে ব্রাজিল অবশ্য অভিযান শুরু করবে ২৫ জুন। তবে তার আগে 'গৃহযুদ্ধে'র আবহ ব্রাজিলে। যে বিতর্কের এক প্রান্তে আছেন কিংবদন্তি সাম্বা তারকা রোনাল্ডিনহো। অন্যপ্রান্তে, রাফিনহা। কোপায় ব্রাজিলের দল নির্বাচন নিয়ে বেজায় চটেছেন রোনাল্ডিনহো। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখে দিয়েছেন, তিনি এবার কোপায় ব্রাজিলের কোনও ম্যাচ দেখবেন না। যা জানতে পেরে রাফিনহা পাল্টা বলে বসেছেন, রোনাল্ডিনহো কোপার ম্যাচ দেখার জন্য টিকিট চেয়েছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়রের কাছে! সবমিলিয়ে দাবি আর পাল্টা দাবিতে 'নারদ-নারদ' লেগেছে সেলেকাও ক্যানারিনহোর সংসারে। কোপার জন্য ডোরিভাল জুনিয়রের বেছে নেওয়া স্কোয়াডে একেবারেই পছন্দ হয়নি রোনাল্ডিনহোর। সেই স্কোয়াড নিয়ে ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, 'এবার কোপায় ব্রাজিলের কোনও ম্যাচ দেখব না। জয় উদযাপনও করব না। অনেক হয়েছে। আমরা সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে জঘন্য দলটা নিয়ে কোপায় নামতে চলেছি।' এর আগে জাতীয় দল নিয়ে এমন সমালোচনা শোনা যায়নি রোনাল্ডিনহোর মুখে। কিন্তু এবার সরব হয়েছেন তিনি। চোটের জন্য এমনিতেই কোপায় নেমার নেই। পাশাপাশি কাসেমিরো, রিচার্লিসন, গ্যাব্রিয়েল জেসাসের মতো সিনিয়রদের ডাকেননি কোচ ডোরিভাল। আর তাতেই চটেছেন রোনাল্ডিনহো। 'এই দলটায় কোনও নেতা নেই। যতসব মধ্যমানের ফুটবলারে ভর্তি। এমন খারাপ অবস্থা আমাদের আগে কখনও হয়নি। জার্সির প্রতি ভালোবাসা না থাকলে এমনই হয়,' বার্তা তাঁর। সম্প্রতি কোপার প্রস্তুতি ম্যাচে ইউএসএর সঙ্গে ড্র করেছে ব্রাজিল। রোনাল্ডিনহোর এই পোস্ট নিয়েই প্রশ্ন করা হয়েছিল রাফিনহাকে। যা শুনে এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার জবাব দেন, রোনাল্ডিনহো এমন কিছু বলেছেন নাকি? আমার জানা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, কয়েকদিন আগেই শুনলাম যে তিনি ভিনিসিয়াসের কাছে কোপার ম্যাচের টিকিট চেয়েছেন। ওঁর এমন কথায় আমি অবাক হয়েছি। এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একেবারেই একমত নই।

বাটলারদের বিশ্বকাপ ভাগ্য

স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাটকীয় জয় অস্ট্রেলিয়ার, সুপার এইটে ইংল্যান্ড

১৬ জুন ঃ ১৮১ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। তখন ৫ ওভার ১ বলে মাত্র ৩৪ রান। সেই সময়ই দ্বিতীয় উইকেট হারাল। তখন অজি সমর্থকদের হৃদকম্প যতটা না বেড়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট টিমের সমর্থকদের। কারণ এই ম্যাচের উপরই নির্ভর করছিল বাটলারদের বিশ্বকাপ ভাগ্য। কোনওক্রমে স্কটল্যান্ড অজিদের হারিয়ে দিলেই বিশ্বকাপ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে দেশের বিমান ধরতে হত ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সেই অঘটন ঘটেনি। স্নায়ুর চাপ সামলে স্কটিশদের হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের সুপার এইটে উঠল ইংল্যান্ডও। প্রথম ম্যাচে বিপর্যয়, তারপর স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে বাতিল। ইংল্যান্ডের সুপার এইটে ওঠা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সমীকরণ এমন দাঁড়ায় যে ইংরেজদের শেষ আটে যেতে হলে তাকিয়ে থাকতে হল অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচের দিকে। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া জিতলে তবে সুপার এইটে উঠত ইংল্যান্ড। এদিন প্রথমে খানিক চাপে পড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটে জিতল অজিরা। ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন বাটলাররাও।

এদিন সেন্ট লুসিয়ায় প্রথমে ব্যাট করতে নেমে স্কটল্যান্ড নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮০ রান তোলে। সৌজন্যে ব্রেন্ডন ম্যাকমুলেনের ৩৪ বলে ৬০ রানের অনবদ্য ইনিংস। ওপেনার মুনসি ২৩ বলে ৩৫ এবং অধিনায়ক বেরিংটনও ৩১ বলে ৪২ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন। স্কটিশরা যে ১৮০ রান তুললেন সেটার নেপথ্যে খানিক কৃতিত্ব ছিল অস্ট্রেলিয়ারও। এদিন ফিল্ডিংয়ের সময় ৬টি ক্যাচ ছাড়েন অজিরা। যা দেখে ইংল্যান্ড সমর্থকদের মনে হতেই পারে, তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হয়েছিল।

ইউরোর ইতিহাসে দ্রুততম গোল হজম করেও জয় ইটালির

ইতালিঃ ২ (বাস্তোনি, বারেল্লা)
আলবেনিয়াঃ ১ (বায়রামি)

১৬ জুন ঃ ফেডেরিকো ডিমার্কো তো বটেই, ইটালির কেউই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বিষয়টা। অবশ্য গ্যালারিতে উপস্থিত কয়েক হাজার দর্শকও কি বুঝে উঠতে পেরেছিলেন? ততক্ষণে তো অনেকে নিজের চেয়ারে বসতেও পারেননি ঠিকমতো! ২২ সেকেন্ড। মাত্র ২২ সেকেন্ড। শনিবার ডর্টমুন্ডে ইটালির জালে বলটা পাঠাতে মাত্র এইটুকু সময়ই নিয়েছিলেন আলবেনিয়ার নেদিম বায়রামি! ডিমার্কো সাইডলাইন থেকে থ্রো-টা করেছিলেন নিজেদের বক্সে দাঁড়ানো সতীর্থের উদ্দেশ্যে। নিজেদের ভুল বোঝাবুঝিতে সেই বল ধরে নেন বায়রামি। তারপর, ইতিহাস। ১৯৬০ সালে থেকে চলে আসা প্রতিযোগিতার দ্রুততম গোলটা করে যান আলবেনিয়ান ফরোয়ার্ড। যিনি ঘটনাচক্রে খেলেন ইতালির ক্লাব সাসুলোর হয়ে। এর আগে ইউরোর ইতিহাসে একবার মাত্র গোল করেছে আলবেনিয়া। সেটা ২০১৬ সালে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে। গোলটি করেন অধুনা মোহনবাগান ফুটবলার সাদিকু। অবশ্য দ্রুততম গোলের সেই ধাক্কা সামলাতে বিশেষ সময় নেননি কোচ লুসিয়ানো স্প্যালেত্তির ছাত্ররা। ১১ মিনিটে লরেঞ্জো পেলেগ্রিনির থেকে পাওয়া বল লম্বা শটে গোলে পাঠানোর মাধ্যমে ম্যাচে সমতা ফেরালেন ইটালির ডিফেন্ডার আলেসান্দ্রো বাস্তোনি। এর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এগিয়ে গেল আজুরিরা। এবার গোল করলেন নিকোলো বারেল্লা। জটলার মধ্য দিয়ে বল পেয়েই গোলে পাঠালেন তিনি। কাকতালীয়ভাবে, ডিমার্কো, বাস্তোনি আর বারেল্লা তিনজনই খেলেন ইন্টার মিলানের হয়ে। আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে জয়টা অবশ্য ম্যাচের ৩৩ মিনিটেই নিশ্চিত হয়ে যেত ইটালির। ডেভিড ফ্রাটেসির শট পোস্টে লেগে না ফিরলে। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলেই ম্যাচ জিতল ইতালি। জিতলেও এদিন যেভাবে বারবার দুর্বল আলবেনিয়ার রক্ষণের সামনে আটকে যেতে হল ইটালিকে (দ্রুতজ্বডত্র) সেটা খানিকটা চিন্তায় রাখবে আজুরি কোচ স্প্যালেত্তিকে। তবে কঠিন গ্রুপে অঘটনের সম্ভাবনা এড়াতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলবেন আজুরি কোচ।

আইএসএল খেলবেন পোল্যান্ডের ফুটবলার

১৬ জুন ঃ চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে নতুন আইএসএল মরশুম। যদিও তার আগেই আয়োজিত হবে ডুরান্ড কাপের মত ফুটবল টুর্নামেন্ট। যেখানে অংশ নেবে দেশের প্রথম সারির প্রত্যেকটি ফুটবল ক্লাব। সমস্ত কিছু মাথায় রেখে অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রত্যেকে। নয়া ফুটবলার সাইন করানোর পাশাপাশি নয়া কোচ চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছে আইএসএলের পাশাপাশি আইলিগের ক্লাব গুলি। কলকাতা ময়দানের তিন প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল থেকে শুরু করে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছে এই ক্ষেত্রে। নতুন কোচ নিয়োগের পাশাপাশি একের পর এক দেশি এবং বিদেশী ফুটবলারদের চূড়ান্ত করেছে তিন শক্তিশালী ক্লাব। তবে পিছিয়ে নেই মুম্বাই সিটি এফসি থেকে শুরু করে বেঙ্গালুরু এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের মতো ক্লাব গুলি। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য বেশ কিছু দাপুটে ফুটবলারের নাম। তাদের মধ্যেই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে জারোস্লাও নিজগোদার নাম। পোল্যান্ডের এই ফরোয়ার্ডের দিকে নাকি নজর রয়েছে দক্ষিণের ফুটবল ক্লাবের। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে নতুন মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ খেলতে দেখা যেতে পারে এই ফুটবলারকে।

হুগো বুমোসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল মোহনবাগান!

১৬ জুন ঃ হুগো বুমোসের সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সম্পর্কে হয়তো ছেদ পড়তে চলেছে। হুগো বুমোসকে ইনস্টাগ্রামে আর ফলো করছে না মোহনবাগান। এরপরেই বেড়েছে জল্পনা। বিষয়টা ভারতীয় ফুটবল সমর্থকদের নজর এড়ায়নি। ফুটবল অনুরাগীদের একাংশ ধরেই নিয়েছেন, বুমোসকে আনফলো করে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারেই আভাস দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ২০২৩-২৪ মরসুমের মাঝপথে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের স্কোয়াড থেকে বুমোসকে বাদ দিয়েছিল মোহনবাগান। তারপর আর বাগানের হয়ে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। খাতায় কলমে হুগো বুমোস মোহনবাগান সুপার জায়াণ্টের ফুটবলার হিসেবে থাকলেও দলে গুরুত্ব কমে এসেছিল ক্রমে। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবের হয়ে কতটা খেলার সুযোগ রয়েছে সে ব্যাপারে সংশয় থেকেই যাচ্ছিল। হুগো ফর্মে থাকলে এখনও যে কোনো দলের হয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন। মোহনবাগানের হয়ে ২০২৩-২৪ মরসুমে ম্যানেজমেন্টের প্রত্যাশা মতো খেলতে না পারলেও অনুশীলনে পরিশ্রম করেছিলেন। ক্লাবের প্রতি তাঁর আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল মাঠেই। মোহনবাগান সমর্থকদের অনেকেই চেয়েছিলেন হুগোকে রেখেই দল সাজাক লোপেজ হাবাস। তেমনটা হয়নি। জনি কাউকো হুগোর জায়গায় মানিয়ে নিয়েছিলেন। জনি কাউকোকে নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। ২০২৪-২৫ মরসুমে ফিনল্যান্ডের এই মিডফিল্ডারকে আদৌ সবুজ মেরুন জার্সি পরে মাঠে দেখা যাবে কি না সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। কাউকোপ্রশ্নের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছিল হুগো সম্পর্কিত জল্পনা। হুগো নিজে কী চাইছেন সেটাও একটা বিষয়। শোনা গিয়েছিল ওড়িশা এফসি কোচ বদল করছেন না। আগামী মরসুমের জন্যও ক্লাব ভরসা রাখছে সের্জিও লোবেরার ওপর। লোবেরার কোচিংয়ে হুগো আগে খেলেছেন। সেহেতু গুরু শিষ্যকে আবারও এক দলের দেখতে পাওয়ার প্রবল সম্ভবনা ছিলই। সেই সম্ভাবনা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন জোর দাবি করা হচ্ছে, হুগো পরের মরসুমে খেলবেন ওড়িশা এফসির হয়ে. যদিও ওড়িশা এফসি কিংবা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, কোনো ক্লাবের পক্ষ থেকেও এখনও পর্যন্ত কোনো আপডেট দেওয়া হয়নি।

ফাবিয়ান-মোরাতাদের দাপটে উড়ে গেল ক্রোয়েশিয়া

ডিরেক্ট ফুটবলে বাজিমাত স্পেনের নতুন প্রজন্মের

স্পেন ঃ ৩ (মোরাতা, ফাবিয়ান, কার্ভাহাল)
ক্রোয়েশিয়া ঃ ০

১৬ জুন ঃ ইউরোর গ্রুপ অফ ডেথ। গত ইউরোর চ্যাম্পিয়ন ইটালি, নেশনস কাপ জয়ী স্পেন আর বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলা ক্রোয়েশিয়ার মধ্যে বাদ যেতে পারে যে কোনও দল। কিন্তু এদিনের ম্যাচের পর ছবিটা বদলে গেল বললে ভুল বলা হয় না। অন্তত স্পেন যে ফুটবলটা খেলল, তাতে গ্রুপ বি থেকে 'মৃত্যুঞ্জয়ী' হয়ে উত্থান ঘটল তাদের। ক্রোয়েশিয়াকে অনায়াসে উড়িয়ে দিয়ে ইউরো অভিযান শুরু করলেন মোরাতারা। ম্যাচের ফলাফল তাঁদের পক্ষে ৩-০। গতবারের ইউরো কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল, তার পর নেশনস লিগের ফাইনাল। দুবারই স্পেনের কাছে থমকে গিয়েছে ক্রোয়েশিয়ার ট্রফিজয়ের স্বপ্ন। ক্লাব ফুটবলে জিতেছেন প্রায় সব ট্রফি, ঝুলিতে রয়েছে ব্যালন ডি'ওরও। কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে লুকা মদ্রিচকে বারবার ফিরতে হয়েছে খুব কাছ থেকে। এদিন সমস্ত হিসেব বুঝে নেওয়ার সুযোগ ছিল ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়কের কাছে। আগের হারের মধুর প্রতিশোধ আর সেই সঙ্গে ইউরো জয়ের প্রবল দাবিদার হিসেবে নিজেদের তুলে ধরা। কিন্তু যৌবনের শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল তাঁর লড়াই। স্পেনের ফুটবল বললেই স্বাভাবিকভাবে মনে পড়বে তিকিতাকার কথা। সেই প্রজন্মের সবাই এখন অবসরের বৃত্তে। আজও প্রচুর পাস খেলেন পেদ্রিরা। কিন্তু অতীতের মতো সৃষ্টিশীল আর কার্যকরী কি? সেই প্রশ্নটা বারবার উঠে এসেছে সামনে। দাভিদ ভিয়া, তোরেসদের পর স্ট্রাইকার হিসেবে একমাত্র আলভারো মোরাতা ছাড়া কেউ নেই। পিকে, র‍্যামোসের বিকল্প আজও তৈরি হয়নি। তবে একঝাঁক তরুণ তুর্কি প্রতিবারই উঠে আসেন স্পেনের বিভিন্ন ক্লাবের আকাদেমি থেকে। তাঁরা কি সোনালী প্রজন্মের উত্তরসূরি হয়ে উঠতে পারবেন? স্পেনের জন্য এই তুলনাটাই অতিরিক্ত চাপ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু কোথায় কি! এদিন সম্পূর্ণ অন্য ঘরানার ফুটবল খেলল স্পেন। শুরুতে তাও একটু ছন্দে ছিলেন মদ্রিচরা। তার পরই ঝড়ের বেগে ম্যাচ নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেন পেদ্রিরা। দুই উইং দিয়ে ক্রোয়েশিয়াকে বারবার বিপাকে ফেলছিলেন ইয়ামাল, নিকোরা। এদিন ইউরোর ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে মাঠে নামার রেকর্ড গড়লেন ইয়ামাল। লুকা মদ্রিচের উপস্থিতি সত্ত্বেও মাঝমাঠের দখল ছিল ফাবিয়ান রুইজদের হাতে। আর তাতেই বাজিমাত। এই স্পেনকে আবিষ্কার করা গেল নতুনভাবে। পাসের ফুলঝুরি নয়, বরং অনেক বেশি ডিরেক্ট ফুটবল। ২৯ মিনিটে প্রথম গোলটা এল সেভাবেই। মাঝমাঠ থেকে ফাবিয়ান রুইজের ডিফেন্স চেড়া পাস পৌঁছে যায় মোরাতার পায়ে। গোল করতে ভুল করেননি স্পেনের অধিনায়ক। তিন মিনিট পরে ফের ধাক্কা। এবার পেদ্রির অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে গেলেন খোদ রুইজ। গোলের সুযোগ অবশ্য ক্রোয়েশিয়াও পেয়েছিল। কিন্তু কখনও গোলকিপার উনাই সিমনের বিশ্বস্ত হাত, কখনও বারপোস্ট হতাশ করল তাদের। বরং হাফটাইমের একটু আগেই ৩-০ করে ফেলল স্পেন। ইয়ামালের ক্রসে পা ছুঁইয়ে গোলের মুখ খুলে ফেললেন দানি কার্ভাহাল। প্রথমার্ধেই ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলল লা রোখারা। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আক্রমণ বজায় রেখেছিলেন ক্রামারিচরা। কিন্তু গোলের দরজা খোলেনি। প্রথমার্ধে ডিফেন্সের ভুলভ্রান্তি সামলে কুকুরেয়ারা স্পেনের গোলের মুখ বন্ধ করে দিলেন। অবশ্য পরে পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো একটা পেনাল্টি পেয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। কিন্তু সেখান থেকেও গোল করতে ব্যর্থ ক্রোটরা। বল পজিশন হোক কিংবা পাসিং সবেতেই এগিয়ে ছিলেন মদ্রিচরা। কিন্তু কাজের কাজটি করতে পারলেন না। গ্রুপ অফ ডেথ থেকে বিদায় আশংকাও এখন দুশ্চিন্তায় রাখবে ক্রোয়েশিয়াকে।

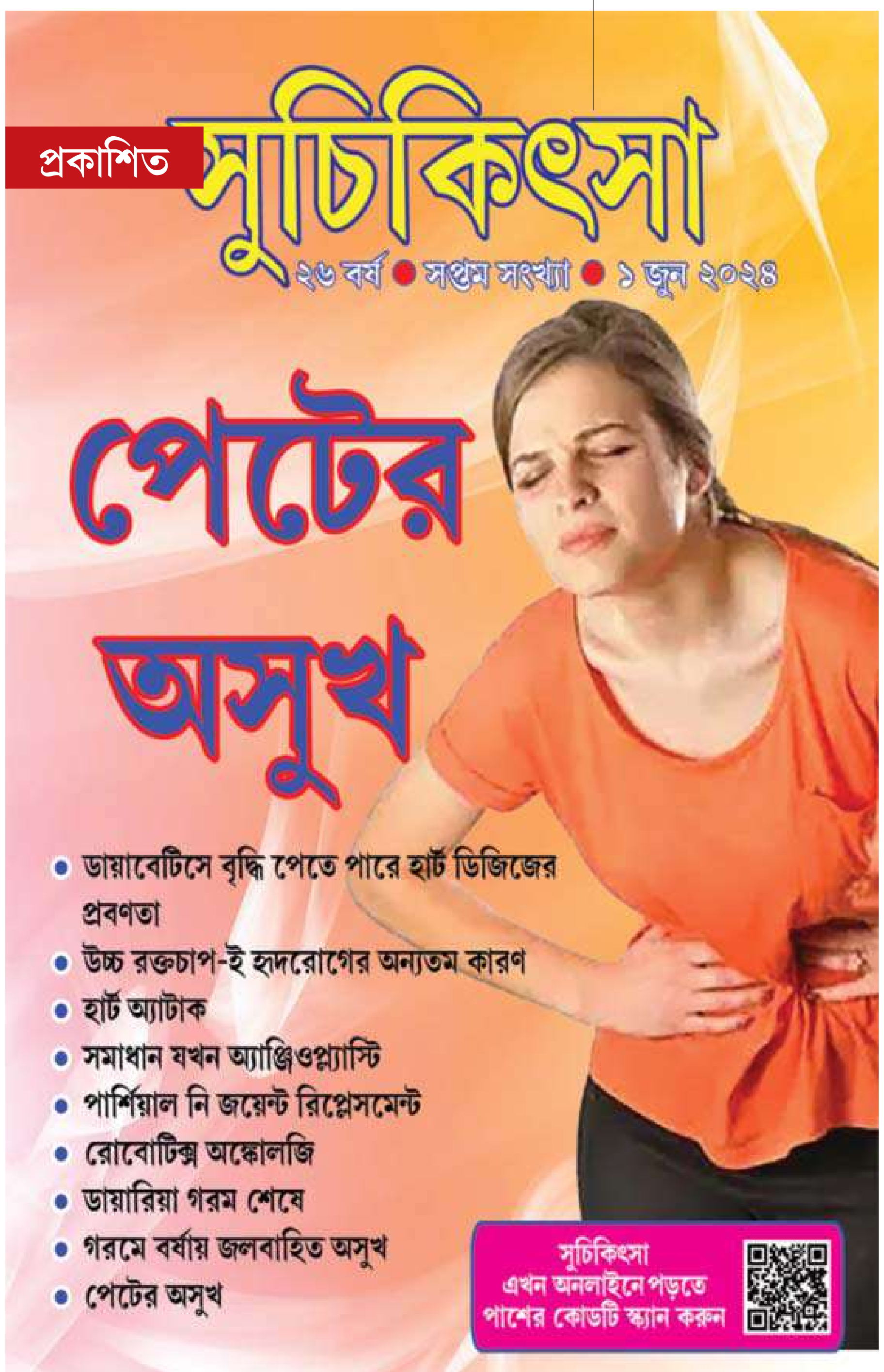

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com